Bharata Mitra Press.

শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আজি কালিকার প্রতিমূর্ত্তি

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

বা

সুখ রাজ্য।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত প্রণীত।

MOHARANI VICTORIA

OR

A HAPPY REIGN.

BY

AMBIKA CHARAN GUPTA.

PUBLISHED BY SRINATH MISRA,

AT 62 RAM MOHAN MULLIK'S STREET,

CALCUTTA.

PRINTED BY D. P. MISRA AT

THE "UCHITA-VAKTA" PRESS.

65, CROSS STREET.

1885.

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

DEDICATED, BY PERMISSION,

TO

HIS HONOR THE MOST HONORABLE

SIR RIVERS THOMPSON

B. C. S; C. I. E; K. C. S. I.

&c. &c. &c.

LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL,

IN TOKEN

OF HIGH ESTEEM, ADMIRATION AND LOYAL DEVOTION,

BY HIS HONOR'S MOST DUTIFUL AND

OBEDIENT SERVANT,

Ambika Charan Gupta

THE AUTHOR.

উৎসর্গ পত্র।

মহামান্য মহামহিমবর

শ্রীলশ্রীযুক্ত সার রিভার্শ টমশন

বি, সি, এস; সি, আই, ই; কে, সি, এস, আই,

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের

অনুমতি ক্রমে তদীয় পবিত্র নামে

তৎপ্রতি মহৎসম্মান, শ্রদ্ধা, এবং রাজভক্তিসম্ভূত

আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ

উক্ত মহানুভবের

একান্ত অনুগৃহীত এবং অনুগত ভৃত্য

গ্রন্থকার

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক

এতৎ গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

ভারতে ব্রিটিশ রাজদণ্ড শতবর্ষাধিক পরিচালিত হইল, কিন্তু যাঁহার শাসন সুনিয়মে ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ঊণবিংশ শতাব্দীর মহিমা ভারতবাসী সহস্র মুখে কীর্ত্তন করিতেছেন, যাঁহার শাসনকালে আমাদিগের বৈষয়িক এবং মানসিক এত দূর উন্নতি যে ছয় শত বর্ষ পরে যেন আঁধার ভারতগগন পুনরায় পৌর্ণমাসীর কৌমুদীরাশিতে লীলাময়, যাঁহার কৃপাবলে আমরা আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি কলাপ দৃষ্টি করিবার চক্ষু পাইয়াছি, হারান নামের আদর বুঝিয়াছি, যিনি আমাদিগকে অপত্য নির্বিশেষে পালন করিয়া পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে দশের এক করিয়াছেন; যাঁহার অপার কৃপাবারিধির কুল কিনারা নাই, সেই সুপ্রতিষ্ঠাসম্পন্না, সর্ব্বগুণান্বিতা, ইংরেজরাজকুলললনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী আমাদিগের ভারতীয় ভাষায় নাই, তাঁহার প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রতি গৃহে গৃহে তাঁহার জীবনী এবং ভারতে সুখরাজ্যের কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা কর্ত্তৃক পঠিত হয় ইহা ঐকান্তিকী ইচ্ছা, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের মাতৃভাষার একটী মহৎ অভাব পরিপূরণ হয় তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা হয় না, সমুদ্রের বালুকারাশি গণিয়া শেষ করা যায় না, হিমাচলের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা বা পরিমাণ হইয়া উঠে না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মহারাজ্ঞীর গুণরাশির ও সংখ্যা বা পরিমাণ হইবার নহে। তাঁহার প্রকৃত জীবনচরিত লিখিতে হইলে লেখনী পরিশ্রান্ত হইয়া উঠে, এমন শক্তি নাই, এমন

অর্থবলও নাই যে তাঁহার বিপুল বিস্তৃত জীবনীর শতাংশের একাংশও লিখিয়া উঠিতে পারি। তবে তাহার কয়েকটী স্থূল স্থূল ঘটনা লিপি বদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। প্রার্থনা যে ইহাতেই তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিয়া গ্রন্থকারের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে অত্র গ্রন্থের টীকা মধ্যে যে যে গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেই সেই গ্রন্থকারদিগের নিকট অনির্ম্মোচ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিলাম। যতদিন বঙ্গভাষার জীবনীশক্তি থাকিবে বঙ্গবাসী ততদিন তাঁহাদিগের নাম বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

ভাঙ্গামোড়া
২রা আশ্বিন ১২৯২
বঙ্গাব্দ

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জের সাত পুত্র ছয় কন্যা ছিলেন। আমাদিগের ভারতরাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার চতুর্থ পুত্র মহাত্মা এডওয়ার্ড অগষ্টশের একমাত্র দুহিতা। ঊণবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে মহারাণী রাজন্য কুলের শিরোভূষণ, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণে পৃথিবীর নানান্ দেশস্থ প্রকৃতি পুঞ্জের মাতৃস্থানীয়া। তাঁহার পবিত্র রাজধর্ম্মে এক্ষণে ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর চারি মহাদেশের কতশত প্রভবশালী প্রাচীন রাজবংশ বশীভূত। তাঁহার বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি সদা বিরাজিত। প্রজাগণ অপত্যবৎ ভক্তিবান্। ইংলণ্ডের রাজবংশে কাহার অদৃষ্টে এতাদৃশ সুখ-

সৌভাগের সমাবেশ দেখা যায় নাই, বা সুখ-শান্তিতে এরূপ বহুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যভোগ কাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদিগের মহারাণী সৌভাগ্যশালিনী।

তাঁহার পিতা কেণ্টের ডিউক* ছিলেন। শ্রদ্ধান্বিতা মহারাণীর পিতৃকাহিনী আমাদিগের বড় আদরের সামগ্রী। মহারাণীর জীবনী সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী অবগত হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয় অবগত হইতে সকলেরই কৌতূহল প্রদীপ্ত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ বিবেচনায় আমরা তাঁহার পবিত্র জীবনের স্থূল স্থূল কথাগুলি অগ্রে লিপিবদ্ধ করিব।

কুমার এডওয়ার্ড অগষ্টশ খৃষ্টীয় ১৭৬৭ শকাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বকিংহাম গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েন। তৎকালে রাজা তৃতীয় জর্জের প্রিভি কৌন্সিলের অনেক লর্ড এবং প্রসূতির সহচরী বহুতর লর্ডললনা তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবেম্বর মাসের ত্রিংশতি দিবসে লণ্ডনের তদানীন্তন বিসপ ডাক্তার সেরিফের দ্বারা সেণ্টজেমস প্রাসাদে নবজাত রাজকুমারের নাম করণ হয়।

---

* রাজার নিম্নস্থ উপাধি।

মহারাণীর পিতা বাল্যকালে "ফিশার" নামক একজন ঔৎসুক্যশীল, সদ্বিবেচক শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে উদ্ধত, সত্যপ্রিয়, এবং উচিতবাদী ছিলেন। সেজন্য বড় হইয়া তাঁহাকে সাংসারিক নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। বাল্যাবধি শস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে বলবতী হয়। এ জন্য অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জর্ম্মণীর অন্তর্গত লুনেবর্গ নামক স্থানে প্রেরিত হয়েন। লুনেবর্গ অতি কদর্য্য স্থান। এখানে থাকিয়া তিনি আপন ভরণপোষণাদি যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক সহস্র পাউণ্ড (দশ হাজার টাকা) মাত্র প্রাপ্ত হইতেন। যাঁহার কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে লুনেবর্গে অবস্থিতি করিতে হইত, তিনি কোন মতেই তাঁহাকে নিজ খরচের জন্য সপ্তাহে সার্দ্ধেক গিনির অধিক দিতেন না। ইউরোপের ন্যায় ব্যয়বহুল দেশে একজন রাজপুত্রের পক্ষে এই টাকা কোনমতে উপযুক্ত নহে। এক বৎসর মাত্র তথায় অবস্থিতি করিয়া তিনি হানোবর নামক স্থানে গমন করেন। এখানে তাঁহার থাকিবার জন্য রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। প্রসাদ পাইলে কি হয় বার্ষিক বৃত্তি যাহা তাহাই থাকিয়া গেল, বাড়িল না। এই সময়ে তিনি আপন

পিতাকে টাকার জন্য লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে অমিতব্যয়ী বলিয়া উপেক্ষা করিতেন।

কুমারের কোন জীবনচরিত লেখক বলেন "জর্ম্মণি দেশের সৈনিক পুরুষেরা যেন মনুষ্য নহেন, এক একটী যন্ত্র বিশেষ অথবা আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট স্পন্দন জীবনবান জীব নহেন, এক একটী কল। তাঁহাদের শরীর ও মন রাজ সরকারের অধিকারভুক্ত। তাঁহাদের স্বাধীনতা স্বপ্রবৃত্তি, স্বাধীনমত কিছুই নাই। বাধ্যতাই তাঁহাদের বিশ্বাস, এবং আজ্ঞাবিধাতাই তাঁহাদের দেবতা। আজ্ঞাবিধাতা যাহা বিশ্বাস করেন তাহাই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয়, তিনি যাহা অবিশ্বাস করেন তাহাই অবিশ্বাস করিতে হয়, ইত্যাদি।"

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈনিক বিভাগে সম্মানবৃদ্ধির সহিত রাজকুমার জেনিবা নগরে প্রেরিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহার সমবয়সী অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সহিত পরিচিত হয়েন। জেনিবা অতি সুন্দর নগর। এখানে তাঁহার লুনেবর্গের কষ্ট পরিহার হইয়াছিল। জেনিবায় অবস্থিতি কালে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি ছয় সহস্র পাউণ্ড (ষষ্টীসহস্র মুদ্রায়) পরিণত হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয় সমস্ত টাকাই তাঁহার রক্ষকের

নিকট আসিত। তিনি তাঁহাকে নিজ খরচের জন্য প্রতি সপ্তাহে সেই সার্দ্ধেক গিনির অধিক দিতেন না। আপনার সমবয়সী যে সকল ইংরেজের সহিত রাজপুত্র অবস্থিতি করিতেন তাঁহারা যেরূপ সুখসচ্ছন্দে থাকিতেন তদুপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এই সময়ে তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সেই ঋণরাশি তাঁহার ভবিষ্য জীবনে ভারভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পিতাকে বারম্বার পত্র লিখিয়াও আপন অর্থানটনের প্রতিকার হইল না দেখিয়া রাজপুত্র ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। এই অবাধ্যতা হেতু তাঁহার পিতা যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দশ দিন মাত্র ইংলণ্ডে থাকিতে দিয়া ছিলেন। তাহার পরে চব্বিশ ঘণ্টার অবসর দিয়া কৃতাপরাধের দণ্ড স্বরূপ তাঁহাকে জিব্রাণ্টার যাত্রা করিবার আদেশ দেন। জিব্রণ্টার যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া পাঁচ মিনিটের অধিক থাকিতে পান নাই। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীতে তিনি কেবল মাত্র ৫০০ শত পাউণ্ড সংস্থান লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ অতিশয় দয়ালু এবং

সদাশয় ছিলেন, তিনি পুত্রের অপরাধ অনায়াসে মার্জ্জনা করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তিনি নিজের আড়ম্বর শূন্য জীবন যাত্রা নির্ব্বাহপ্রথা এবং বাল্যকালে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পুত্রদিগের অবস্থায় স্বয়ং কখন অবস্থাপিত না হওয়া প্রযুক্ত যুবরাজদিগের প্রকৃত অভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না। তিনি সমস্ত ইংরেজ জাতির শ্রদ্ধা এবং ভলবাসার পাত্র থাকিলেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত এবং দক্ষ পুত্রের প্রতি সদ্বিবেচনার কার্য্য করেন নাই।

জিব্রল্টারে অবস্থিতিকালে কুমার সপ্তম সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের কর্ণেল ছিলেন; সেখানে থাকিয়া যাহাদিগের অধীনে কার্য্য করিতেন তাঁহারা সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন যে "রাজপুত্রের স্বভাব সম্পূর্ণ সন্তোষজনক, এবং সেনানিবাসের সকলেরই তিনি যারপর নাই প্রিয়।" যৎকালে তিনি জিব্রল্টার হইতে আমেরিকার কানেডা প্রদেশে স্থানান্তরিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তৎকালে তাঁহার কোন উপরিতন কর্ম্মচারী লিখিয়া ছিলেন যে "রাজপুত্র এডওয়ার্ডের স্থানান্তরগমন প্রকৃত পক্ষে একটী দুর্ভাগ্যের কারণ" ইত্যাদি। যৎকালে তিনি জিব্রল্টার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তৎকালে সেখানকার সৈনিকসম্প্রদায় তাঁহার বিদায়োপলক্ষে যে কবিতাটী

গান করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম এইরূপ* রাজপুত্র এডওয়ার্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন; সৈনিকের শ্রম এবং নেতার চিন্তা কিরূপে ভোগ করিতে হয় তিনিই আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দিলেন, "তিনি উৎসবে শ্রান্তিকে সুখময়ী এবং বন্ধুর সমরপন্থাকে কুসুমময়ী করিতেন।

এই হৃদয়গ্রাহিনী কবিতাটীতে তাঁহার অনুগতবৎ সরলতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি জিব্রল্টার পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যাত্রা করেন, জিব্রল্টারে অবস্থিতি করিবার সময় নিয়মিতরূপে বৃত্তি পাইতেন না। এজন্য ও তাঁহাকে অনেক ঋণ করিতে হইয়াছিল। আমেরিকায় পোঁছিয়া তিনি কোয়বেক নগরে সর্ চার্লশ্ গ্রের অধীনে মেজর জেনেরল রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হইলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহাকে আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নূতন করিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছিল।

---

* "For Royal Edward leaves us now !
'Twas he who taught us how to bear
The Soldiers toil, leader's care;
Yet cheer'd fatigue with festive hours,
And Strew'd War's rugged path with flow'rs.

LIFE OF THE DUKE OF KENT.

কোয়বেক নগরে কিছু দিন অবস্থিতির পর তাঁহাকে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বোষ্টন মগরে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। বোষ্টনে পৌঁছিয়াই তিনি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া যাত্রা করেন। এইরূপে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে সৈনিক কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি সেণ্টলুশিয়া, মোর্ণ, কর্টুলি প্রভৃতির যুদ্ধে এবং গোয়াডালোপ অধিকারে প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কমন্স সভা হইতে তিনি অন্যান্য সৈনিক পুরুষদিগের সহিত ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া হইলেন। পর বৎসর ১৮ই জানুয়ারী দিবসেও আয়ারলণ্ডের কমন্স সভা কর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রশংসিত হয়েন। এতদুপলক্ষে মহাসভা পার্লেমেণ্ট রাজপুত্রকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া প্রকাশ করেন যে, ইংলণ্ডের রাজপরিবারের মধ্যে তিনিই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে উপযুক্ত কার্য্য করিয়া বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার শৌর্য্য অপরিসীম। যেখানে ঘোরতর বিপদ্ সেই খানেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত। যেখানে ঘোর আতঙ্কপ্রদ যুদ্ধ সেই খানেই রাজপুত্র উপস্থিত থাকিতেন। কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে তাঁহাকে মুহূর্ত্তেক বিলম্ব করিতে দেখা যাইত না। সর্

চার্লস গ্রে তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য রাজসমীপে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার কিছুই ফলোপধায়ক হইল না। এমন কি জিব্রল্টারের দেনা পরিশোধ করিবার জন্য রাজা স্বয়ং যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহাও পালন করা হয় নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। তাহার চিকিৎসা জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। পর বৎসর দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে তিনি পার্লেমেণ্ট হইতে রাজপরিবারিক বৃত্তি স্বরূপ বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র পাউণ্ড প্রাপ্তির আদেশ পাইলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাজপুত্র এডওয়ার্ড কেণ্টের ডিউক এবং আয়রলণ্ড প্রদেশে ডবলিনের আর্ল উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এই বৎসর ৭ই মে দিবসে পার্লেমেণ্টের লর্ডসভায় আসন গ্রহণ করেন এবং মে মাসের ১০ই সেনানিবেশের জেনেরলের পদে উন্নীত হইয়া ১৭ই তারিখে জেনেরল প্রেশকটের স্থানে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকায় সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েন। এই অভিনব পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি জুলাই মাসে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করিলেন। এ যাত্রায় গবর্ণমেণ্ট

তাঁহাকে দুই সহস্র পাউণ্ড অগ্রিম দিয়া দারশীলতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু এই দান ব্যর্থ হইয়াছিল। রাজ-পুত্রের সমস্ত সামগ্রী জল নিমজ্জনে নষ্ট হইয়া যায়। ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকায় তাঁহার রাজকার্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। শরদাগমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় সেজন্য বিদায় লইয়া তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। তিনি যে অতিশয় দক্ষতা এবং সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহা তদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতি পুঞ্জের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রেই প্রমাণী কৃত হইতেছে। বহুলতা প্রযুক্ত তাহাদিগের উল্লেখ হইল না।

ইংলণ্ডে আসিয়া ডিউক মহোদয় আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য রাজ মন্ত্রীগণের নিকট অনেক আপত্তি উত্থাপিত করেন। সকলেই তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু কাজে বড় ঘটিয়া উঠিল না। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চ্চ দিবসে তাঁহাকে পুনরায় জিব্রল্টারের শাসন ভার লইয়া গমন করিতে হইয়াছিল। জিব্রল্টার ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী একটী পর্ব্বতময় অন্তরীপের উপর অবস্থিত। এই স্থানটী নানা জাতীয় স্বাদু-ফলপ্রসবী

তরুলতাশোভিত পার্ব্বতীয় প্রদেশ বলিয়া অতিশয় রমণীয়। কিন্তু এখানে পানীয় জলের সুপ্রতুলতা ছিল না। এজন্য অধিবাসী দিগকে সময়ে সময়ে যার পর নাই জলকষ্ট সহ্য করিতে হইত। জল দুষ্প্রাপ্য হইলেও সুরা এ স্থলে সুলভ মূল্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। সুরার সুলভতা নিবন্ধন এখানকার সৈনিক এবং নাবিক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুরা-পান বড়ই প্রবল হইয়া ছিল। সুরাপানে হতজ্ঞান হইয়া সৈনিক পুরুষদিগকে সর্ব্বদা পথে ঘাটে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত, এবং এমন দিন ছিল না যে দিন তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের উপর পাশব অত্যা-চারের কথা শুনা যাইত না। সেনা সমিতিতে সুরাপান দোষাবহ বলিয়া ততটাগণ্য ছিল না, কেবল আপনাপন কর্ম্ম করিবার সময় প্রকৃতিস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইত। এইরূপে প্রশ্রয় পাইয়া সেনাগণ আপনাদিগের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নানা প্রকার অত্যাচার করিত। নবাগত গবর্ণর এই সকল অত্যাচার নিরাকরণের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, দিন রাত্রির মধ্যে তিন চারিবার সৈন্যগণকে একত্র সমবেত করিয়া প্রত্যেকের উপস্থিতি অনুপস্থিতির উপর দৃষ্টি রাখিবার

প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। যে সমস্ত শৌণ্ডিকালয় ছিল, রাজকর হ্রাস হইলেও তাহাদিগের অনেক গুলি উঠাইয়া দিলেন; নানা প্রকারে সুরাসেবীগণের দুর্গতি করিতে আরম্ভ করিলেম। কুমারের এরূপ বন্দোবস্তে সেনা নিবাসের সকলেই যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। সেই বিদ্রোহে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। অধীনস্থ কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সাহায্যে তিনি আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়া বিদ্রোহ দমনে সফলকাম হইয়াছিলেন। এবং পরিশেষে বিদ্রোহীদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেও সক্ষম পারিয়াছিলেন। জিব্রল্‌টারে শান্তি সংস্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের রাজসভার অনুমতি ক্রমে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১ লা মে তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। তিনি জিব্রল্‌টরের শাসনদণ্ড হস্তে লইয়া বিলক্ষণরূপে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাহারা রাজপুত্রের জন্য একখানি স্বর্ণফলক ক্রয় করিতে এক সহস্র গিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া ছিল।

জিব্রল্টার হইতে প্রত্যাগত হইয়াও তাঁহাকে

মন্ত্রী সভার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য অনেক কাণ্ড করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফললাভ হয় নাই। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৫ ই সেপ্টেম্বরে তিনি ফিল্ডমার্শ্যাল উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে বারম্বার চেষ্টা করিয়াও ঋণ পরিশোধের কোন উপায় করিতে না পারিয়া তিনি ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে আপন সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্বের অর্দ্ধেক ট্রষ্টিতে অর্পণ করিলেন, এবং আপন ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে যাহাতে ঋণজাল বিনির্মুক্ত হইতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নিকট কয়েক খানি দুঃখ সূচক পত্র লিখেন, কিন্তু সে সকলেও তাঁহার সহানুভূতি উত্তেজিত করিতে পারে নাই।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় জর্জ শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতা নিবন্ধন রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইলে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জর্জকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই বিষয়ে পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যগণের মধ্যে মত বিভেদ হয়। কিন্তু আমাদিগের মহারাণীর পিতা সদাশয় ডিউক মহোদয় আন্তরিক আগ্রহ এবং উৎসাহের সহিত অগ্রজের পক্ষ সমর্থন করেন। এই বৎসর হইতেই

তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ জর্জ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যুবরাজ তাঁহার বিপন্ন অনুজের প্রতি এক দিনের জন্যও সুপ্রসন্ন হয়েন নাই। পিতার রাজ্যশাসন কালে তিনি তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে ভগ্নাশ হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কয়েক জন বন্ধুর পরামর্শে যুবরাজের নিকট আবেদন করেন তাহাও গ্রাহ্য হইল না। অতঃপর তিনি বন্ধুবর্গের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভের এই উপায় স্থির করিলেন যে তাঁহার বার্ষিক আয়ের তিন অংশ লইয়া তাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং অবশিষ্ট একাংশ তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দিবেন। জুন মাসের শেষ ভাগে এই বন্দোবস্ত স্থিরতর হইল। ইহাতে যে তাঁহাকে বিলক্ষণ ব্যয়লাঘব করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এক বৎসর কাল এইরূপে থাকিয়া তিনি বিশেষ রূপে ইহার ফলোপধায়িতা উপলব্ধি করিলেন। বিগত আট বৎসরে যতদূর না হইয়াছিল প্রথম দ্বাদশ মাসে তাঁহার বন্ধুগণের উদ্যোগ এবং সুবন্দোবস্তে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা অসম্ভব বিবেচনায় তিনি জন্মভূমি

পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ব্রসেল্‌স নগরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া তিনি বার্ষিক তিনশত পাউণ্ডে একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে থাকেন এবং তাঁহার স্বগোষ্ঠীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা জর্ম্মণীতে যাতায়াত করিতেন। এইরূপ যাতায়াতে তিনি সাক্‌সিকোবর্গ প্রদেশের পরলোকগত রাজপুত্রের বিধবা রাণীর প্রণয়াসক্ত হয়েন। ইহাঁর নাম রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া; এক্ষণে অষ্টাবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইনি লিনেনজেনের রাজপুত্রকে বিবাহ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে একটী মাত্র পুত্র এবং কন্যাকে লইয়া বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়েন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে মে ইংলণ্ডের চতুর্থ কুমার এডওয়ার্ড তাঁহাকে পুনরায় পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিয়া তাঁহার বৈধব্য মোচন করেন। পরবর্ত্তী জুলাই মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ইংলণ্ডের কিউ নামক স্থানে ইংলণ্ডীয় প্রথামত তাঁহাদিগের শুভবিবাহ উৎসবীকৃত হয়।

এই রত্নগর্ভা রাজকুলললনা আমাদিগের বিপুল বিখ্যাতনাম্নী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জননী। রাজপুত্রের

বিবাহ অতিশয় মিতব্যয়ে সমাহিত হইয়াছিল। সেজন্য পার্লেমেণ্ট মহাসভা দ্বাদশ সহস্র পাউণ্ড মাত্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে ডিউকপত্নীর ভরণপোষণাদি নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ছয় সহস্র পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু রাজপুত্রের ঋণ এখনও পরিশোধিত হয় নাই, এজন্য তিনি পুনরায় দ্বীপনিবাস পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক মহাদেশবাস আশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পূর্ব্ব স্বামী হইতে প্রাপ্ত "অমরবচের" রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বৃদ্ধ ভূপতি তৃতীয় জর্জের অন্যান্য পুত্রগণ নিঃসন্তান বিধায় আমাদিগের মহারাণীর পিতা ঐকান্তিকী কামনা করিতেন যে তাঁহারই অপত্য ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিবেন। পবিত্রমনা ডিউক মহোদয়ের সে আশা ঈশ্বর পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই তাঁহার সংসারসঙ্গিনী গর্ভবতী হয়েন। ক্রমে সপ্তম মাস অতীত হইলে রাজপুত্র তাঁহকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কেন না ইংলণ্ডের দেশাচার এইরূপ যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে রাজসিংহাসনে তাঁহার দাবী চলিবে এমত নহে। রাজবংশে এবং ইংলণ্ডভূমিতে তাঁহার জন্ম গ্রহণ করা চাই

নতুবা ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিবেন না। এই সময়ে কুমার এডওয়ার্ডের হস্তে এমন সঞ্চয় ছিল না যে তিনি সন্তত্বা সহধর্ম্মিণীকে নিরাপদে জন্মভূমিতে লইয়া যাইতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাজ-দরবারে অর্থ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইতে হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। কুমারের জীবনচরিত লেখক বলেন যে যুবরাজ বা রাজমন্ত্রী কেহই দুশ্চিন্তানিপীড়িত ডিউক মহাশয়কে উপস্থিত দায় হইতে উদ্ধার করিবার অণুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। যাঁহাদিগের সাহায্য করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহাদিগের দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। প্রত্যুত ইংলণ্ডের কয়েক জন অচিহ্নিত, অটল, অনুগত বন্ধু তাঁহাকে উপ-যুক্ত রূপে সাহায্য দিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিয়া ছিলেন। লিখিত কাগজ পত্রের উপর সামান্য রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলেও প্রতীত হয় যে তাঁহার জেষ্ঠাগ্রজ যুবরাজ বরং ভবিষ্যতে অভিনব বিপদজালে তাঁহার পন্থা পরিবেষ্টিত করিবার চেষ্টা পাইয়া ছিলেন।*

* Vide page 232 para 2, of Vol II, Dukes and Duchesses of the family of George III.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডিউক পত্নীর প্রসব উপলক্ষে যুবরাজের স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইংলণ্ডে আগমন করা, এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বারম্বার আপত্তি উত্থাপন করার জন্য মহারাণীর জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার পিতার উপর বড়ই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছিলেন। সে যাহা হউক সদ্য প্রসবিনী রাজ্ঞীমাতা ঈশ্বরকৃপায় নিরাপদে ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছেন, এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে কেন্সিংটন প্রাসাদে আমাদিগের ক্ষণজন্মা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে প্রসব করেন।

ইংলণ্ডের জীবনচরিত লেখকগণ কল্পনার তুলিকায় মহারাণীর জন্মবিবরণ চিত্রিত করিলে বলিতেন এসময় দেব-গণ ধরিত্রীগাত্রে পুষ্প বৃষ্টি করিয়া ছিলেন, স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছিলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সূতিকা গৃহ পরিপূর্ণ এবং স্বর্গীয় আলোকে দিক্ সকল দীপ্তি

মতী হইয়া ছিল। ইংলণ্ডীয় জীবনচরিত লেখকেরা কবিকল্পনার আশ্রয় লয়েন নাই, বোধ হয় এই জন্যই তদ্রূপ কোন বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ তদানীন্তন রাজ পরিবারের অবস্থা এবং ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে ভবিষ্যৎ অধিষ্ঠাতার বিষয়ে, বা ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী সচন্দন কুসুম মালা লইয়া কাহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন আগ্রহ সহকারে সে সকল বিষয় চিন্তা না করিয়াও যদি এই নবপ্রসূতা এডওয়ার্ড দুহিতার জন্মপত্রিকায় দৃষ্টি করিতেন তাহা হইলেই জানিতে পারিতেন, যে রাজা তৃতীয় জর্জের সদ্যজাতা পৌত্রী ভবিষ্যতে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর এক মাত্র বরণ্যা। আহা যদি তাহার পবিত্রমনা দুঃখদগ্ধ দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতা পরবর্ত্তী বিংশতি বর্ষের সমুজ্জ্বল প্রতিভা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কত সুখ হইত! কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বকৌশলী ভবিষ্যৎকে তমোময় অবগুণ্ঠনে আবরিত করিয়া কি চতুরালীর খেলাই খেলিয়া রাখিয়াছেন!

২৯ শে জুন দিবসে ইংলণ্ডীয় প্রথানুসারে সালিশবরীর ধর্ম্মযাজক (বিসপ) দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া কেসিংটনের স্থানীয় ধর্ম্মমন্দিরে মহারাণীর পিতা এবং মাতা

তাঁহার জন্ম উপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা করেন। মহারাণীর জন্মগ্রহণের পর তাঁহার পিতা ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতে একান্ত ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দুর্ব্বহ ঋণভার হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং তদনুসারে কমন্স সভার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর তাঁহার সে প্রার্থনাও অনুমোদিত হইল না। রাজমন্ত্রীগণ তাঁহার প্রতি ন্যায়ানুগত বিচার করিলেন না। তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি, রাজকার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানভ্রমণের প্রতিশ্রুত ব্যয়, সরকারী কার্য্যোপলক্ষে গিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি জলমগ্নে অপচয় হওয়া, বা ঋণ পরিশোধের কোন বিষয়েই তাঁহারা কিছু করিলেন না। তিনি স্বয়ং ঋণ পরিশোধ করিবার যে উপায় করিলেন তাহাতেও সাহায্য দিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে কেবল মাত্র নানা প্রকারে বিরক্ত ব্যতিবস্ত এবং বিপন্ন করিতেই ভাল বাসিতেন। যুবরাজের পারিষদ বর্গ তাঁহাদের প্রভুর সর্ব্বজন প্রিয় ভ্রাতার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতেই যে বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাণী ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহার মাতার শীতল

তর প্রদেশে অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ইংলণ্ডের ডিভনসায়র প্রদেশের সিডমাউথ নামক স্থানটী মনোনীত করিয়া ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারিণীকে লইয়া তাঁহার পিতা মাতা সিডমাউথে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা উলব্রুক কুটীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেন্সিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি কালে ডিউক মহোদয়ের নিকট ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন যে এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে মহারাণীর পিতা তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাঁহাকে বলিয়া পাঠান। তদনুসারে তিনি রাজকুমারীর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়া ছিলেন যে বালিকা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের অনুগ্রহে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হয়েন। এই কথায় তাঁহার পিতা আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন "ঈশ্বরের কাছে শুধু এই মাত্র প্রার্থনা করিবেন না যে আমার কন্যা প্রভূত প্রতিভাশালিনী হইয়া আমার ন্যায় বিপদ শঙ্কুলা না হয়, তাঁহাকে আরও জানাইবেন যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমার কন্যায় নিশ্চল ভাবে থাকিয়া ছায়ার ন্যায় তাহাকে আপদ বিপদে আশ্রয় দান করে এবং তাহার

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁহার দ্বারা পরিরক্ষিত এবং পরিচালিত হয়।”

এই নিখিল ধরিত্রীর সকল পরিবারের সর্ব্বান্তর্যামী পিতা কি তাঁহার এই ঐকান্তিকী প্রার্থনায় বধির হইয়া ছিলেন? এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টার নিকট গমন-উৎসুক যে রাজ্ঞীপিতা তাঁহার প্রিয়তম কন্যাকে সত্বর পরিত্যাগ করিয়া দিব্য ধামে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন তাঁহার প্রার্থনা কি ব্যর্থ হইয়া ছিল? না—ধার্ম্মিক পিতা মতা কখন ঈশ্বরানুগ্রহে বঞ্চিত হয়েন না।

পিতা মাতার স্নেহের মহিমা অনন্ত, অপার—তাহার কুল কিনারা নাই! ঈশ্বর যেন মহারাণীর পিতার এই সকল বিনয়বাণী সানুগ্রহে শুনিয়াছিলেন। ধন্য তুমি কেণ্টের ডিউক মহামতি এডওয়ার্ড! সার্থক তোমার প্রার্থনা!! সফল তোমার মনুষ্য জন্ম!!! তোমার কন্যা, তৃতীয় জর্জের কুলগৌরব পৌত্রীকে আজি ঈশ্বর ভূমণ্ডলের মহামহা রাজা দিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য করিয়াছেন তাঁহার প্রভূত কীর্ত্তি কলাপ দিগন্তব্যাপী যশোসৌরভ প্রদীপ্তিময়ী প্রতিভা, প্রবল পরাক্রম, অপ্রতিহত প্রভাব, অতুল ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভব এবং সুখসৌভাগ্য অনন্ত বারিধি পরিবেষ্টিত পৃথি-

বীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল দেশের অধিপতিদিগের স্পৃহনীয় করিয়াছেন।

উলব্রুক কুটীরে অবস্থিতিকালে ২৯ শে ডিসেম্বর দিবসে মহারাণীর পিতা তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন "আমার ক্ষুদ্র কন্যাটী ডিভনসায়ার প্রদেশের জল বায়ুতে বেশ বড় হইতেছে, আমি সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে সে বিলক্ষণ বলিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যবতী। আমার পরিবার বর্গের যাঁহারা তাহাকে অনাহূত আগন্তুক মনে করেন তাঁহাদিগের মতেও আমার কন্যা খুব বর্দ্ধনশীলা। এ সময়ে সে যে আমার কত সুখ এবং সন্তোষ বর্দ্ধন করিতেছে, তুমি আমার তুল্যভাবাপন্ন তোমাকে তাহা লেখাই অনাবশ্যক।"

২৪ শে ডিসেম্বর মহারাণীর পিতা রুসিয়ার সম্রাটের নামানুসারে কন্যার নাম আলেক্‌জেণ্ড্রিনা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার নাম জার্জিয়ানা রাখবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রথমে উক্ত নাম রাখিয়া ছিলেন বলিয়া সেই নাম স্থায়ী করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

* Vide para. 3 page 22 Vol. I. of Mr. G. C Grevilles Journals of the reigns of George IV. and William IV.

এখানে অবস্থিতি কালে মহারাণীর এক সাংঘাতিক বিপদ ঘটিয়াছিল। করুণাময় ঈশ্বর যেন তাঁহার পিতার প্রার্থনা বাক্য পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয় ছিলেন। ২৯ শে ডিসেম্বরে কোন দুঃশীল বালক মৃগয়ার্থ মহারাণীর পিতার বাসভবনের নিকট বন্দুকে গুলি নিক্ষেপ করে। তৎকালে আমাদিগের মহারাণী সূতিকাগৃহে ধাত্রীক্রোড়ে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। সেই বন্দুকনিক্ষিপ্ত গুলি ঘরের জানালা ভেদ করিয়া শিশু রাজসন্ততির মস্তকের অতি নিকট দিয়া যায়। পরে সেই বালক ধৃত হইয়া মহারাণীর পিতার অনুরোধ ক্রমে, এরূপ বিপদজনক বিহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কাল ১৮২০ খৃষ্টাব্দ উপস্থিত হইল। এই দুর্বৎসরের তৃতীয় সপ্তাহে ইংলণ্ডবাসী যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন, সেই ডিউকমহাত্মার অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদে সকলেই যার পর নাই ব্যথিত হইলেন; পীড়া দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া শুনিলেন। তাহার পরেই মৃত্যু সংবাদ! কুমার এডওয়ার্ড আর নাই! এই বিষাদময়ী ঘটনা ২৩ শে জানুয়ারী

উলব্রুক কুটীরে দিবা ১০ টার সময় সংঘটিত হয়।

পীড়া আরম্ভাবধিই বিষম হইয়া উঠিয়া ছিল। বৃহস্পতিবার দিন সরকারী সংবাদে কিঞ্চিৎ আশা জন্মে কিন্তু এই অনুকূল পরিবর্ত্তন ততটা আশাপ্রদ নয় বলিয়া পরে জানা গিয়াছিল। ফুসফুসের পীড়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে রাজপুত্র লিওপোল্ড কাপ্তেন কনরয়, জেনেরল উইথরল, এবং মিঃ মুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার চরমাবস্থার সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

মহারাণীর জননী স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত উদ্বেগাকুলিত অন্তরে স্বয়ং তাঁহার পীড়িত শয্যায় উপস্থিত থাকিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন; উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন কাল তাঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। তিনি নিজ হস্তে স্বামীকে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার দিন সায়ংকালে রাজপুত্র কাপ্তেন কনরয়ের সহিত সিডমাউথের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় তাঁহার পাদুকা শিশির সিক্ত ও আর্দ্র হইয়াছিল। কাপ্তেন কনরয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে পাদুকা পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন।

সেই সময়ে বালিকা কন্যাটীর মৃদু মধুর হাস্যে অপত্য স্নেহবিমুগ্ধ ডিউক মহোদয় তাঁহার নিকট অনেকক্ষণ উপবিষ্ট ছিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার সর্দ্দি করিল। ডাক্তার উইল্‌সন ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রাজপুত্র এই বলিয়া ঔষধ খাইলেন না যে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইলেই সারিয়া যাইবে। পরদিন প্রাতঃকালে জ্বরের লক্ষণ সকল প্রবল হইয়া উঠিলে লণ্ডন হইতে ডাক্তার মেটনকে ডাকিয়া পাঠান হয়। তিনি উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রোগ প্রতিকার মানিল না ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া রবিবার দিন প্রাতে তাঁহার জীবন রত্ন অপহরণ করিল। পূর্ব্ব দিন ভাবী মৃত্যু অবধারিত জানিয়া তিনি রাত্রিকালে এক উইল প্রস্তুত করেন। ২৪শে জানুয়ারী বেলা সার্দ্ধ অষ্ট ঘটিকার সময় জেনেরল মুর এই শোচনীয় সংবাদ লইয়া লণ্ডনে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের গোচর করেন।

যদিও তাঁহার সহোদরেরা তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন না, কিন্তু তিনি এরূপ উদারচেতা এবং প্রশস্ত মনা ব্যক্তি ছিলেন যে যখন জানিতে পারিয়াছিলেন এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না তখন বলিয়া ছিলেন "যদি আমি না বাঁচি, আমাকে লওয়াই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়

তবে আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীগণের প্রত্যেককে আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইও।”

৭ই ফেব্রুয়ারী দিবসে তাঁহার মৃতদেহ সিডমাউথ হইতে উইণ্ডসর নগরে আনয়ন করা হয়। পথিমধ্যে কয়েক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। যেস্থান দিয়া ডিউক মহোদয়ের বিগতপ্রাণ কলেবর আনয়ন করা হইয়াছিল সেই স্থানের লোকেরাই পরলোকগত পবিত্রাত্মার সম্মানার্থ আপনাপন কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়াছিল, এবং ধর্ম্ম মন্দির হইতে শোকসূচক ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়াছিল।

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাধুমধামে তাঁহার পরিত্যক্ত কর্ম্মভূমির প্রতিমাখানি উইণ্ডসরের সমাধিভূমে সমাহিত হয়।

মৃত মহাত্মার উইলের মর্ম্মানুসারে লেপ্টেনাণ্ট জেনেরল ওয়েথরেল এবং কাপ্তেন কনরয় তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একিসকিউটর নিযুক্ত হয়েন। নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহার উইলখানি লিখিত হইয়াছিল যথা :—

“আমি রাজপুত্র এডওয়ার্ড, কেণ্টের ডিউক, সুস্থ মনে নিম্নোক্ত প্রণালী মতে আমার ইচ্ছাপত্র (উইল) প্রস্তুত করিতেছি; এবং সর্ব্বাগ্রে আমার প্রিয়পত্নী কেণ্টের ডচেশ ভিক্টোরীকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের কন্যা

আলেজেণ্ড্রিয়া ভিক্টোরিয়ার এইমাত্র রক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলাম। এবং আমার ঋণ পরিশোধের জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আমার ন্যায় সঙ্গত দাবী এখনও বিবেচিত হইবে এই বিশ্বস্ত আশার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আমার উপরোক্ত প্রিয় পত্নীর ইচ্ছামত সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, সকল রকমে সম্পূর্ণ ভোগ দখলের জন্য আমার যত প্রকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সমস্তই সৈনিক বিভাগের লেপ্টেনণ্ট জেনেরল ফ্রেডরিক অগষ্টশ উইথারলের তত্ত্বাবধারনে দিলাম, এবং উপরিলিখিত অভি-প্রায়ে উক্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির সমুদায় কিম্বা কোন অংশ আমার উল্লিখিত পত্নীর সম্মতি ক্রমে বিক্রয় করিবার আবশ্যকীয় সমস্ত ক্ষমতা উপরি উক্ত ফ্রেডরিক অগটশ উইথরেলকে, এবং জন কনরয়কে অর্পণ করি-লাম। এবং তদ্দ্বারা আমি কথিত ফ্রেডরিক অগষ্টশ উইথরেল এবং জন কনরয়কে আমার এই চরম উইলের একিসকিউটর নিযুক্ত করিলাম। সাক্ষীর সমক্ষে ইহাতে আমি আপন স্বাক্ষর এবং মোহর করিলাম ২২শে জানুয়ারী ১৮২০ খৃষ্টাব্দ।

"এডওয়ার্ড।"

রাজপুত্র এডওয়ার্ড দেখিতে সুন্দর, দীর্ঘ এবং

বীরাকৃত পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার যৌবন কালের তুল্যরূপ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ছিলেন। যেমন শারীরিক তেমনি তাঁহার সহিত বিলক্ষণ ব্যবহারগত সাদৃশ্যও ছিল। তিনি পিতার ন্যায় প্রাতঃকাল শয্যা হইতে উঠিতেন, এবং গার্হস্থ্য কাজ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বিদ্যানুরাগী, অতিশয় দয়ালু এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। সাধারণের হিতার্থে বা কোন দীন হীন অনাথের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিতে তাঁহার পবিত্র হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। অনেক সময় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিদ্যালয়ের বালকদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। পরলোক গমন কালে তাঁহার বয়স ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে সাহিত্য গণিতাদি শিক্ষা করিবার পর ইউরোপের নানাস্থানে থাকিয়া যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন, এবং রাজ্যের মঙ্গলার্থে জিব্রল্টার এবং আমেরিকা মহাদেশের নানাস্থানে থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে, অসীম অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে বহুল শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণ তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

এই দরিদ্রবন্ধু রাজবংশভূষণ ডিউক মহোদয়ের

পরিত্যক্ত তনু ১২ই ফেব্রুয়ারী দিবসে সমারোহের সহিত উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জ্জ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারীতে লর্ড সভা হইতে শোকসন্তপ্তা ডিউক পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার পতিনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল, এবং এ কথাও উল্লিখিত হইয়াছিল যে পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাঁহার স্বর্গত ভর্ত্তার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা এবং সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

কুমারের পরলোক প্রাপ্তির পর শোকসন্তাপিত জরাজীর্ণ রাজা তৃতীয় জর্জ্জ উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। বিগত দশ বৎসর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যবৈকল্য জন্মিয়াছিল। এতাবৎকাল তিনি রাজকার্য্য পরিচালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন। রাজচিকিৎসকেরা নানা উপায়ে তাঁহার স্বাস্থ্য বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রোগের অত্যাচার কিছুতেই প্রশমিত হইল না, দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে কুমার এডওয়ার্ডের পরলোক গমনের সপ্তাহ পরে শনি-

---

* ডিউক মহোদয় মৃত্যুকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিয়া যান "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া ন্যায় পথে চলিবে।"

বার দিন দিবা দশটার সময় তাঁহার অন্তিমশ্বাস বহির্গত হইল। তৃতীয় জর্জ্জের সকলই ফুরাইল। মনুষ্যকণ্ঠে তাঁহার পবিত্র নাম কেবল মাত্র ঘোষণা জন্য রহিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বিরাশি বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ষাটী বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্ব্বে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থতা বিধায় জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ জর্জ্জকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় জর্জ্জ একজন সদাশয় স্বাধীনচেতা এবং প্রজা-রঞ্জক রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালেই সমস্ত ভুবনবিজয়প্রয়াসী মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি সমস্ত ইউরোপ ভূমি কম্পিত করিয়া রুসিয়া ব্যতীত ইউ-রোপের সমস্ত রাজগণের মস্তক অবনত এবং আপন বীর-দর্পে সর্ব্বত্র ফরাসী পতাকা উড্ডীন করেন। এবং তাঁহারই অধিকারকালে প্রসিদ্ধ ট্রাফালগার, ও মহা উপদ্বীপ সমর (Great Peninsulas War) সংঘটিত হয়। অত্যুচ্চ নেপোলিয়নের পতন এবং ইংরেজ হস্তে পরাভূত ও বন্দী হইয়া তিনি নির্জ্জন দ্বীপ নিবাসে প্রেরিত হয়েন।

রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময় ইংলণ্ডে সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় সাহিত্য সমাজের

শীর্ষস্থানাভিষিক্ত ডাক্তার জন্‌সন্ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি উইলিয়ম কাউপারের অমৃতময়ী লেখনী এই সময়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া ইংলণ্ডীয়গণকে উন্মত্ত করিয়াছিল। অদ্বিতীয় কবি এবং উপন্যাস লেখক সর ওয়াণ্টারস্কট এই সময়ে আপনি মধুর কবিতাময়ী রচনায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় জর্জ্জ বিকল চিত্ত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহের অনুপযুক্ত না হইলে তাঁহার তুল্য সৌভাগ্যবান রাজা ইংলণ্ডে আর কেহ ছিলেন না বলা যাইতে পারিত। তাঁহার রাজ্যকাল দ্বিষষ্টী বর্ষ,—ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন এতাধিক দীর্ঘকাল আর কাহাকেও আশ্রয় দেয় নাই। ইংরেজ গৌরবের পরিচয় স্থল, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র তুল্য ওপদ্বীপ সমরে বিজয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গন লাভ যে রাজার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? সমস্ত ইউরোপ ভূমি যে নেপোলিয়নের পদতলে নমিত মস্তক সেই নেপোলিয়ন যাঁহার সেনানী কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দী সে রাজার গৌরব সামান্য নহে। যাহাহউক তিনি ঈশ্বর বিড়ম্বিত হইয়া যদি বিকৃতচিত্ত না হইতেন তাহা হইলে একজন অদ্বিতীয় রাজা বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জ একখানি উইল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই উইলের অভিপ্রায় এইরূপ ছিল যে মৃত্যুর পর তাঁহার যাহা কিছু থাকিবে সে সমস্তই তাঁহার মহিষী যাবজ্জীবন ভোগ করিবেন, তাঁহার পুত্র ক্লারেন্সের ডিউক বকিংহাম হাউস, এবং আমাদের মহারাণীর পিতা কেণ্টের ডিউক অন্যান্য সম্পত্তির কিয়দংশ পাইবেন। এই উইল তিনখণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল। একখণ্ড ইংলণ্ডের "জর্ম্মণ চান্সেলরীতে" একখণ্ড হানোবরে, এবং তৃতীয়খণ্ড, বিবেচনা হয়, তাঁহার আপনার নিকটে ছিল। পরে তিনি এই উইল পরিবর্ত্ত করিতে সংকল্প করেন, এবং ইহার দুইখণ্ড নষ্টও করিয়া ফেলন, একখণ্ড এখনও আছে। কোন উইল খানি আছে তাহার কিছু অবধারিত করিতে পারা যায় নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি আর এক খানি উইল প্রস্তুত করেন। নানা কারণে সেই উইলে তাঁহার স্বাক্ষর হয় নাই। কারণ তাহার কোন কোন স্থল তাঁহার পরিবর্ত্ত করিবার ইচ্ছা ছিল। অবশেষে তিনি উইল স্বাক্ষরের একটী দিন অবধারিত করেন। কিন্তু চান্সেলর যখন সেই উইল স্বাক্ষর করাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন তখন সাক্ষীগণের কেহই নিকটে ছিলেন নাই। এজন্য উইল স্বাক্ষর পুনরায় স্থগিত

থাকে, এবং তজ্জন্য অন্য দিন স্থির হয়। কিন্তু উইল স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে তিনি পীড়িত হয়েন, এজন্য সে উইল আর স্বাক্ষর করা হইল না। এ কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথম প্রস্তুত করা উইল খানিই নবভূপ চতুর্থ জর্জ্জ, চান্সেলর, ভাইস চান্সেলর, লর্ড লিবরপুল, ইওর্কের ডিউক, রাজ-সলিশিটর এবং অপর কয়েক জনের সমক্ষে পঠিত হয়। উইল মত যে বকিংহাম হাউস ক্লারেন্সের ডিউক মহোদয়কে প্রদত্ত হয়, তাহা দুইবার বিক্রীত হইয়া ছিল। মৃত রাজার মহিষী এবং কেণ্টের ডিউক দুই জনেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি পাইতে কেবল মাত্র ইওর্কের ডিউকই জীবিত ছিলেন। এক্ষণে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল যে পরলোকগত ভূপতির সম্পত্তি বর্ত্তমান রাজা প্রাপ্ত হইবেন, কি রাজ সরকারে যাইবে। চান্সেলর বলিলেন যদি উইল সম্বন্ধে কাহার কিছু বলিবার থাকে তবে ইওর্কের ডিউকেরই আছে। কিন্তু রাজা এবং ডিউকে উত্তরাধিকারীত্ব লইয়া মতভেদ হইল। এজন্য ডিউক মহোদয় বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন।

বর্ত্তমান ভূপতি পিতার সমস্ত সম্পত্তি রাজ

সরকারের নহে, তাঁহার আপনারই প্রাপ্য এই বিবেচনা করিয়া নগদ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা এবং মণি মাণিক্যাদি যাহা ছিল সকলই আপনি লইলেন।

তিনি অর্থ সম্বন্ধে এরূপ রুক্ষ প্রাকৃতিক ছিলেন যে তাঁহার মন্ত্রীগণ তৎকৃত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে বা তাঁহার যে তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকার ছিল না একথা বলিতে কেহই সাহস করেন নাই।

ইওর্কের ডিউক সেই সমস্ত রাজসম্পত্তি রাজ সরকারের বিবেচনা করিতেন, এবং তজ্জন্য ইচ্ছা করিতেন যে যখন অপর ব্যক্তি ইংলণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন তৎকালে তাঁহাকে এই সকল সম্পত্তির প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে সে গুলি রাজসরকারে অর্পিত হয় তৎসম্বন্ধে রাজমন্ত্রীগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই তাহাতে সাহসী না হওয়ায় তদ্রূপেই রহিয়া গিয়াছে।

রাজ্ঞী চার্লটের নিজ সম্পত্তিও চতুর্থ জর্জ্জ সেইরূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী বিবাহকালে ও অন্যান্য সময়ে আপন স্বামীর নিকট হইতে অনেক বহুমূল্য প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব নরপতির নিকট হইতে তিনি যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে গুলিকে রাজ

সরকারের বিবেচনায় বর্ত্তমান ভূপালকে প্রত্যর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট তাঁহার কন্যাদিগকে দিয়া ছিলেন। রাজ্ঞী কেরোলাইনের ত্যক্ত সম্পত্তিকেও তিনি তদ্রূপে নিজ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এবং মৃতরাজার ত্যক্ত পুস্তকালয়টীও বিক্রয় করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রী এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এরূপ ঘৃণিত কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে উক্ত পুস্তকালয়ের সমস্ত জিনিষ পত্র ও পুস্তকাদি ব্রিটিশ মিউজিয়মে উৎসর্গ করা হইল।*

পিতার পরলোক প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই চতুর্থ জর্জ্জ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি বহু কষ্টে, অতি যত্নে, অনেক চিকিৎসার পর তবে পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

রাজ্যেশ্বর হইবার কয়েক দিন পরেই চতুর্থ জর্জ্জ লর্ড লিবরপুলের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে রাজসভা হইতে বাহির হইবার আদেশ দেন। তাহাতে রাজ মন্ত্রীগণ আপনাপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

* Mr. Grevilles Journals of the Reigns of George IV. and William IV. VOL. 1, page 66.

রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তিনি জানেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন ?" তাহাতে লর্ড মহোদয় উত্তর করেন "মহাশয়, আমি জানি যে আমার দেশের অধিপতির সহিত কথা কহিতেছি, এবং আমার বিবেচনা হয়। একজন রাজভক্ত প্রজার যে রূপ সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য আমি তাহার কোন ত্রুটী করিতেছি না।" তিনি চলিয়া গেলে রাজা তাঁহাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড লিবরপুল প্রথমে আসিতে অস্বীকৃত হয়েন, দ্বিতীয়বার আসিবার জন্য সংবাদ প্রেরিত হইলে তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হয়েন, এবং রাজা তাঁহাকে বলেন যে তাঁহারা উভয়েই অতিশয় ব্যস্ততার সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে "আর্থার থিসেলউড" নামক এক ব্যক্তি ক্যাবিনেট মন্ত্রীদিগকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবস রাত্রি আট টার সময় মন্ত্রীগণ যখন "বো ষ্ট্রীটের" প্রধান মাজিষ্ট্রেট আরল হারোবির বাড়ীতে সান্ধ্য ভোজনে সমবেত হইবেন সেই সময় দুরাত্মারা আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে কৃত সংকল্প হইয়া "কেটো ষ্ট্রীটের" একটী বাড়ীতে একত্রিত হয়। সান্ধ্য ভোজনের আয়ো-

জন হইতেছিল; প্রহরীগণ বাটীর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া বাটী রক্ষা করিতেছিল, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ " ফাইফ হাউসে " অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রি নয় টার সময় ষড়যন্ত্রকারীরা মন্ত্রীগণকে আক্রমণ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। রাত্রি আটটার সময় মিষ্টার বার্ণি দ্বাদশ জন প্রহরীর সহিত কেটো ষ্ট্রীটে ষড়যন্ত্র কারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া ছিলেন। পঞ্চত্রিংশ জন পদাতিক পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। সৈন্যগণ পৌঁছি-বার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পুলিশ ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ছিল এবং দুর্বৃত্তেরা আপনাদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে জানিতে পারিয়া পলায়ন করিবে এমন সময় পুলিশ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগের যে ব্যক্তি প্রহরী রূপে বন্দুক লইয়া দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে ধৃত করে। অনন্তর একটী সোপান আরোহণ করিয়া যে গৃহে তাহারা একত্রিত হইয়াছিল সেই গৃহের দ্বারভগ্ন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি প্রথমে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার মস্তকে গুলির আঘাত লাগে, তৎপশ্চাৎ যিনি গিয়াছিলেন থিশলউড তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট

করে; ষড়যন্ত্রকারীরা তখন সকলেই সশস্ত্র ছিল এবং আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া পলায়নে উদ্যোগ করিতেছিল। এই সময়ের মধ্যে সৈনিক পুরুষেরা উপস্থিত হয়, এবং নয়জন লোককে ধৃত করে। থিশলউড অপরাপর প্রায় বিংশতি জনের সহিত পলায়ন করে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে হাতকড়ায় বদ্ধ করিয়া বহু সংখ্যক প্রহরী দ্বারা "বো ষ্ট্রীটে" লইয়া যাওয়া হয়।

কাপ্তেন "ফিজ ক্লারেন্স" স্বয়ং দুই ব্যক্তিকে ধৃত করেন। তিনি যদিও কোন আঘাত প্রাপ্ত হয়েন নাই কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

এই দুরাত্মাদিগের নেতা আর্থার থিশল উডকে ধৃত করিবার জন্য সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হইলে এক সম্প্রদায় পুলিশ কর্ত্তৃক পরদিন মুরফিল্‌ডের একটী গুপ্তগৃহে সে ধৃত হয়। সেই দিবস আরও কয়েক ব্যক্তি ধৃত হয়, তন্মধ্যে "ব্রাণ্ট" নামা ব্যক্তি একজন প্রধান। ধৃত ব্যক্তিদিগের সকলকে কারাগারে রক্ষা করা হয়, এবং ১৭ই এপ্রিল তাহাদিগের অপরাধের বিচার হইয়া থিশলউড ও অপর চারিজনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তাহাদিগের যে তিন ব্যক্তি সরকারী সাক্ষীরূপে গৃহীত হইয়াছিল তাহারা অব্যাহতি পাইল। ২৯শে এপ্রিল

থিশলউড প্রভৃতির প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হয়। থিশলউড মহাপাপী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ না হইলে মহা অনর্থ ঘটিত। এরূপ ভয়ানক পরামর্শ স্থির হইয়াছিল যে তাহারা সিদ্ধকাম হইতে পারিলে সাধারণের মহা অনিষ্ট হইত। দুষ্টেরা স্থির করিয়াছিল যে মন্ত্রীগণের হত্যাকার্য্য সমাধা করিয়া একটী "বমায়" অগ্নি লাগাইয়া অপর ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সংবাদ জানাইলে তাহারা গোলযোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য একখানি তৈলের দোকানে অগ্নি সংযোগ করিত; অগ্নি ভয়ে সমস্ত লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ব স্ব ধন ও জীবন রক্ষা করিবার জন্য আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে তাহারা ব্যাঙ্ক আক্রমণ করিত, "নিউ গেটের" দ্বারভগ্ন করিত, এবং মন্ত্রীগণের মস্তক ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগের জীবনরত্ন অপহরণ করিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে সকলের কিছুই হইতে পাইল না। তাহাদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহারা আপনারাই ধৃত হইল, এবং মন্ত্রী-গণের জীবন হরণ করিবার পরিবর্ত্তে আপনাদিগের জীবন হারাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে আমাদিগের মহারাণী জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিতার অবস্থা বড় ভাল ছিল না। সত্য বটে তিনি ইংলণ্ডের প্রথিতনামা রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পুত্র, স্বয়ং একজন প্রভূত বলবিক্রমশালী উদ্যোগশীল সৈনিক পুরুষ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডের রাজপরিবার তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন না। তজ্জন্যই বাল্যাবধি কখন তাঁহার অর্থ কৃচ্ছ্রতা দূর হয় না। পঠদ্দশায় যখন বিদেশে অবস্থিতি করেন, রাজকার্য্যোপলক্ষে যখন ইউরোপ, আমেরিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন, সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তাঁহার অর্থানটন নিবৃত্তি হয় নাই। রাজপুত্র হইয়া ঋণের দায়ে জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেশান্তরে অবস্থিতি

করিতে হইয়াছিল; এ অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? এ অপেক্ষা একজন রাজপুত্রের অদৃষ্টে আর কি কষ্ট হইতে পারে? কিন্তু তাঁহার অবস্থা জানিয়া শুনিয়াও ইংলণ্ড তাঁহার অভাব মাচনে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন না। কিন্তু সুখের বিষয় এ অবস্থাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমাদিগের মহারাণী পৃথিবীর তৃতীয়াংশ ভূমির অধীশ্বরী।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার মাতামহী কেণ্টের ডচেশ মহোদয়াকে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন।

"প্রিয়তমে,

তোমার সুখপ্রসবের এবং প্রসবান্তে তোমার নবজাতা কন্যার সহিত তুমি প্রসবশয্যায় সম্পূর্ণ নিরাপদে আছ এই সংবাদ পাইয়া আমি যে কত সুখী তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যদি না তোমার কন্যার কোন ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, দ্বিতীয় চার্লট রূপে সে একদিন ইংলণ্ডক্ষেত্রে মহৎ অভিনয়ের অভিনেত্রী নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জ অন্যান্য রাজাঙ্গনা এবং চিরশোচিত প্রিয় চার্লেটের ন্যায় তাহাকে ভাল বাসিবে। এখানকার

সকলেই তোমার নিরাপদে প্রসব হওয়ার সমাচার পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী তাহা আমার বলা বাহুল্য। তুমি জান যে তোমার এই ক্ষুদ্র জন্মভূমির সকলে তোমাকে কত ভালবাসে।”

আমাদিগের মহারাণীর জন্মগ্রহণের তিন মাস পরে তাঁহার ভাবী পতি কুমার আলবার্ট ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে আগষ্ট সাক্সী কোবর্গের ডিউক মহাশয়ের রোসেনো নামক গ্রীষ্মকাল অতিবাহনের রমণীয় উদ্যান বাটিকায় জন্মগ্রহণ করেন। কুমার আলবার্ট আমাদিগের মহারাণীর মাতুলপুত্র।

তিনি সাক্সন বংশের জ্যেষ্ঠ বা আর্ণেষ্টাইন শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। এই আর্ণেষ্টাইন শাখা ষোড়শ শতাব্দীতে বংশাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সাক্সনীর ইলেক্টর “জান্‌ ফ্রেডরিকই” প্রথমতঃ বিশুদ্ধ খৃষ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন, এবং তিনিই এই ধর্ম্মমতের একজন ক্ষমবান উৎসাহদাতা। তাঁহার অনুবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ সেই ধর্ম্মে দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন, এবং ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে “মুলবর্গ” নামক স্থানে পঞ্চম চার্লশের দ্বারা জনফ্রেডরিকের পরাভবের পর সাক্সন বংশের কনিষ্ঠ বা আলবার্টাইন শাখার নিকট বশ্যতা স্বীকার

করায় প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের নিকট ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগকে দণ্ড দিতে হইয়াছিল। সাক্সনীর বর্ত্তমান রাজ-বংশ শেষোক্ত শাখা সমুদ্‌ভূত। সাক্‌সনী রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আর্ণেষ্টাইন কুল যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য (ডচি) প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সে গুলি কি প্রকারে এখনও তাঁহাদিগের উত্তর পুরুষ দিগের অধি-কারে আছে তাহা অবধারিত করা সহজ নহে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নানা সময়ে এই বংশের পর-স্পর বিবাহ এবং উত্তরাধিকারিত্বের কোন্ নিয়মে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণের অধিকারগত হইয়াছিল তাহা অবধারিত করা আরও কঠিন। পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার ভার বহুদিন হইতে এই সকল সাক্‌সন ডিউক দিগেরই হস্তে ছিল। এই প্রকারে সাক্‌সিগোথা অল্টেনবর্গ, সাক্সি মিনিঞ্জেন, সাক্‌সি হাইল্‌ড বর্গসেন, এবং সাক্সি কোবর্গ প্রদেশ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে "ধার্ম্মিক আর্ণেষ্টের" মৃত্যুর পর আর্ণেষ্টাইন বংশের শেষ ইলেক্টরের প্রপৌত্র জন ফ্রেডরিক এবং সাক্সি কোবর্গের ডিউক আপন পুত্রগণের মধ্যে পৃথক্‌রূপে বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহাদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ফ্রেডরিক সাক্সিগোথা আল্-

টনবাই রাজ্যটী লাভ করেন এবং আমাদিগের কুমার আলবার্টের পিতা জন আর্ণেষ্ট সাক্সি কোবর্গ রাজ্যটী প্রাপ্ত হয়েন।

জন আর্ণেষ্টের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস জোশেফের চারি পুত্র। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ আর্ণেষ্ট ফ্রেডরিক ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃরাজ্য উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বে লাভ করেন। এবং তৃতীয় পুত্র ফ্রেডরিক অষ্ট্রিয়ার রাজসংসারে কার্য্য করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে ফিল্ড মার্শেল উপাধি পাইয়া ফরাসীরাজবিপ্লবের সময় নিদারলণ্ড নামক স্থানে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আর্ণেষ্ট ফ্রেডরিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রান্সিস ফ্রেডরিক পিতৃসম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিন পুত্র এবং চারিটী কন্যাকে রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

১। আমাদিগের কুমার আলবার্টের পিতা আর্ণেষ্ট "প্রথম আর্ণেষ্ট" আখ্যায় সাক্সি কোবর্গের ডিউক হইয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে উপরি লিখিত "ধার্ম্মিক আর্ণেষ্টের" জ্যেষ্ঠ পুত্র সাক্সি গোথা আল্টেনবর্গের ডিউক ফ্রেডরিকবংশের শেষ পুরুষ চতুর্থ ফ্রেডরিকের মৃত্যুতে গোথা উপরাজ্য ঘরাও

বন্দোবস্তে আপন রাজ্যভুক্ত করেন ; কিন্তু সেই বন্দোবস্ত অনুসারে মিনিঞ্জেনের ডিউককে সলফেল্ড উপরাজ্য দিতে হইয়াছিল। সাক্সি আল্‌টেনবর্গ সেই সময়ে গোথা উপরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হিল্‌ডবর্গসো প্রদেশের ডিউককে প্রদত্ত হইয়াছিল যিনি আপন পূর্ব্বোপাধি গ্রহণ করিয়া হিল্‌ড বর্গসোর ডিউক নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন, যেহেতু মিনিঞ্জেনের ডিউকের রাজ্য হিল্‌ডবর্গসেনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

২। ফার্ডিনেণ্ড জর্জ্জ হঙ্গেরীর কোহারী রাজকুমারের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার পুত্র পর্টুগালের রাণী দ্বিতীয় "ডোনা মেরিয়াকে" বিবাহ করিয়া তৎপ্রদেশের সহধর্ম্মী রাজা হইয়াছিলেন।

৩। লিওপোল্‌ড বেল্‌জিয়মবাসীদিগের রাজা ছিলেন। ডিউক ফ্রান্‌সিসও চারি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

১। সোফিয়া আপনার তুল্য পদস্থ অনেক ব্যক্তির বিবাহপ্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট "মেন্‌সডর্ফ পুলিকে" পাণিদান করেন। তিনি রাজবিপ্লব সময়ে ফ্রান্‌স হইতে বাসত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার রাজসংসারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েন। অষ্ট্রিয়ায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোফিয়াপুত্রগণের সহিত বাল্যকালে কুমার আলবার্টের যথেষ্ট বন্ধুতা এবং আত্মীয়ভাব জন্মিয়া ছিল।

২। আণ্টুইনেট ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলেকজন্দর এবং নিকোলাসের মাতা ওয়ার্টেম্বর্গের ডিউক আলেকজন্দরকে বিবাহ করেন। তিনি রুষীয় সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতা। নিকোলাসের মাতা বহু সম্ভ্রমে অনেক দিন রুষিয়ায় অবস্থিতি করিয়া ছিলেন।

৩। তৃতীয় কন্যা "তৃতীয় জুলী" পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্ট্যানটাইনকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন। কিন্তু এই বিবাহ সুখজনক হয় নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি রুষরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সুইজরলণ্ডের "এলকেনো" নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে থাকিবার কালে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ও অন্যান্য সময়ে রাজপুত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

৪। কনিষ্ঠ ভিক্টর মেরিলুইশ প্রথমতঃ লিনিঞ্জেনের রাজপুত্রকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে আমাদিগের মহারাণীর পিতা কেণ্টের ডিউক মহোদয়কে পাণিদান করিয়া আপন বহুতর সদ্‌গুণে

আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং সমস্ত ব্রিটিশ জাতির প্রিয় হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ইংলণ্ডে ক্ষেপণ করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "রেওশএবার্শডিকের" রাজপুত্র চতুর্দ্দশ হেনরীর কন্যা অগষ্টার গর্ভে ডিউক ফ্রান্সিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম আর্ণেষ্টের জন্ম হয়, এবং তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সাক্‌সি কোবর্গের ডিউক রূপে পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার উপরাজ্যটী ফরাসী দিগের অধিকারে ছিল। এই সময়ে নূতন ডিউক এবং তাঁহার পরিবারেরা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সন্দেহভাজন হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়াও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনী রাজ্য ফ্রান্‌সের অধীনতা বিমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরাপদ হইতে পারেন নাই। এতাবৎ কাল জর্ম্মণি নেপোলিয়নের কঠোর পীড়নে জর্জরীভূত ছিল।

সর্ব্ব প্রথমে একটী রুষীয় ডচেশের সহিত এই যুবা ডিউকের পরিণয়প্রস্তাব ভঙ্গ হইলে তিনি ১৮১৭ খৃ-ষ্টাব্দে সাক্‌সি গোথা আণ্টেনবর্গের শেষ ডিউক অগ-ষ্টশের প্রথমা বনিতা "মেক্‌লেনবর্গ মোরিনের" গর্ভজা কন্যা কুমারী লুইশকে বিবাহ করেন।

এই বিবাহে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে প্রথম পুত্র আর্ণেষ্ট, বর্ত্তমান ডিউক, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২১ শে জুন কোবর্গ রাজ্যের এরেনবর্গস্থ রাজপ্রসাদে জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পুত্র আলবার্ট আমাদিগের মহারাণীকে বিবাহ করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের লিখিত বিবরণীতে মহারাণী আপন শ্বশ্রু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"তিনি যদিও খর্ব্বাকৃতি তথাপি বিলক্ষণ সুন্দরী ছিলেন তাঁহার চক্ষু দুইটী সুন্দর নীলবর্ণ ছিল, কুমার আলবার্ট তাঁহারই মত নিরুপম কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। এক বৃদ্ধ পরিচারিকা তাঁহার নিকট অনেক দিন ছিল, সে মহারাণীকে বলিয়াছিল যে সে যখন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কুমারকে প্রথম কোবর্গে দেখিয়াছিল তখন তাঁহাকে অবিকল তাঁহার মাতার মত দেখিয়াছিল।

তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং গুণবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিণয় সুখকর হইতে পায় নাই। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে স্বামীসহ তাঁহার প্রথম বিচ্ছেদ হয়, এবং সেই সময়েই তিনি চিরদিনের মত কোবর্গ পরিত্যাগ করেন, পুনরায় আর তাঁহার পুত্রগণকে

দেখিতে পান নাই। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যারপর নাই নিদারুণ রোগযন্ত্রনা ভোগ করিয়া দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সেণ্ট ওয়েণ্ডেন নামক স্থানে তিনি লোকলীলা সম্বরণ করেন।"

যৎকালে কুমার আলবার্ট রোসেনোর নৈদাঘাবাসে জন্মগ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার পিতামহী কোবর্গের বিধবা ডচেশ কোবর্গের অপর পারবর্ত্তী "কেসেনডর্ফ" নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে আগষ্ট প্রাতে সাতটার সময় একজন অশ্বারোহী পুরুষ রোসেনো হইতে তাঁহার পুত্রবধূর সুপ্রসব এবং রাজপুত্রের শুভ জন্ম সংবাদ লইয়া "কেসেনডর্ফে" উপস্থিত হয়। কুমারের জন্ম উপলক্ষে মহারাণীর মাতামহী তাঁহার মাতাকে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রোসেনো হইতে এই পত্রখানি লিখিয়া ছিলেন;——

"অদ্যকার তারিখ দেখিলেই তোমার মনে হইবে যে আমি লুইশির শয্যাপাশে বসিয়া আছি, তিনি কল্য প্রাতঃকালে নিরাপদে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাত্রি তিনটার সময় ধাত্রী সিবোল্ডকে ডাকিয়া আনা হয়, এবং ছয়টার সময়

শিশু সন্তানটী পৃথিবীকে তাহার প্রথম কান্না শুনায়। শিশুটীর নয়নযুগল সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে অতি মনোরম। সাতটা বাজিতে ১৫ মিনিট আছে এমন সময় আমি অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম, পরক্ষণেই দেখি এক জন অশ্বারোহী এই সুখাবহ সংবাদ লইয়া উপস্থিত। আমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে যাত্রা করিলাম, এবং এখানে আসিয়া প্রসূতিকে সামান্য দুর্বল দেখিলাম। তিনি তোমাকে এবং ওডওয়ার্ড (কেণ্টের ডিউককে) সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন।

লুইশি নগর অপেক্ষা এখানে অধিক পরিমাণে সুস্থ আছে। এই প্রাসাদের নিস্তব্ধতা কেবল মাত্র জলের কুল কুল শব্দে ভগ্ন হইয়া অতীব মনোরম। তাঁহার এখানে আসিবার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে অনেক ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। "ডাক্তার মূলার" পল্লীবাস অত্যন্ত অসুবিধাজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন। যদি বালকের সংস্কার কার্য্য এই স্থানেই সম্পন্ন হয়, "হকমার্শেল" এই আশঙ্কার বড়ই অসুবিধা মনে করিয়াছিলেন। কোবর্গের প্রাসাদে জনতা, বালক বালিকাদিগের কোলাহল, এবং রাজপথে শকটচক্রের ঘূর্ণন ধ্বনির বিষয় কেহ মনেও করেন নাই। আগামী কল্য শিশুটীর

সংস্কার কার্য্য এবং নামকরণ করা হইবে।* অষ্ট্রিয়ার সম্রাট, সাক্সি টেশেনের প্রাচীন ডিউক, গোথার ডিউক এবং আমি অধ্যক্ষ স্বরূপ থাকিব। "ফ্রেডরিক মাইল্ড ইলেক্টরের" পুত্রগণের নামানুসারে আমাদিগের শিশু দুইটীর আর্নেষ্ট এবং আলবার্ট নাম রাখা হইবে। এক্ষণে বালক আর্নেষ্টের চতুর্দ্দশ মাস মাত্র বয়স হইয়াছে, এবং তাহার দন্তোদ্গম হইতেছে। আর্নেষ্টের সুন্দর চক্ষুযুগল ব্যতীত আর কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তত রমণীয় নহে। বৎসরের মধ্যে আমি যখন "জ্যৈষ্ঠ কুসুমকে"† দেখিব তখন সে কেমন সুন্দরী হইবে।"

উপরে যে ধাত্রী সিবোল্ডের উল্লেখ হইয়াছে তিনি তিন মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডে থাকিয়া আমাদিগের মহারাণীর জাতকার্য্য সমাধা করিয়া ছিলেন। ১৯ শে

---

* বাস্তবিক সে দিন তাঁহার নামকরণ হয় নাই।

† মে মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হওয়ায় এবং তিনি পরম রূপবতী বলিয়া তাঁহার মাতামহী ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহাকে May flower মে ফ্লাউয়ার বলিতেন। যে সময়ে তাঁহার জন্ম হয় সে সময় আমাদিগের দেশে জ্যৈষ্ঠ মাস এ জন্য আমরা "জ্যৈষ্ঠ কুসুম" বলিলে অর্থের ব্যভিচার হইবে না।

সেপ্টেম্বরে রোসেনোর "মার্বল হলে" কুমার আলবার্টের খৃষ্ট ধর্ম্ম মত জাতসংস্কার এবং নামকরণ হয়। নামকরণ কালে তাঁহার নাম "চার্লস আগষ্টাস আলবার্ট ইমানুয়েল" রক্ষা করা হইয়াছিল।

১৮৬৩খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন রোসেনোয় গিয়াছিলেন তখন কুমারের পূর্ব্বতন শিক্ষক "এম ফ্লোর্শচুজ" কুমারের নামকরণ কালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট "গেঞ্জলার" যে অভিনন্দন পত্র দেন তাহার একখণ্ড অনুলিপি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। মিঃ ফ্লোর্শচুজ গেঞ্জলারের জামাতা ছিলেন। এস্থলে ইহাও ব্যক্তব্য যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোবর্গ প্রাসাদে যখন মহারাণীর পিতা মাতার শুভোদ্বাহকার্য্য সমাধা হয় তখন অধ্যাপক গেঞ্জলার সেই বিবাহ কার্য্যে পুরোহিতের কাজ করিয়া ছিলেন, এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন আমাদিগের মহারাণী তাঁহার স্বামীর সহিত প্রথম কোবর্গে গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনাসমারোহে উপস্থিত ছিলেন।

উপরিলিখিত অভিনন্দন পত্রের দুইটী স্থল এরূপ চমৎকার রূপে এই সর্ব্বজনপ্রিয় রাজ পুত্রের মহৎ, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে পূর্ণ বিকাশ ও কার্য্যতঃ পরিণত হইয়াছিল এবং এতাধিক প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল

যে তাহার উল্লেখ না করার ক্রটী কোন রূপেই মার্জ্জনীয় নহে।

এই লব্ধনামা মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে "যখন আমরা এই শিশুর ভাবী জীবনের বিষয় চিন্তা করি, যখন আমরা ভাবি যে ইনি এক দিন সংসারের উচ্চতম পদবীতে পাদার্পণ করিয়া জগদীশ্বরের স্বেচ্ছা প্রতি পালনে তদীয় পৃথিবী রাজ্যে সত্য এবং ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে কৃতোদ্যম হইবেন তখন আমরা যে সতীচ্ছার সহিত এই ভাবী অতুল কীর্ত্তিবান এবং মহৎ শিশুকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছি সেই ইচ্ছা আরও অধিক বলবতী হয়। * * * * * তাঁহার স্নেহময়ী মাতার ভাবনা এবং প্রার্থনা এই যে তাঁহার প্রিয় পুত্র এক্ষণে যেরূপ তাঁহাদের আশা এবং আনন্দ স্বরূপ হইয়া নির্দ্দোষ এবং নিষ্পাপ ভাবে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন, ঈশ্বরের সংসাররাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের পরীক্ষা অন্তেও যেন তিনি তদ্রূপ থাকেন। তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা যে তাঁহা হইতে পৃথিবীতে ঈশ্বরভীরু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।"

রাজপুত্রের নামকরণ কালের এই সকল কথা যদি তাঁহার অকাল মৃত্যুর পরে ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে সেগুলি কি সম্ভবতঃ এ অপেক্ষাও অধিক

বর্ণনাময়ী হইত? ইহা নিশ্চয় যে "সত্য এবং ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে" তাঁহা অপেক্ষা কোন ব্যক্তি নিয়ত ঐকান্তিকী উপাসনায় অগ্রসর হইতে পারেন না। এবং তাঁহার দীক্ষা কালে শৈশবাবস্থায় ধাত্রিক্রোড়ে তিনি যেমন নির্দ্দোষ এবং নিষ্পাপ ছিলেন পার্থিব প্রলোভনাদিতেও তাঁহাকে তদ্রূপ রাখিয়াছিল।

এই ষড়ঋপুবিলসিত কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া জন্মাবধি পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত কেহই এরূপ ভাবে জীবন কাল অতিবাহিত করিতে পারেন না। মৃত্যুর পরে কাহার সম্বন্ধে এতকথা বলিতে সাহস হয় না। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্ত, কিন্তু সংসারের মধ্যে ঈশ্বর তাঁহাকে যেন ভ্রম প্রমাদ শূন্য করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনি ভ্রমেও কখন গর্হিত বা নিন্দনীয় কাজ করিতেন না।

কোবর্গের বৃদ্ধা ডচেশ তাঁহার শিশু পৌত্র দুইটীকে অতি যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি যতগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলির প্রত্যেক পংক্তিতে কুমারদিগের প্রতি তাঁহার অন্তঃরের ভাল বাসা এবং সরলতা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

বেল্‌জিয়মের রাজা বলিয়াছেন যে তাঁহার মত সুপ্রতিষ্ঠান্বিতা রমণী সংসারে অতি বিরল। এবং আমাদিগের মহারাণীও বলেন যে তাঁহার মাতামহীকে অতি উত্তমরূপে স্মরণ হয়, তিনি একজন বিখ্যাতনাম্নী রমণী ছিলেন। তাঁহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের বিলক্ষণ প্রতিভা এবং তেজস্বিতা ছিল। তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ার আধার এবং ভাল বাসার ভাণ্ডার।

রাজকুমার বলেন যে তাঁহার পিতামহীর ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল যে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যৎকালে তিনি পরলোক গমন করেন তৎকালে তাঁহার পৌত্র এবং দৌহিত্রীর বয়স কেবল মাত্র দ্বাদশ বৎসর। এজন্য তিনি জানিতে পারেন নাই যে তিনি ইংলণ্ডের, শুধু ইংলণ্ডের কেন, সমস্ত ভূমণ্ডলের কতদূর মঙ্গল সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল পুত্র কন্যাই, বিশেষতঃ রাজা লিওপোল্ড তাঁহার অধিক প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাকে যার পর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

বৃদ্ধা ডচেশের, ভাবব্যঞ্জক সুন্দর নীলবর্ণ চক্ষু দুইটী, প্রফুল্ল মুখশ্রী, এবং দীর্ঘ নাসার অনুরূপত্ব সকল পুত্র কন্যা এবং পৌত্রগুলিতে বর্ত্তিয়াছিল।

কুমার এবং তাঁহার অগ্রজ উভয়েই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন, এবং বাল্যকালে তাঁহারা অধিকাংশ সময় তাঁহারই নিকটে থাকিতেন। রাজপুত্র বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পিতামহী ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস হইতে তাঁহাদিগকে গল্প বলিতেন এবং তাহা হইতে শ্রুতিলিখন লেখাইতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমাদিগের মহারাণী ভারতেশ্বরীর পিতা কেণ্টের ডিউক মহোদয় ডিভন সায়ার প্রদেশের সিডমাউথ নামক স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যালক কুমার লিওপোল্ডের উপরেই পিতৃহীন বালিকা এবং তাঁহার বিধবা জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। কুমার লিওপোল্ড কুমার আলবার্টের কনিষ্ঠ খুল্লতাত এবং আমাদিগের ভারতমাতা ভিক্টোরিয়ার মাতুল। ইনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ তাত চতুর্থ জর্জের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী সার্লটীকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। চতুর্থ জর্জের অন্য কোন অপত্য না থাকায় তাঁহার পরলোকান্তে তদীয় কন্যার রাজ্য প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জও মনের সহিত কুমার লিওপোল্ডকে ভাল

বাসিতেন, এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা করিতেন যে সুধীর জ্ঞানবান লিওপোল্ড এক দিন তাঁহাদিগকে সুনিয়মে প্রতিপালন করিয়া সুখী করিবেন। কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই লয় প্রাপ্ত হয় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর রাজকুমারী সার্লটী অকালে ইহলোক লীলা সম্বরণ করেন।

প্রণয়িণীবিয়োগবিধুর কুমার লিওপোল্ড মহারাণীর পিতার মৃত্যুকালে স্কটলণ্ড দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দারুণ শোক সন্তাপ হেতু তিনি এপর্য্যন্ত নবজাতা ভাগিনেয়ীর মুখচন্দ্রমার দর্শন সুখে সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভগ্নিপতির মৃত্যু সংবাদে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া অবিলম্বে স্কটলণ্ড হইতে সিডমাউথে উপস্থিত হইলেন এবং শোকসন্তপ্তা ভগ্নিকে সান্ত্বনা করিয়া তদীয় কন্যার লালন পালনের ভার আপনি গ্রহণ করিলেন।

এই শোচনীয় ঘটনার কিছু দিন পরে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জননীর সহিত সিডমাউথ হইতে লণ্ডনের কেন্সিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এবং তথায় আপন বুদ্ধিমতী জননীর যত্নে দিনে দিনে বর্দ্ধিতা হইতে থাকিলেন। বাল্যকালে ব্যারণেশ "লেজেন" তাঁহার রক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজকুমারীকে

যার পর নাই স্নেহ করিতেন, এবং আপন অপত্যবৎ সদা সাবধানে রাখিতেন।

দুই বৎসর পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই কোবর্গের বৃদ্ধা ডচেশ তাঁহার দুহিতা কেণ্টের ডচেশকে লিখিয়া ছিলেন "শিশু আলবার্টের নীল নেত্র এবং অনুন্নত গণ্ডস্থল বড়ই মনোরম। সে নকুলের ন্যায় চটুল, এবং ইহারই মধ্যে সমস্ত কথা বলিতে পারে। আর্ণেষ্ট তাহার মত সুন্দর নহে, কেবল তাহার বুদ্ধিবত্তাসূচক ধুমল চক্ষু দুইটী বড় সুন্দর, কিন্তু তাহার বয়সানুযায়ী সে দীর্ঘাকৃত, চালাক এবং চতুর।"

রাজপুত্রের মাতামহীর সপত্নী সাক্সি গোথা অল্টেন বর্গের ডচেশ তাঁহাদিগের এক জন পরমাত্মীয়া গোথায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি তাঁহাদের মাতামহের দ্বিতীয় পত্নী এবং ডেনমার্কের উইহেমিয়া এবং হেসি নামক প্রদেশের নবম ইলেক্টর উইলিয়মের কন্যা। তাঁহার নাম কুমারী ক্যারোলাইন। তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই কর্ম্মভূমে অবতীর্ণ হয়েন, এবং গোথা উপরাজ্যের রাজত্ব করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী লোকান্তর প্রস্থান করেন। তিনি একজন অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা, অন্তঃকরণের

চারি বৎসর বয়সে প্রিন্স আলবার্টের প্রতিকৃতি।

Bharata Mitra Press

পবিত্রতা সর্ব্বজন প্রশংসনীয়। এতদ্‌গ্রন্থোক্ত কয়েক খানি পত্রিকায় সেই সকল সদ্‌গুণের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার স্বামী যে প্রকৃতিপুঞ্জকে দীর্ঘকাল পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উপর তাঁহার অধিক যত্ন ও মমতা ছিল, কি এই দুইটী রাজকুমারের প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব ছিল তাহাও পত্রগুলিতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। বস্তুত কুমারদিগের মাতামহী এবং পিতামহী তাঁহাদিগের দৌহিত্র ও পৌত্রদিগের প্রতি স্নেহ এবং বাৎসল্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় কেহই ন্যূন ছিলেন না।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ঋতুতে কোবর্গের ডিউক এবং ডচেশ কোবর্গ হইতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধা ডচেশও অল্প দিনের জন্য ইটালী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র রাজকুমারেরা কোবর্গে অবস্থিতি করিবেন স্থির হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া গোথার ডচেশ তাঁহাদিগের পিতাকে নিম্নলিখিত পত্রে তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এবং সেই অনুরোধ তৎক্ষণাৎ রক্ষিত হইয়াছিল।

গোথা ২রা মে ১৮২২।

"* * * তোমার স্নেহময়ী মাতাও কিছু দিন

কোবর্গে প্রত্যাগমন করিবেন না, এজন্য কেবল মাত্র বালকেরা একাকী কোবর্গে অবস্থিতি করিবে। আমি ইচ্ছা করিতেছি যে তোমার পুত্রদিগকে আমাদের নিকটে রাখিয়া য়াইবে। আমার প্রিয় পুত্র, বলা অনাবশ্যক যে তাহারা আমার যেরূপ প্রিয় তাহাতে তাহারা যতদিন আমার নিকট থাকিবে তত দিন আমার প্রাণের তুল্য হইয়া থাকিবে। আমি বলিতে পারিনা যে তোমাদের এই বিশ্বাসের চিহ্ন আমার প্রতি কতদূর প্রদর্শিত হইবে। যাহা হউক ইহার বিবেচনা ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম। এইমাত্র অনুরোধ যে তুমি বিবেচনা করিবে এই প্রস্তাব কেবল আমার স্নেহের প্রমাণ স্বরূপ।"

তাঁহার ইচ্ছা মত রাজপুত্রদিগকে তথায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং কিয়দ্দিবস তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের পিতামহী কোবর্গের ডচেশ ইটালী হইতে ফিরিয়া আসিলে ২৬শে জুন তাঁহারা কোবর্গে প্রত্যাগমন করেন। কোবর্গের ডচেশের নিম্নলিখিত পত্র পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়।

২৭শে জুন ১৮২২।

"গতকল্য প্রাতঃকালে আমার প্রিয় বালকেরা গোথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া

যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে আর্ণেষ্ট অনেক বড় হইয়াছে। সে তাঁহার পিতার ন্যায় সুন্দর নহে কিন্তু তাহার আকার প্রকার তাঁহার মত হইবে। আলবার্ট তাহার ভ্রাতা অপেক্ষা ছোট কিন্তু স্বর্গীয় শিশুর ন্যায় তাহার সুন্দর কেশগুচ্ছগুলি বড় মনোহর।”

তৎকালিক চিত্রকর “ডল” রাজকুমারদিগের যে চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে তাঁহাদিগের পিতামহী স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া কিছুই অতি বর্ণনা করেন নাই।*

পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভে তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন;—

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৩।

“বালকেরা আমাকে বড় ব্যস্ত করিয়াছিল। দুইটী বালকে সর্ব্বদাই গোলমাল করিত। সেই গোল মাল, এবং দুই জনের চীৎকার কথা বার্ত্তায় তাহাদিগের পিতামহীর নিকট ভর্ৎসনা পাইবার যোগ্য। আলবার্ট কখন কখন ঝগড়া করিতে উদ্যত হইত। কিন্তু একটু চক্ষু রাঙ্গাইলেই ক্ষান্ত থাকিত। এক্ষণে সে চক্ষুর ইঙ্গিতেই আমার আজ্ঞা পালন করে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার বেদ-

* পর পৃষ্ঠায় প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইল।

নার পীড়ায় আমাদিগকে বড় ভীত হইতে হইয়াছিল। জলৌকা এবং ব্লিষ্টার প্রয়োগ করায় শীঘ্র শুধরাইয়া গিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এখন বেদনার কথা বলে তাহা হইলে সে উত্তর করে "তুমি ব্লিষ্টার লও।"

এই বৎসর রাজপুত্র দুইটীকে কোবর্গবাসী অধ্যাপক ফ্লোর্শচুজের নিকট অর্পণ করা হইয়া ছিল, তিনি বলেন এই সময়ে আলবার্ট প্রায়ই সেই বেদনায় পীড়িত হইতেন।

অধ্যাপক ফ্লোর্শচুজের নিকটে অধ্যাপনার্থ কুমার-দিগকে যখন রাখিবার প্রস্তাব হয় তখন তাঁহাদিগের গোথার মাতামহী বড়ই ভীতা হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা অতিশয় শিশু। জ্যেষ্ঠটী পাঁচ এবং কনিষ্ঠটী চারি বৎসরেরও কমবয়স্ক। এত অল্প বয়সে ধাত্রীর নিকট হইতে পুরুষ শিক্ষকের অধীনে রাখিলে হয়ত তাহাদিগের শৈশবের অভাব ও শারীরিক অসুস্থতাদির প্রতিকার হইবার পক্ষে তাঁহা দ্বারা সুবিধা হইবে না। কিন্তু তাঁহা-দিগের পিতামহী তাহাতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই। কুমার আলবার্টও এই বন্দোবস্তে তুষ্ট বই রুষ্ট হয়েন নাই। সে যাহা হউক অধ্যাপক ফ্লোর্শচুজ অধ্যা-পনা ভার গ্রহণ করিয়া শিষ্যদিগের সন্তোষের সহিত

তাঁহাদিগের বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করেন। তাঁহার শিক্ষার সুবীজ কুমারদিগের অন্তঃকরণে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতে নানা সুফল প্রসব করিয়াছিল।

এই বৎসর ১০ই মার্চ্চ বৃদ্ধা ডচেশ পুনরায় এক পত্রে এই কথা লিখিয়া ছিলেন;—

"আর্ণষ্টের পুত্রেরা একখানি চিত্রপট পাইয়াছে। তাহাতে সাক্সন রাজ পুত্রদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার বিষয় চিত্রিত আছে। ইহা দেখিতে তাহারা বড়ই আগ্রহশীল। আলবার্ট আশ্চর্য্য ভাবে বলে "যে তাহাদিগের এক জনের নাম তাহার ন্যায়, আলবার্ট।"

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ফ্রেডরিক মাইল্ড ইলেক্টরের যে দুই পুত্রের নামানুসারে সাক্সনীর রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নামানুসারেই আমাদিগের উপস্থিত রাজ পুত্রদিগের নামকরণ করা হয়। উপরি উক্ত ব্যাপারের বিবরণ এই যে "কুঞ্জ" নামা ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণ ভূসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইলে তাহার উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া প্রতিহিংসার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত শৈশবাবস্থায় ঐ দুইটী রাজকুমারকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহার পর সে সানুচর ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

৯ই মে উপরোক্ত ডচেশ মহাশয়া লিখিয়া ছিলেন,—"আর্ণেষ্ট একটী চাতকের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। তজ্জন্য আজি কালিকার সান্ধ্য সমীরণের শীতলতায় তাহার পীড়িত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ফ্লোর্শচুজ মেন্সডর্ফের বালকদিগের নিকট ছিলেন। এক্ষণে আর্ণেষ্টের বালকদিগের নিকটে আসিবেন। ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার কন্যাকে* লেখাপড়ার জন্য বিরক্ত করিও না। যেহেতু এক্ষণে সে অতি বালিকা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বয়ঃক্রম এ সময় পূর্ণ চারি বৎসরও হয় নাই, কয়েক দিন অবশিষ্ট ছিল। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে চারি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ৯টা বিংশতি মিনিটের সময় মহারাণীর দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত ইওর্কের ডিউক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের সমিতি (Meetings) শেষ হইলে তিনি সুস্থশরীরে প্রত্যাগমন করেন। সেই বৎসর নবেম্বর মাসে "ডচেশ রট

---

* মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

লণ্ডের" মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ডিউক মহাশয় যার পর নাই মর্ম্ম পীড়া প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত ডচেশের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কালেই তিনি শৈত্যাধিক্যে কিছু অসুস্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরিশেষে তাঁহার পদদ্বয় স্ফীত হইয়া তাহাতে দুষ্ট ব্রণের ন্যায় এক প্রকার ক্ষত হইয়াছিল। সেই ক্ষতই তাঁহার জীবনহানির কারণ হয়। রোগনিবৃত্তির কোন উপায় করিতে না পারিয়া চিকিৎসকেরা তাঁহাকে "গ্রীণ-উড" পল্লীতে পাঠাইয়া দেন। আগষ্ট মাসে তিনি তথা হইতে "ব্রাইটন" যাত্রা করেন। সেখানে গিয়া তাঁহার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল। ডাক্তার "টেলর" তাঁহাকে অবগত করেন যে পীড়া বড় সংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কিছু স্বাস্থ্য লাভ করেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে পীড়া আবার যে বৃদ্ধি হইল তাহা আর শুধরাইল না, তাহাতেই তাঁহার জীবনরত্ন অপহরণ করিল। মৃত্যু কালে তাঁহার কোন বিকৃতভাব বা আকার প্রকারে মৃত্যু যন্ত্রনার কিছু মাত্র চিহ্ন দেখা যায় নাই। কেবল তাহার পূর্ব্ব দিন "ষ্টেপহেন্সন" ও "টেলারকে" বলেন যে "আমি আর বাঁচিতেছি না।" আর কি কতকগুলি কথা বলেন

স্পষ্ট বুঝা যায় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন।

মৃত্যুর পরে সংবাদ পত্রে তাঁহার কতকগুলি কুৎসার কথা রটিত হয়। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা তাঁহার অমিতব্যয়িতা এবং দ্যূতক্রীড়াসক্তির কথা ঘোষণা করিয়া তার স্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। এই সকলের উপর ক্লার্কপত্নীর কাহিনী এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাহার অনুসন্ধানের কথার উল্লেখ করেন। তাহার পরেই সম্পাদকেরা জানিতে পারেন যে তাহা সাধারণের প্রবৃত্তির পোষক নহে, ইহা জানিতে পারিয়াই ডিউক মহাশয়ের প্রকাশ্য কার্য্য এবং চরিত্রের প্রশংসায় তাঁহারা আপনাদের স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন করিবার আয়োজন হয়। মৃত মহাত্মার অগ্রজ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল ভৃত্যকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, রাজা তাহাদের সকলেরই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যার পর নাই দয়ার কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজকুমারের মৃত্যুর কয়েক দিন পরে তৎসম্বন্ধে এই

একটী যার পর নাই ঘৃণিত কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, যে তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে কাথলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি ঘোষণা পত্র লিখিয়া যান। "টেলর" যখন সে কথা মিথ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করেন,তাহার পূর্ব্বেই উক্ত গ্রন্থের কয়েক সহস্র খণ্ড বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। টেলার তাহা বলিলেও অনেকে বিশ্বাস করিয়াছিল যে সে খানি রাজপুত্রের লিখিত।

মৃত্যুর পঞ্চদশ দিবস পরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়। কিন্তু অভিপ্রয়ানুযায়ী সমারোহ না হওয়ায় রাজা যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন নিতান্ত শিশু তখন তাঁহার পিতার তৃতীয়াগ্রজ ক্ল্যারেন্সের ডিউক বা রাজা চতুর্থ উইলিয়মের দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মিয়া শৈশবেই কাল কবলিত হয়েন। রাজা চতুর্থ জর্জের কন্যা কুমারী সার্লটী ইতি পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করায় একমাত্র আমাদিগের মহারাণী দ্বারা রাজসংসারের নিরপত্যাপবাদ খণ্ডিত হইয়াছিল। যদিও চতুর্থ উইলিয়মের পুত্রোৎপাদন কাল এখনও অতীত হয় নাই কিন্তু অবস্থাগতিকে বেশ জানিতে পারা গিয়াছিল যে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াই তাঁহার ধর্ম্মাত্মা পিতা কেণ্টের ডিউক মহোদয়ের বাক্য সার্থক

করিয়া এক দিন ব্রিটিশ সিংহাসনে বিরাজ করিবেন।

মহারাণী বাল্যকালে "মিঃ ডেভিস" নামা অধ্যাপকের নিকট লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন। মিঃ ডেভিস তাহার পরে "পিটার বরোর বিসপ" (ধর্ম্মাধ্যক্ষ) হয়েন। শিক্ষক যে বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাণী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আপনার মানস ভাণ্ডার মহার্হ জ্ঞানরত্নে পরিপূর্ণ করেন। তাঁহার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং দূরদর্শিনী রমণী ছিলেন। তিনি কন্যাকে অতি সাবধানে এবং সতর্ক ভাবে রক্ষা করিতেন, বিদ্যাচর্চ্চা ব্যতীত শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যথারীতি বায়ু সেবন, সামান্য ভ্রমণ, এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন হইত তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। যে সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে কন্যার মনে কুবৃত্তি এবং কদভিপ্রায় আশ্রয় পাইতে পারে এমন কোন কার্য্য করিতে দিতেন নাই, এবং রাজকুমারীও তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার জননী সর্ব্বদাই তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিতেন, তিলার্দ্ধের জন্য কাছ ছাড়া করিতেন না। এমন কি তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাকে জানিতে দেন নাই যে তিনি ভিন্ন ব্রিটিশ

সিংহাসনে বসিবার আর কেহ প্রতিযোগী নাই। এ বিষয় জানিতে পারিলে রাজকুমারীর মনে পাছে সুখসৌভাগ্যের নিশ্চিত আশা জন্মিয়া বিদ্যানুশীলনে ঔদাসীন্য জন্মে এজন্য তিনি এক দিনের জন্যও তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশ করেন নাই। স্যরওয়াল্টর স্কট আপন দৈনিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে কুমার লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তৎকর্ত্তৃক সানুগ্রহে অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহার সহিত একত্র আহারাদি করেন, এবং ব্রিটেন রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী রাজকুমারীর উক্ত মাতুল কর্ত্তৃক তৎসমীপে নীত হয়েন। সর ওয়াল্টর স্কট বলেন তিনি বালিকা রাজকন্যাকে যার পর নাই যত্নে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন; তিনি এতদূর নিবিষ্টমনা যে একজন পরিচারিকাও তাঁহাকে শুনাইতে পারেনা যে "আপনি ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারিণী।"*

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পর্টুগালের তরুণী রাজ্ঞী দ্বিতীয় "ডোনা মেরিয়া" ইংলণ্ডে শুভাগমন করেন। ২৯শে মে ইংলণ্ডাধিপতি অর্লিন এবং চাট্রেশের ডিউকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং সন্ধ্যাকালে বালক বালিকাদিগের

* Lockhart's life of Scott Vol IX page 242.

নৃত্য হয়। মিঃ "গ্রেভিল" বলেন তিনি এই নৃত্যামোদে পর্টুগালের রাণী, এবং রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে প্রথম দর্শন করেন। রাজ্ঞী ডোনা মেরিয়া* অতিসুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া রাজা চতুর্থ জর্জের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সুন্দরী, নৃত্য করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে নৃত্য করিতে ক্ষান্ত হয়েন। রাজা নৃত্য দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমাদিগের রাজকুমারী খর্ব্বাকৃত এবং প্রিয়দর্শন, কিন্তু পর্ত্তুগীজ রাজললনার ন্যায় সুন্দরী নহেন। স্বভাব তাঁহাকে এতাদৃশী সুন্দরী না করিলেও সৌভাগ্য তাঁহার প্রতি অধিকতর সানুকূল ছিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া দুইটা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।†

---

* ইনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং আমাদিগের মহারাণী অপেক্ষা কয়েক সপ্তাহের বয়োধিকা। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পর্টুগালের রাজ্ঞী হয়েন।

† Mr. greville's Journals of the reigns of George IV and William IV Vide 1 page 209,

গ্রীশ রাজ্যের স্বাধীনতার উদ্ধার সাধন হইলে তদ্দেশের জন্য একজন রাজার প্রয়োজন হয়, আমাদিগের মহারাণীর মাতুল লিওপোল্ড নূতন রাজপদে মনোনীত হয়েন এবং তিনিও তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। তদনুসারে তাঁহার গ্রীশ যাত্রার সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে থাকে। গ্রীশবাসীগণ সাগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রহিল। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত অবধারিত হইল, তখন ২৪শে মে বৈদেশিক কার্য্য বিভাগের সেক্রেটরী আরল "এবারডিনের" নিকট অবগত হওয়া যায় যে কুমার লিও-পোল্ড গ্রীশের রাজপদ গ্রহণে অনিচ্ছু। লর্ড মহোদয় বলিয়াছিলেন যে আর্থিক অভাবই রাজপুত্রের গ্রীশরাজ্যের অধিপতিত্ব গ্রহণের অন্তরায়। কিন্তু পরিশেষে সে অভাব নিবৃত্তি হইলেও তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। আকস্মিক এরূপ অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে রাজা চতুর্থ জর্জ এ সময়ে অতিশয় পীড়িত হইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র স্বাক্ষর করিতে পর্য্যন্ত অসমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজার পীড়া আরম্ভাবধিই গুরুতর হয়, কিন্তু এই সংবাদ সাধারণের নিকট অপ্রকাশ রাখা হইয়াছিল। ১৩ই এপ্রিল সরকারী কাগজ পত্রে প্রথম প্রচার হয় যে

পিত্তাধিক্য বশতঃ তাঁহার শ্বাসক্রিয়ার বিকার জন্মিয়াছে। দিনে দিনে আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগের অবস্থা গতিকে নানাপ্রকার জনরব উঠিতে থাকিল। ফলতঃ কাশ, বাত, উদরাদি নানা পীড়া ভয়ঙ্কর আকারে একত্রিত হইয়া যেন একজন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইল। বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে তাঁহার বাত ও অঙ্গনিগ্রহাদি পীড়ার সঞ্চার ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বৃদ্ধি হইতে থাকে, পরিশেষে তাঁহাকে একবারে রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ করিয়া ফেলে। এতাধিক দীর্ঘকাল পীড়িত শয্যায় থাকিলেও একদিনের জন্য আজ্ঞাবহ ভৃত্যগণ তাঁহার আন্তরিক যন্ত্রনার লক্ষণ দেখিতে বা মুখ হইতে একটীও ধৈর্য্য চ্যুতির কথা শুনিতে পায় নাই। জুন মাসের মধ্যবর্ত্তী সময়ে চিকিৎসকেরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাঁহাকে জানাইলেন যে রোগ ঔষধের অবাধ্য হইয়াছে। এই কথায় প্রতাপান্বিত রোগী প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে।"

এখনও যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হইতে ছিল সে কেবল যন্ত্রনার লাঘব এবং নিদ্রাকর্ষণের জন্য, পীড়া প্রতিরোধের জন্য নহে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন চিকিৎসকেরা রোগের

বৃদ্ধি দেখিয়া ডিউক ওয়েলিংটনকে সংবাদ পাঠাইলেন। সেই দিন রাত্রিতে এক একবার তাঁহার নিদ্রা হইয়াছিল। রাত্রি ৩টার সময় তিনি উপাধান হইতে উঠিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাসূচক চীৎকার শব্দ করিলে প্রতিহারী চমকিত হইয়া জাগ্রত হয়। তাহার পরেই প্রবল শ্বাসযন্ত্রনা উপস্থিত হয়। তখন চিকিৎসকদিগের বাহুতে তিনি মস্তক ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তদবস্থায় বলিলেন "ঈশ্বর আমার মৃত্যু উপস্থিত!" তাহার কয়েক মিনিট পরেই বলিলেন "এইত মৃত্যু!!" তখনই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই প্রকারে অষ্টষষ্টী বৎসর বয়ঃক্রম কালে চতুর্থ জর্জের রাজ্যকালের পরিসমাপ্তি হইল। পিতার জীবন স্বত্বে এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর, উভয় প্রকারে তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। যৎকালে ব্রিটেন রাজ্য রাজনৈতিক মহত্বশিখরে আরোহণ করিয়া ভুজ-বলগৌরবে আপন বাণিজ্য বিস্তৃতি, এবং সুখ সমৃদ্ধিতে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিল।

এই ঘটনাপূর্ণ শাসন সময়ের বিবরণ ইংরেজী ইতি-হাসে অতুলনীয়। যিনি যত কেন কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া

তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করুন না কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে তিনি জাতীয় কৃতজ্ঞতা পাইবার উপযুক্ত ছিলেন না। চতুর্থ জর্জ রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় সমস্ত ইউরোপ ভুমি সাধারণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, এবং যৎকালে তিনি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য ধামে গমন করেন তখন সর্ব্বত্রই শান্তিময় ছিল। সেই শান্তি তাঁহার সদস্যদিগের বুদ্ধি এবং তাঁহার রাজশক্তির প্রভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল। যখন তিনি প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স ছিলেন,* তখন যদিও তাঁহার পিতা সাধারণ্যে তাঁহার স্বভাবের চপলতা, এবং অনুপযুক্ত রূপে সম্বন্ধ স্থাপনের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রাজা পঞ্চম "হেনরীর" মত রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত দোষের পরিহার করিয়াছিলেন। এই সকল দোষ ক্ষালন হইলেও ইংলণ্ডের অধীশ্বররূপে তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করার খ্যাতি যতদূর না ছিল, বিলাসভোগপ্রিয়তার খ্যাতি ততোধিক ছিল।

তাঁহার জীবনচরিত লেখক "রেভরেণ্ড রাইট" সাহেব বলেন যে ইংলণ্ডবাসীর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই, এবং

* ক্রোড় পত্রে দেখুন।

সম্মানের পাত্রকে তাঁহারা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কার্য্য বিবেচনা করিয়া করা হয় না। এমত স্থলে নিতান্ত অপদার্থ ব্যক্তি পূজিত এবং সম্মানার্হ ব্যক্তি উপেক্ষিত হওয়া বিচিত্র নহে। অব্যস্থিত চিত্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা আপনাদের নীচ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পবিত্র সদ্‌গুণ সম্পন্ন, বুদ্ধি বৃত্তিশালী ব্যক্তিদিগের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে।

সাধারণের বিবেচনার এরূপ পরিবর্ত্তনীয়তা বিষয়ে পরলোক গত রাজার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবত সেই জন্যই তিনি জীবনের শেষ ভাগে, যখন বার্দ্ধক্যের সহিত তাঁহার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন নিভৃতবাসে সময়াতিবাহিত করিতেন এবং উইণ্ডসরের নির্জন কুটীরে আপনার প্রধান বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। যদিও প্রাচীন দুর্গের সংস্কার ও অভিনব রাজভবন নির্ম্মাণে বহুব্যয় হইয়াছিল তথাপি তিনি প্রথমোক্ত গৃহের কিয়দংশ মাত্র লইয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেন, নূতন প্রাসাদ স্পর্শও করেন নাই। তিনি স্বয়ং পার্লেমেণ্ট সভায় উপস্থিত হইতেন না, কদাচিৎ দরবার করিতেন, এবং নাট্যশালায় প্রায়ই যাইতেন না। এই নির্জনবাসে অবস্থিতি করিয়া উইণ্ডসর উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী তিনশত বিঘাব্যাপী "ভার্জি-

নিয়া হ্রদে" ছিপে মৎস্য ধরাই তাঁহার প্রধান আমোদের কার্য্য ছিল। তিনি এই সময় স্বয়ং ছোট ঘোড়ার একটী ফিটেন হাঁকাইয়া কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থলে বেড়াইতেন মাত্র।

শারীরিক সৌন্দর্য্যে তাঁহার সমতুল অতি অল্প ব্যক্তিই দেখা যাইত। তাঁহার মন অতিশয় উন্নত এবং উৎকর্ষসম্পন্ন ছিল। তাঁহার বদান্যতা সাধারণ্যে নিত্য কথার মত প্রচার ছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার দান-শীলতায় পরিতৃপ্ত হইয়া প্রতিপালিত হইত। তিনি বিশিষ্ট বিনয়ী এবং অনায়াসপরিচীতব্য ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম মত অতি পবিত্র ছিল। তিনি সমাজে সকলের প্রিয় এবং গৃহে সদা প্রফুল্ল এবং প্রসন্নমনা ছিলেন। যত রাজা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের প্রজাবর্গকে অপত্যবৎ স্নেহ এবং ন্যায় বিচারে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প রাজাই তাঁহার ন্যায় জাতীয় আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার এই সুখ্যাতির কথা ইতিহাস চিরকাল বজায় রাখিবে।

১৫ই জুলাই রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়।

চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজকুমারী একাদশ বর্ষ

অতিক্রম করেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার মাতামহী তাঁহার জননীকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন ;—

"মে ১৮৩০।

অদ্যকার শুভদিনে তুমি তোমার মনোমোহিনী জ্যেষ্ঠ কুসুমকে লাভ করিয়াছে। অতএব আজি আমার শুভকামনা এবং আশীর্ব্বাদ জানিবে। ঈশ্বর সমস্ত আপদ বিপদ হইতে সেই কমনীয় কুসুমের বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিবেন। দিবাকর যে দিন আকাশের উচ্চ-তম স্থানে আরোহণ করেন সে দিন তাঁহার কিরণ যেমন অত্যুষ্ণ হয় তোমার কন্যার এক দিন সে দিন আসিবে। ঈশ্বর তাহাকে যে সকল সদ্‌গুণে বিভূষিতা করিয়াছেন কেবল মাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে সেগুলি নির্ম্মল ও প্রতিভা ময় হইবে। যখন সে দিন আসিবে আমি তোমার সুখে কেমন সুখিনী হইব। তোমার দুঃখের এতাধিক কাল যে ঈশ্বর তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনিই তোমার আশ্রয় হইবেন। তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিও।"

পরবর্ত্তী জুন মাসে চতুর্থ জর্জের মৃত্যু উপলক্ষে পুন-র্ব্বার লিখিয়াছিলেন ;—

"ঈশ্বর প্রাচীন ইংলণ্ড ভূমিকে সুখে রাখুন, যেখানে আমার প্রিয়তমা কন্যা এবং দৌহিত্রী অবস্থিতি করি-

তেছে, এবং যেখানে সুন্দর জ্যেষ্ঠ কুসুম এক দিন রাজ্যে-শ্বরী হইবে। প্রার্থনা করি বালিকার ক্ষুদ্র মস্তকে কিছু দিন এখন ঈশ্বর রাজমুকুট বহনের ভারার্পণ না করেন। এই বিপদ সঙ্কুল সমৃদ্ধি তোমার কন্যাকে আশ্রয় করি-বার পূর্ব্বে যেন সে বয়োপ্রাপ্তা হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ জর্জের পরলোকপ্রাপ্তির পর ক্ল্যারেন্সের ডিউক চতুর্থ উইলিয়ম ইংলণ্ডের প্রজাশাসনভার গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার রাজ্যভারগ্রহণের পরেই প্রুসিয়ার রাজকুমার "ফ্রেডরিক" এবং "ওয়ার্টেম্বর্গের" রাজা ইংলণ্ড দর্শনে আগমন করেন। শেষোক্ত মহাত্মা "বোলোন" হইতে কর্ণেল "ফিট্জ ক্লারেন্সের" সমভিব্যাহারে আসিয়া ছিলেন। ২৪শে জুলাই সেণ্ট জেম্স প্রাসাদে তাঁহাদিগের আতিথ্য সৎকার করা হয়। পর দিন প্রাতঃকালে নৃপতিদ্বয় উপরোক্ত যুবা রাজকুমারের সহিত "উইণ্ডসর" দর্শনে গমন করেন, এবং তত্রত্য সমৃদ্ধিময় প্রাসাদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সুন্দর দৃশ্য সমুদায় দর্শন করিয়া ডিউক ওয়েলিংটনের সহিত আহারাদি করিবার জন্য প্রত্যাগমন করেন। ২৬শে

প্রাতঃকালে "হাইড পার্কে" সৈন্যদিগের মহতী প্রদর্শনী হইয়াছিল।

এই বৎসর ফরাসী রাজ্যে এক ঘোরতর প্রজা বিপ্লব উপস্থিত হয়। তাহার কারণ এই যে ফ্রান্সের তদানীন্তন অধিস্বামী এবং তাঁহার মন্ত্রীগণ কিছু দিন হইতে নূতন মনোনীত ডেপুটীদিগের মতের প্রতিবাদ করিতে থাকেন। অবশেষে সেই প্রতিবাদ ও বাদানুবাদে মন্ত্রীগণ বলেন যে "রাজার ইচ্ছাই আইন বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত, ও অবশ্যই তাহা হইবে এবং রাজাজ্ঞার বহির্ভূত কার্য্য সমুদায়ের প্রতিকার করিবার উপায় অবলম্বন করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে।" এই অনুপযুক্ত পরামর্শের পরেই নিম্নলিখিত তিনটী স্মরণীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। প্রথম, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ, দ্বিতীয়, ডেপুটীদিগের নূতন সভার বিনাশ, তৃতীয়, নির্ব্বাচন প্রথার পরিহার। এইরূপ যথেচ্ছাদেশ ঘোষণায় "ভিনসেনাশ" নামক স্থানে আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হইল। এই অশুভসূচক ধ্বনিতে প্রপীড়িত প্রজাকুলকে জাগ্রত করিল। বস্তুতঃ ইহাতেই তাহারা সাধারণ স্বত্ব বজায় করিতে উত্তেজিত হইয়াছিল। এবং সত্বরেই ফ্রান্স রাজ্যের রাজধানী পারিস নগরী আক্রমণ করিবার ঘোষণা করিল।

"রেগুসার" ডিউক রাজসেনার এবং "লফরেট" জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব লইয়া বিজয়লক্ষ্মীর বরণ্য হইলেন। পারিস নগরী তিন দিন কাল ক্রমিক নরহত্যা এবং শোণিতস্রোতে ভাসমান হইয়া প্রায় ছয় সহস্র নর জীবনের অবসানে শান্তিলাভ করিল।

জুলাই মাসের একত্রিংশ দিবসে 'দশম চার্লসের" রাজ্যচ্যুতি ঘোষিত হইল তিনি স্বরাজ্য হইতে বহিস্কৃত হইলেন এবং তাঁহার দুই জন বিশ্বস্ত মন্ত্রী আপনাদিগের দুরদৃষ্টের বিষময় ফল ভোগ করিবার জন্য ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে নিক্ষিপ্ত রহিলেন। নির্ব্বাসিত অধিপতি আপনার পৌত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া একদল রক্ষীর সাহায্যে বৃটেনের উপকূলে যাত্রা করিলেন। বৃটেন রাজ্যে পোঁছিয়া প্রথমতঃ তিনি "ডরশেট সায়ার" পরে এডিনবরায় অবস্থিতি করেন।

ফ্রান্স হইতে প্রজাবিদ্রোহ সত্বরেই ইউরোপের নানা স্থানে সংক্রমিত হইল। বেল্‌জিয়মে উহা প্রথম সংক্রমিত হয়, এবং আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে ব্রসেল্‌স নগরে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। গবর্ণমেণ্টর মুদ্রাযন্ত্রালয় বিনষ্ট এবং "লিন্যাশনেল" সংবাদ পত্রের সম্পাদকের বাসগৃহ আক্রমিত হয়।

ব্রিটন দ্বীপও নিরুদ্রপ ছিলনা। শস্যাদি পরিপক্ক হইবার সময়ে শ্রামিক সম্প্রদায় নানা স্থানের কৃষিক্ষেত্রে অনেক উপদ্রব করিয়াছিল, কোথাও কৃষি যন্ত্রাদির বিনাশ, কোথাও প্রজাদিগের গৃহে, কোথাও শস্যাগারে অগ্নি আরোপ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে।

এই বিপ্লবময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মানচেষ্টার এবং লিবর-পুলের পক্ষীয় পার্লেমেণ্টের মেম্বর "মিঃ হস্কিসন" রেল-ওয়ের শকটচক্রে পড়িয়া হৃতজীবন হয়েন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত জাতির মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত হয়। তিনি স্বাধীন বাণিজ্যের ঘোরতর পক্ষপাতী ছিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর পার্লেমেণ্ট সভার অধিবেশন শেষ হইবার সময়ে "লর্ড লিণ্ডাষ্ট" উক্ত মহাসভায় একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। রাজার মৃত্যুর পরে কি উপায়ে কাহা দ্বারা রাজ-কার্য্য পরিচালিত হইবে তাহা অবধারিত করা এই আই-নের উদ্দেশ্য; যেহেতু বর্ত্তমান রাজার পুত্র কন্যাদি কেহই ছিলেন না। অতি সাবধানতার সহিত সকল আপত্তি, অভ্যাপাত বর্জিত করিয়া পাণ্ডুলিপি খানি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এবং এই মর্ম্মে লিখিত ছিল যে, যদি

রাজৌরসে রাজমহিষীর গর্ব্ভে কোন অপত্যোৎপাদন হয় আর সেই অপত্যের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে যদি রাজার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রাজমহিষী অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের রক্ষয়িত্রী হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আর যদি রাজা অপত্য শূন্য হইয়া পরলোক গমন করেন, তবে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া, যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার জননী কেণ্টের ডচেশ রক্ষয়িত্রীরূপে কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। রাজকুমারী বয়প্রাপ্তা হইবার পূর্ব্বে রাজসম্মতি ব্যতীত, কিম্বা এমতাবস্থায় রাজার মৃত্যু হইলে পার্লেমেণ্টের উভয় সভার সম্মতি ভিন্ন বিবাহ করিতে পারিবেন না; এবং কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার কালে যদি ডচেশ কেণ্ট মহোদয়া কোন বৈদেশিককে পাণিদান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে রাজকার্য্য করিতে ক্ষান্ত হইতে হইবে।*

আমাদিগের মহারাণীর মাতামহী রাজপ্রতিনিধি আই-

---

* Vide Historical Recollections of the reign of William IV page 119 of Vol. I

নের কথা অবগত হইয়া আপন কন্যাকে এই পত্র খানি লিখিয়াছিলেন ;—

"৭ই ডিসেম্বর ১৮৩০।

রাজপ্রতিনিধিত্ব তোমার হস্তে না দিয়া অন্যের হস্তে দিলে আমি বড়ই অসুখী হইতাম। এরূপ না হইলে প্রাণপণ যত্নে তুমি যে নিয়ত তোমার কন্যার সাবধান লইতেছ, তাহার ন্যায়ানুগত পুরস্কার হইত না। যদি তোমাকে রাজপ্রতিনিধিত্ব করিতে হয়, ঈশ্বর তোমাকে তৎকার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী বল ও বুদ্ধি প্রদান করিবেন। প্রার্থনা করি তিনি আমাদিগের প্রিয়তমাকে নিরাপদে ও কুশলে রাখিবেন। আমার ইচ্ছা হয় আমি তাহাকে আর একবার দেখি। তুমি তাহার যে চিত্রখানি পাঠাইয়াছ উহা আমার নিকট যে খানি আছে সে খানির মত নহে। যে কেশগুচ্ছগুলি তাহার সুন্দর মস্তক আবৃত করিয়া আছে সে গুলি তাহার রমণীয় ক্ষুদ্র অবয়বের পক্ষে বড় দেখাইতেছে।"

রাজপ্রতিনিধি বিষয়ক আইন লইয়া যখন আন্দোলন চলিতে থাকে তখন "ব্যারণেশ লেজেন" এক দিন কেণ্টের ডচেশ মহাশয়াকে বলেন যে রাজকুমারীর সিংহাসন প্রাপ্তির কথা তাঁহাকে অবগত করা বিধেয়। তিনি

তাহাতে সম্মতা হইলে উপরোক্তা ব্যারণরমণী রাজকুমারীর পাঠ্য একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে রাজবংশের তালিকা রাখিয়া দেন। ভারতেশ্বরীর শিক্ষক মিঃ ডেভিস প্রতিদিনের ন্যায় অধ্যাপনা কার্য্য সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাইলে তিনি অভ্যাস মত পুনরায় সেই গ্রন্থ খুলিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত তালিকা খানি দেখিতে পান। দেখিয়া বলেন "আমি এখানি কখন দেখি নাই,—" তদুত্তরে ব্যারণ মহিলা বলেন এতদিন উহা আপনাকে দেখান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।" ইহাতে রাজকুমারী বলেন "দেখিতেছি আমি রাজসিংহাসনের অতি নিকটবর্ত্তিনী, একথা পূর্ব্বে কখন মনেও করি নাই।" শাসনকর্ত্রী বলিলেন "সে কথা সত্য।" রাজকুমারী উত্তর করিলেন "অন্যান্য বালিকারা ঈর্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে উহা কিরূপ বিপদসঙ্কুল। উহাতে আড়ম্বর খুব আছে, কিন্তু দায়িত্বও ততোধিক।" তিনি কথা কহিতে কহিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বলিলেন "আমি ভাল হইব। আপনি যে আমাকে লেখা পড়া, বিশেষতঃ লাটিনশিক্ষার জন্য কেন অতি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন আমি এখন তাহা বুঝিয়াছি। আমার জেঠাই মায়েরা "অগষ্টা" ও "মেরী" কখন লাটীন পড়েন নাই।

কিন্তু আপনি আমাকে বলিয়া থাকেন "লাটীনই ইংরেজী ব্যাকরণের এবং ভাষা শিক্ষার মূল। আপনার ইচ্ছানুসারে আমি তাহা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এতদিনে উহার উদ্দেশ্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।" তিনি বারম্বার ব্যারণ পত্নীর করস্পর্শ করিয়া বলেন "আমি ভাল হইতে চেষ্টা করিব।" কিন্তু তাহার পরেও ব্যারণেশ লেজেন বলেন "আপনার জেঠাই মা "আডেলাইড" * অল্পবয়স্কা, এখনও তাঁহার সন্তানোৎপাদনের সময় যায় নাই। তাঁহার সন্তান সন্ততি হইলে তাঁহারাই তাঁহাদের পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইবেন; আপনি হইতে পারিবেন না। রাজকুমারী এই উত্তর দেন যে "যদি তাহাই হয়, আমি তাহাতে ভগ্নাশা হইব না। জেঠাই আডেলাইড আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন তাহাতেই আমি জানি যে তিনি কেমন অপত্য প্রিয়া।"

যখন রাজ্ঞী আডেলাইডের দ্বিতীয় কন্যা কালগ্রাসে পতিত হয়েন তখন তিনি ভারতেশ্বরীর মাতা ডাচেশ কেণ্টকে লেখেন যে "আমার কন্যা দুইটী বিনষ্ট হইয়াছে। তোমারটী জীবিত আছে, সেটী আমারই।" আমাদিগের করুণহৃদয়া নিঃস্বার্থবতী ভারতমাতা আপন

* চতুর্থ উইলিয়মের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

স্বামীর জীবনচরিতের যে স্থলে এই কয়েকটী কথার উল্লেখ আছে সে স্থলে নিম্নলিখিত টীকাটী লিখিত করিয়া আপন মনের মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

"আমি এই কথা শুনিয়া ক্রন্দন করি, এবং তজ্জন্য চিরদিনের জন্য অনুতপ্তা আছি।"*

দক্ষিণ ইংলণ্ডে যে সমস্ত প্রজা হাঙ্গামা করিয়াছিল তাহাদিগের বিচারের জন্য এক বিশেষ কমিশন স্থাপিত হয়। তাহাতে বহু সংখ্যক বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে কৃষিযন্ত্র নষ্ট, প্রজাদিগের গৃহমধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ধনহরণ করিবার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কয়েক জন চিরদিনের জন্য, অপর কয়েক জন কিয়ৎকালের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ড লাভ করে। আর কতকগুলি ঘোরতর দুরাত্মার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী রাজপ্রতিনিধি বিষয়ক আইন অনুমোদিত হইল।

এই বৎসর জুন মাসে কুমার আলবার্টের পিতা ইংলণ্ড ভ্রমণে আগমন করেন। তৎকালে কুমার আলবার্ট তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছিলেন।

---

* Note by our Empress.

"রোসেনো, ৬ই জুলাই ১৮৩১

প্রিয় পিতঃ,

কয়েক দিন এখানকার জলবায়ু যদিও শীতল নয় কিন্তু বিলক্ষণ নিস্তেজ। সম্প্রতি প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জল খুব বাড়িয়াছে। একদিন অত্যন্ত শিলাবৃষ্টিতে আমাদিগের ভয় হইয়াছিল যে ইহাতে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহাহউক তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। এক্ষণে রোসেনো এমন সুন্দর হইয়াছে যে সূর্য্যকিরণেও তেমন কখন হয় নাই।

আমাদিগের খুল্লতাত * পিতৃস্বসা ‡ এবং পিতৃস্বস্রেয়ীকে † আমাদিগের সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন।

আশা করি শীঘ্রই আপনার সাক্ষাৎ পাইব।

আপনার প্রিয় পুত্র

আলবার্ট।"

ইতিমধ্যে বেলজিয়মবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদের পর এক ব্যক্তিকে রাজপদে সংস্থাপিত করিতে মনস্থ করিল। নির্ব্বাচন কালে ফ্রান্সরাজ লুইস ফিলিপের দ্বিতীয় পুত্র

---

* কুমার লিওপোল্ড, † ডচেশ কেণ্ট ‡ মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

"নেমারের ডিউকের" পক্ষে ৯৭জন "লুচেনবর্গের ডিউকের" পক্ষে ৭৪ জন এবং অষ্ট্রিয়ার "আর্চ ডিউকের" পক্ষে ২১ জন সভ্য মত দেন। কিন্তু ফ্রান্সরাজ প্রস্তাবিত. রাজমুকুট গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন নাই।

পুনর্ব্বার নির্ব্বাচনে আমাদিগের মহারাণীর মাতুল রাজপুত্র লিওপোল্ড সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুষিয়া এবং প্রুসিয়ার প্রতিনিধিগণের অভিমতি ক্রমে আপন অভিপ্রায় পরিবর্ত্তিত করেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই শনিবার বেল্‌জিয়মের অভিনব ভূপতি ইংলণ্ড হইতে ব্রসেল্‌স যাত্রা করেন এবং পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবারে যথারীতি প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠ করিয়া প্রজাশাসন ভার গ্রহণ করেন। সে দিন মহানন্দে অতিবাহিত, এবং রাত্রিকালে রাজধানী আলোকমালায় বিভূষিত হয়। বেল্‌জিয়মে অবস্থিতি কালেও রাজপুত্র আপনার ভাগিনেয়ীর প্রতি সমধিক যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। এবং যখন মহারাজ্ঞী ইংলণ্ড ভূমির অধীশ্বরী হইয়া সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন তখনও তাঁহাকে রাজকার্য্য পরিচালনে সময়ে সময়ে বহুমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেন।

রাজা চতুর্থ জর্জের সহিত ডচেশ কেণ্টের সদ্ভাব ছিল না। "কম্বরলণ্ডের" ডিউকও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। চতুর্থ জর্জ মধ্যে মধ্যে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার কথা কহিতেন। কিন্তু ডিউক ওয়েলিংটন বিবাদ বিষম্বাদ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে সাধ্যানুসারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। রাজা যখনই এ কথা তুলিতেন তখনই তিনি অন্য কথা উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিতেন। ডচেশ কম্বরলণ্ডের সহিত ডচেশ কেণ্টের বিবাদ মিটাইয়া সদ্ভাব সংস্থাপিত করিবার জন্য ডিউক ওয়েলিংটন কুমার লিওপোল্ডকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ডচেশ কেণ্ট ডচেশ কম্বরলণ্ডের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। ডচেশ কেণ্ট কুমার লিওপোল্ড প্রমুখ এই কথা শুনিয়া ডিউক ওয়েলিংটনকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে কেন তিনি তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। তদুত্তরে ডিউক মহোদয় বলেন তিনি কিজন্য সেকথা বলিয়াছেন তাহা বলিবেন না। তবে উপস্থিত ব্যাপার যেরূপ চলিতেছে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তাঁহা অপেক্ষা তিনি অধিক উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন। আর তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন সে কেবল তাঁহারই মঙ্গলের জন্য, এবং তদনুসারে তাঁহার

কার্য্য করা সর্ব্বোতভাবে বিধেয়। এই উত্তর পাইয়া ডচেশ কেণ্ট ডিউক ওয়েলিংটনকে ধন্যবাদ দিয়া ছিলেন, এবং যদিও তিনি কারণ উল্লেখ করিতে অনিচ্ছু তথাপি তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। ইহাতে ডিউক কম্বরলণ্ড ডচেশ মহাশয়ার সহিত পূর্ব্ব ভাব পরিত্যাগ করিলে রাজা চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে ডচেশ কেণ্ট মহোদয়া ডিউক ওয়েলিংটনকে লিখিয়া পাঠান যে তাঁহার এবং তাঁহার কন্যার প্রচুর বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে ওয়েল্‌সের বিধবা প্রিন্সেস আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। এ কথাও বলেন যে তাঁহাদিগের উভয়ের বৃত্তির উপরই তাঁহার তুল্য ক্ষমতা থাকিবে, এবং তাঁহার কন্যাকে রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ডিউক মহাশয় উত্তর করেন যে তাঁহার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং যতদিন না রাজা সিভিল লিষ্ট প্রস্তুত করেন ততদিন তাঁহার জন্য কোন প্রস্তাব করা সম্ভব বিবেচনা করেন না। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে তাঁহাকে কোন সংবাদ না দিয়া বা কোন কথা অবগত না করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কাজ হইবে না। এই উত্তরে ডচেশ মহাশয়া প্রসন্ন ছিলেন না, যেহেতু

তাহার অনেক দিন পর্য্যন্ত ডিউক মহোদয়ের সহিত তিনি কথা বার্ত্তা কহিতেন না।

রাজপ্রতিনিধি আইন বিধিবদ্ধ হইলে ডিউক ওয়েলিংটন মহারাণীর মাতাকে সেই আইনের পাণ্ডুলিপি দেখাইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন। রাজা তাঁহাকে এই কথা লিখিতে বলেন যে তিনি স্বয়ং উহা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ডচেশ কেণ্ট মহোদয়া তৎকালে "ক্ল্যারমণ্ট" নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেম। এজন্য "সরজন কণরয়কে" পাঠাইয়া দিয়া প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি খানি লইয়া যান। তদ্ধেতু অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত আইন তিনি দেখিতে পাইয়া ছিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট লণ্ডনে মহাধুম ধাম, যার পর নাই সমারোহ, রাজা চতুর্থ উইলিয়ম সস্ত্রীক এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্য রাজপুরুষ এবং মহিলাগণের সহিত লণ্ডন নগরে উপস্থিত। "হানোবারের" রাজবংশ যে দিনে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, আজি সেই শুভদিন; গ্লশেষ্টার, কেম্ব্রিজ, সসেক্স, সাক্সি উইমারের ডিউকসীমন্তিনীগণ এবং কম্বরলণ্ডের কুমার জর্জ, কেম্ব্রিজের কুমার জর্জ প্রভৃতি সকলেই লণ্ডন

নগরের সেতুর সমীপে সমবেত। আজি "লণ্ডন সেতু" উদ্ঘাটনের উৎসবদিন। এই সুপ্রসিদ্ধ সেতু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান বর্ষের আগষ্ট মাসে সাধারণের ব্যবহার্য্য হয়। এই উপলক্ষে অনেক লোকের মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ নানা প্রকার পদক বিবরণ করা হয়। ফলতঃ "লণ্ডন সেতু" চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্ব কালের যে একটী প্রধান ঘটনা সে বিষয়ে সংশয় নাই।

এই দিবসই আরল গ্রে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রেরিত একটী সংবাদ পার্লেমেণ্ট সভায় উপস্থিত করেন। লর্ড চ্যান্সেলার প্রথমতঃ সভার সমক্ষে তাহা পাঠ করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত ছিল ;—

"যে সময় হইতে পার্লেমেণ্ট সভা, ডচেশ কেণ্ট এবং কেণ্টের রাজকুমারী আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়াকে বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার পর এরূপ ঘটিয়াছে যে ডচেশ কেণ্টের ও রাজকুমারী আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া উভয়ের ভরণ পোষণ এবং শেষোক্তের উপযুক্তরূপ বিদ্যা শিক্ষার জন্য আরও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিয়া রাজ্যেশ্বর, প্রকৃতিপুঞ্জের স্নেহ এবং রাজানুগত্যের উপর ইহার উপায়াবলম্বনের ভার ন্যস্ত করিতেছেন।"

কমন্‌স সভাতেও উক্ত সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। উভয় সভাতেই পর দিন এই বিষয় বিবেচনা করিবার কথা অবধারিত হয়। তদনুসারে আরল গ্রে মহোদয় ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারিণী রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সম্ভ্রম ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যে আরও কিয়ৎ পরিমাণ খরচের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, সে বিষয়ে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন যে রাজকুমার লিওপোল্ড বেল্‌জিয়মের রাজপদ প্রাপ্তির পরে তাঁহার প্রাপ্য যে বার্ষিক বৃত্তি ছয় সহস্র পাউণ্ড তাঁহার ভগ্নি এবং ভাগিনেয়ীকে দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

"লর্ড অলথর্প" আরল মহোদয়ের বক্তৃতার পর কমন্‌স সভায় প্রস্তাব করেন যে ডচেশ কেণ্ট মহাশয়ার বার্ষিক বৃত্তিতে দশসহস্র পাউণ্ড বৃদ্ধি করিলে সর্ব্বসমেত দ্বাবিংশ সহস্র পাউণ্ড হইবে। উহার মধ্যে বার্ষিক ষোড়শ সহস্র পাউণ্ড ভাবী রাজ্ঞীর ভরণপোষণ এবং শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। এই প্রস্তাব সকলেরই মনোনীত হইয়াছিল।

এই বৎসর ৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধিপতি চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেকোৎসবের দিন অবধারিত হয়। সেই দিন সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদ হইতে ওয়েষ্ট

মিনিষ্টার এবি পর্য্যন্ত প্রত্যেক গৃহের ছাদের উপর, গবাক্ষে বারাণ্ডায়, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ সকলেই সুন্দর বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া একত্রিত হইল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি নির্দ্দয় বৃষ্টির প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া রাজপথ আচ্ছন্ন করিয়া দিল। রাজা, রাজমহিষী, এবং রাজপরিবারস্থ অপর সকলের দর্শনে ঘোরতর আনন্দ কোলাহল উত্থাপিত হইল। উৎসবসমারোহ ৯।৪৫ মিনিটের সময় সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া এগারটা বাজিবার কয়েক মিনিট বাকী থাকিতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি পৌঁছিল। যৎকালে ঢক্কার ঢিঢি রবে রাজাগমন ঘোষণা করিল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ গণ উপস্থিত হইয়া সভাগৃহে আসন পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর কমন্স সভার সভ্যগণ আসিয়া আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। সমস্ত আসন পরিপূর্ণ হইয়া গেল, রাজগৃহ লোকাকীর্ণ হইল। রাজাগমন ঘোষিত হইবামাত্র সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদিগের শুভদর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজদম্পতি সভাস্থলে পৌঁছিবামাত্র চতুর্দ্দিকে মহান্ আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তাঁহারা যথেষ্ট বিনয় শিষ্টাচার এবং গৌরবের সহিত সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন।

রাজা ও রাজমহিষী সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত রাজাসনের নিকটে পা-দানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বর চিন্তার পর রাজ্যের মহান্ কর্ম্মচারী দিগের দত্ত আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে উপাসনা মন্ত্র পাঠ, পরে ধর্ম্মগীতিকা গীত হইলে "ক্যাণ্টারবরীর" প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক আভিষেচনিক উদ্বোধন ক্রিয়া সমাধা হইল। তদনন্তর রাজোপহার উপস্থিত করা হইলে রাজাকে একখানি কাঞ্চনচিত্রিত "টেবিলের" আবরণ ও অর্দ্ধ শের পরিমিত সুবর্ণ এক খণ্ড এবং রাজরাণীকেও প্রথমোক্তরূপ একখানি বস্ত্র প্রদত্ত হইল। ক্যাণ্টরবরীর প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক উপাসনাস্তোত্র পঠিত হইলে সার্ব্বজনিক উপাসনা আরম্ভ হইল। "ল্যাণ্ডডাক," এবং "ব্রিষ্টলের" পুরোহিতেরা তাহাতে সহকারিত্ব করিলেন। লণ্ডনের পুরোহিত উপাসনা গীত গাইলেন। এই সময়ে রাজদম্পতি পুরোহিতের দক্ষিণদিকে উপবিষ্ট ছিলেন। পুরোহিতের টেবিল রাজদণ্ডোদ্ভাসিত সুবর্ণ পাত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া সভাগৃহের অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিল। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে ক্যাণ্টরবরীর প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক রাজাকে "প্রতিজ্ঞাবাক্য" পাঠ করান হইল। তাহার পরে অন্যান্য আভিষেচনিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ক্যাণ্টারবরীর রাজ-

পুরোহিত কর্তৃক রাজমস্তকে মুকুট সংস্থাপিত হইবামাত্র সভাস্থ সকলেই আনন্দোচ্ছ্বলিত শব্দে বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বর রাজা উইলিয়মকে রক্ষা করুন।" সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগের শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন, আগ্নেয়াস্ত্র ধ্বনিত হইল, প্রকৃতি পুঞ্জের আনন্দধ্বনি "এবির" চতুর্দিকে শ্রুত হইল।

তারযোগে পোর্টস মাউথে এই সংবাদ পাঠাইবা মাত্র রাজসম্মানার্থ তথায় তোপধ্বনি হইল। এই অভিষেকোৎসবে প্রজাবর্গ যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ রাজরাণীকে উক্তরূপ সম্মান ও সমাদরে সিংহাসনসংস্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকে মুকুটারোপ ও আনন্দধ্বনি করিলেন। তদনন্তর রাজদম্পতি রাজপরিবারস্থ বালক বালিকাদিগের সহিত পূর্ব্ববৎ সমারোহে "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি" হইতে সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। সায়ংকালে লণ্ডন নগরীর ন্যাট্যশালাদি সাধারণের আনন্দোৎসব জন্য উন্মুক্ত হইল, রাজপথ সকল দীপমালায় বিভান্বিত হইল, এবং রাত্রিকালে হাইড পার্কে মহা ধুমধামে আতস বাজি পোড়ান হইল।

এই উৎসব সমারোহে শ্রীমতি ডচেশ কেণ্ট ও রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই

আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা এই সময়ে "ওয়াইট" দ্বীপের স্বাস্থ্যকর জলবায়ু সেবনের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন্। যেহেতু এই সময়ে আমাদিগের ভারত রাজরাজেশ্বরীর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

ইংলণ্ডেশ্বরের এই অভিষেকোৎসব উপলক্ষে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিন জনকে মার্কুইস, চারি জনকে আরল, এবং পনর জনকে ব্যারণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী ভারতেশ্বরীর শ্বশ্রু কুমারী লুইশী দীর্ঘকাল দুঃসহ রোগযন্ত্রনার পর সেণ্ট ওয়েণ্ডেল নামক স্থানে তনুত্যাগ করেন। সত্যবটে তিনি আপন স্বামীসহ সম্বন্ধ লোপ করিয়া পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অবস্থিতি করিতেন কিন্তু প্রিয়পুত্রদিগের প্রতি মমতা, স্নেহ, যত্নাদি মাতৃবৃত্তি সমুদায় তাঁহার মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। রাজকুমারেরাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিবান ছিলেন, এবং একদিনের জন্যও তাঁহার স্নেহময়ীমূর্ত্তি তাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসৃত হয় নাই। বাল্যকালে রাজপুত্র আলবার্ট তাঁহার মাতার নিকট হইতে একটী ছোট কেশালঙ্কার (পিন) প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহকালে আমাদিগের মহারাণীকে সেইটী প্রধান উপহার স্বরূপ দান করেন।

রাজকুমারী লুইশীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার বিমাতা গোথার বৃদ্ধা ডচেশ কুমার আলবার্টের পিতাকে লিখিয়াছিলেন ;—

"আমার প্রিয় ডিউক,

আমাকে ইহাও সহ্য করিতে হইল,—যে একমাত্র অপত্যকে আমি এত স্নেহের সহিত রক্ষা করিয়াছিলাম সে আমার পূর্ব্বেই গতাসু হইল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন সত্বরে আমার ভালবাসার সামগ্রীগুলির সহিত মিলিত হইতে পাই। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়তর গোথাবংশ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল।"

ডচেশ লুইশী এই বংশের শেষ সন্ততি। অনেক দিন পরে তাঁহার ভৌতিক দেহাবশেষ কোবর্গে নীত হইয়াছিল এবং এক্ষণে তিনি আপন স্বামী ডিউক ও তাঁহার সপত্নীর পার্শ্বে কোবর্গের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে মহানিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে আমাদিগের মহারাণী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শরৎঋতুতে স্বয়ং একগাছি কুসুমমাল্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগের পরেই নবেম্বর মাসে রাজকুমার-দিগের পিতামহী কোবর্গের বৃদ্ধা ডচেশ সংসারের সমস্ত সুখের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বকার পরিচ্ছেদে আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি যে তিনি তাঁহার পৌত্রদিগের এবং দৌহিত্রী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতি কিরূপ অনুরক্তা ছিলেন, এবং কত আগ্রহসহকারে তাঁহাদিগের যত্ন লইতেন। তাঁহার পত্রিকা গুলিতে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাওয়া যায় যে তিনি তাঁহাদিগের মঙ্গল এবং ভবিষ্য জীবনের উন্নতি কামনায় কত আগ্রহবতী ছিলেন। আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি যে তাঁহার মৃত্যুতে ডিউক পরিবার মধ্যে কতদূর শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পৌত্র কুমার আলবার্টের সহিত দৌহিত্রী রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার পরিণয় বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হয়। আহা ! তিনি অল্প দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া যদি এই সুখময় বন্ধনে আপনার পৌত্র এবং দৌহিত্রী-দিগকে আবদ্ধ দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার কতদূর আহ্লাদ জন্মিত।

মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় আর্ণেষ্ট এবং

ফার্ডিনেণ্ড নিকটে উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন অপরিহার্য্য ঘটনায় সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র লিওপোল্ড উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু বিগত বসন্ত ঋতুতে তাঁহার মাতা ব্রসেল্‌সনগরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুত্রের রাজপদ প্রাপ্তিতে মহানন্দ এবং গৌরব বোধ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।*

একথা বলা বাহুল্য যে স্নেহময়ী পিতামহীর বর্ত্তমানে রাজপুত্রগণকে পরিত্যক্তা মাতার অভাব একদিনের জন্য অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি তাঁহাদিগের মাতৃস্থানীয়া হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে লইয়া থাকিতেন। রাজকুমারগণও তাঁহাকে পাইয়া সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য মাতামহীর বিয়োগে তাঁহারাও যে যারপর নাই মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শরৎ ঋতুতে কুমার আলবার্টের পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। যাঁহাকে তিনি বিবাহ করেন তিনি তাঁহার ভগ্নী এণ্টুইনেটের কন্যা—প্রথমতঃ

---

* Vide Early years of Prince Consort page 83 and 84,

"ওয়াটেম্বর্গের" ডিউক আলেক্‌জন্দরকে পাণিদান করিয়া-ছিলেন। *

৯ই আগষ্ট তারিখে মহারাণীর মাতুল রাজপুত্র লিওপোল্ড, অধুনা বেল্‌জিয়মের রাজা, ফ্রান্সের অধীশ্বর "লুই ফিলিপের কন্যা, রাজকুমারী লুইশীর পাণি গ্রহণ করেন। এই বিবাহ মহা ধুমধামে "কম্পীন" নামক স্থানে সমাধা হয়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর দিবসে ইংরেজ জাতির গৌরব সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক জগদ্বিখ্যাত সর ওয়াণ্টার স্কট্ ইংলণ্ডের অন্তর্গত "রক্সবর্গ" প্রদেশের "এবট্‌শ ফোর্ড" নামক স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি একজন অতিশয় দয়ালু এবং সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। শুধু অদ্বিতীয় কবি বলিয়া নহে তাঁহার স্বভাবের সরলতা এবং সদন্তঃকরণের জন্য তিনি তাঁহার স্বজাতীয়দিগের প্রিয় এবং সম্মানিত। তাঁহার ভাবী মৃত্যুর বিষয় অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই সাধারণে জানিতে পারিয়া ছিল। মৃত্যুর পরে সমস্ত ব্রিটেন ভূমি শোকাশ্রুতে ভাসমান হইয়া

---

* মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক টীকা—ওয়াটেম্বর্গের কুমারী মেরী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং রাজকুমারদিগের গর্ভধারিণী অপেক্ষা এক বৎসরের বয়োধিকা।

ছিল। ইংলণ্ডে জন্মিয়া, ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়া কেবল মাত্র ইংলণ্ডবাসীরই যে তিনি আদরণীয় এবং সম্মাননীয় ছিলেন এমন নহে, সমস্ত ইউরোপ ভূমির মধ্যে তিনি সকল দেশে, সকল জাতির পূজিত এবং আদৃত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত ইউরোপ ভূমি সাহিত্যসংসারের একটী অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইয়াছিল। যে দেশে সাহিত্যের চর্চ্চা আছে, যে দেশের লোক কবির কবিত্ব শক্তিকে সম্মান করিতে শিখিয়াছে, যে দেশে মুদ্রাযন্ত্র আছে, সেই দেশের লোকই সর ওয়াল্টর স্কট্‌কে বিশেষরূপে চিনিয়াছেন।

৯ই নবেম্বর কেণ্টের ডচেশ মহোদয়া তাঁহার প্রতিভান্বিতা কন্যার সহিত ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের প্রধান প্রধান স্থান এবং তত্রত্য স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া কেন্সিংটন প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। ভ্রমণ কালে ভাবী রাজ্ঞী এবং তাঁহার মাননীয়া মাতা প্রত্যেক স্থানের প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট প্রভূত ভক্তি এবং সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেখানে গিয়াছিলেন সেই খানকার প্রজারাই তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ দলে দলে উপস্থিত হইয়াছিল।

উত্তর ওয়েল্‌সের রমণীয় স্থান সকল ভ্রমণ করিবার

সময় তাঁহারা আপনাদিগের উন্নত পদোচিত সম্মানে সম্মানিত হইয়া প্রাচীন "চেষ্টার" নগর সন্দর্শন করেন। আমাদিগের মহারাণী তাঁহার দানশীলা এবং জ্ঞানবতী মাতার নিকট সাধারণ উন্নতিবিধায়ক কার্য্যে উৎসাহদানের যে সদ্‌গুণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এখানে আসিয়া তাহার ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সুবিধা পাইলেন। "চেষ্টার" জেলের স্থপতি "মিঃ হারিশনের" উদ্ভাবিত দুই শত ফিট খিলানওলা, ও সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম পাষাণ শিল্প "চেষ্টার ডি ব্রিজ" নামক সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল, এই সময় তাঁহা দ্বারা উহা প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। "ইটনহল" বংশের স্মরণার্থ রাজকুমারী এই সেতুর নাম "গ্রশভেনার ব্রিজ" রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মহোপকারী উৎসব সমাপনান্তে তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে গমন করেন। যাহার রমণীয় প্রকোষ্ঠে তত্রত্য পুরোহিতের প্রদত্ত এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া ডচেশ কেণ্ট মহোদয়া আহ্লাদের সহিত নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,—

"জাতীয় সমৃদ্ধি কিম্বা ব্যক্তিগত সুখের ভিত্তি স্বরূপ মনুষ্যের প্রতি দয়া এবং ঈশ্বরে ভক্তি রাখিবার যে সদ্দৃষ্টান্ত আপনারা রাজকুমারীতে দেখিবার জন্য ঐকান্তিকী কামনা করিলেন, সেই ইচ্ছায় সাগ্রহে সম্মতি দান

করা অপেক্ষা আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই।”
“চেষ্টার” নগর পরিত্যাগ, করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা উক্ত নগরের অনাথশালায় যে একশত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন তদ্দ্বারাই উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত, অথচ সম্পূর্ণ উত্তরের সার্থকতা কার্য্যতঃ প্রকাশ পাইয়াছিল। মার্কুইস ওয়েষ্ট মিনিষ্টরের সমৃদ্ধিশালী নিবাসভূমি “ইটন” হইতে তাঁহারা ইংলণ্ডের অভ্যন্তরগত প্রদেশে যাত্রা করিয়া ১৯শে সন্ধ্যাকালে “চাট্‌শওয়ার্থ” নিবাসে উপনীত হইলেন। “হার্ড উইক” “চেষ্টার ফিল্ড,” এবং “মাটলক” ক্রমান্বয়ে তিনটী স্থান আমাদিগের মহারাণীর দর্শনে অনুগৃহীত হইল। এই সম্মানিতা ভ্রমণকারিণীরা “শ্রুশবেরীর” আরল কর্ত্তৃক “আলটন এবিতে” অভ্যর্থিত হইয়া, তত্রত্য পুরোহিত এবং মিউনিশিপালিটীর সভ্যগণের নিকট হইতে “লিট্‌ফিল্ড” নামক স্থানে উভয়ে পৃথক্ অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইলেন। “আরল লিবরপুলের” বাসস্থান “পিচফোর্ড হলে” উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তৎপ্রদেশের সম্মানিত ব্যক্তিগণকে সমাগত দেখিলেন। সমাগত মহিলাগণের মধ্যে রাজকুমারীর ওয়েল্‌স ভ্রমণকালীন সঙ্গিনী লেডি জেঙ্কিন্সন, তথায় উপস্থিত ছিলেন। “শ্রুশবরীর” ব্যাকরণ বিদ্যালয় ও ডচেশ মহাশয়া ও তদীয় কন্যার পাদার্পণে সম্মানিত হইয়াছিল।

ডাক্তার "বাটলর"* তৎকালে উক্ত বিদ্যালয়ের কৃতকর্ম্মা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এখানকার অনাথাশ্রমেও তাঁহারা একশত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। "শ্রুশবরী" হইতে তাঁহারা "উর্শেস্টার" "ড্রটউইচ" "ব্রমৃশগ্রোভ" হইয়া "অক্সফোর্ড সায়রস্থিত" "ওয়াইথাম" নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, যথায় "আবিংডনের আরল" কর্ত্তৃক সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত সম্বর্দ্ধিত হয়েন। পর দিবস একদল অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হইয়া তাঁহারা প্রাচীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ধর্ম্ম বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর ভাগ বিলক্ষণরূপে তাঁহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ নাট্যশালার নানাস্থানে শিক্ষিত সভ্যদিগের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এখানে ভাইস চ্যান্সেলর কর্ত্তৃক এই সুখকরী ঘটনায় উপযুক্ত অভিনন্দন পঠিত হইলে ডচেশ কেণ্ট মহোদয়া তাহার নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।—"এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমরা আমাদিগের মহোপকারী ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করিলাম। রাজকুমারী যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন

* যিনি পরে "লিচফিল্ড" নামক স্থানের (বিসপ) পুরোহিত হইয়াছিলেন।

ইহার আবশ্যকীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদিগের দেশের ইতিহাস পাঠে তাঁহার মনে এই বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা জ্ঞান জন্মিয়াছে। ইহাতে শিক্ষালাভ করিয়া যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ আপনাদিগের স্বভাব এবং বুদ্ধি বলে উন্নত হইয়াছেন সেই সকল ব্যক্তিগণের বিষয় পাঠই তাহার প্রধান কারণ। রাজার প্রতি আপনাদের যে ভক্তি আছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের রাজ্যশাসনে আপনারা যে অনুগ্রহের ফলভাগী হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া আপনারা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে যেরূপ পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাতে এই পরিদর্শন কার্য্য যে তাঁহার সন্তোষজনক ও উপদেশপ্রসূ হইবে আমি নিশ্চয় জানিয়াছিলাম। তাঁহাকে এই বিস্তীর্ণ স্বাধীন দেশের সকল শ্রেণীর লোকের আশানুরূপ শিক্ষাদান করিতে সাধ্যানুসারে কৃতনিশ্চয় হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।" এই মহোপকারী বিদ্যালয় দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই দিনই কেসিংটন প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ ভ্রমণ জনিত পথশ্রমের পরেই রাজকন্যা তাহার জ্যেষ্ঠতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উইণ্ডসর প্রাসাদে যাইবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে সংবাদ পাইলেন

যে উইণ্ডসর এবং তাহার উপনগর সকলে সে সময় "লোলিত জ্বরের" প্রাদুর্ভাব হওয়ায় রাজা ইচ্ছা করিয়াছিলেন না যে তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যা তত্রত্য প্রাসাদে গমন করিবার ক্লেশ সহ্য করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন রাজ্যের কার্য্য প্রণালীর সংস্কার হইতে থাকে। বহু দিন হইতে আমাদিগের ভারতীয় ব্যবসায় যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া ছিল এক্ষণে তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিল। যদিও ইংরেজাধিকৃত বৃহৎ ভারতরাজ্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই ছিল কিন্তু তাহাদিগের বণিক্‌ভাব এক্ষণে তিরোহিত হইয়া আসিতেছিল, যেহেতু সাধারণ ইংরেজ মাত্রেই চীন দেশের সহিত ব্যবসায় করিতে পাইতেন। এজন্য ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তাঁহাদিগকে ভারতরাজ্যের জন্য ৬,৩০,০০০ পৌণ্ড বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা হইল।

সেপ্টেম্বর মাসে আমাদিগের মহারাজ্ঞী যখন "নরিস ক্যাশ্‌লে*" সুস্থ এবং সচ্ছন্দ ভাবে অবস্থিতি করিতে

* ক্যাশল—দৃঢ়ীকৃত অট্টালিকা যাহাতে রাজা বা রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বাস করেন।

ছিলেন তখন "সাউথম্পটন" নামক স্থানে যে একটী নূতন জলাশয়স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়া ছিল তাহার উদ্ঘাটনের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর অবধারিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। আমাদিগের মহারাণী তাহার মাননীয়া মাতার সহিত এই উৎসবে উপস্থিত হয়েন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় উৎসব সমারোহ তত্রত্য টাউনহল হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে মিউনিশিপাল কর্ম্মচারীদিগের প্রতিনিধি তাঁহাদিগের ভাবী অধীশ্বরীকে সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজকীয় জলযানের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হইলে কেণ্টের ডচেশ মহোদয়া বলিলেন,—"রাজকুমারীকে প্রয়োজনীয় কার্য্যের আবশ্যকতাজ্ঞান শিক্ষা দিবার এই একটী সুবিধা। এইরূপ ভাব তাঁহার মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহ করিয়া থাকেন। তাহার পর তাঁহারা জাহাজ হইতে অবরোহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং কর্ত্তব্যতাপূর্ণ অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া ডিউকসীমন্তিনী বলিলেন "আমি অতি আহ্লাদের সহিত এই স্তম্ভটীর "রয়েল পিয়ার" রাজকীয়স্তম্ভ নামকরণ করিতেছি, এবং সতীচ্ছার সহিত বলিতেছি যে ইহা দ্বারা নগরের মহো-

পকার সাধিত হইবে। তদনন্তর রাজকুমারী তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া "কাউয়িতে" প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর সাধারণ ভোজ এবং সন্ধ্যাকালে সেই "রাজকীয় স্তম্ভের" উপর আতস বাজি পোড়ান হইল।

পার্লেমেণ্ট সভার অধিবেশন শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই "ব্রাগেনজার" ডচেশের সহিত পর্টুগালের রাজ্ঞী ইংলণ্ডের পোর্টশমাউথ নামক স্থানে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। "একো" নামক বাষ্পীয় যানে তাঁহাদিগকে "হাবরি" হইতে আনয়ন করা হয়। রাজকুল ভ্রমণকারিণীগণ তাঁহাদিগের উপযুক্ত সম্মানের সহিত সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধিত হয়েন এবং ইংলণ্ডেশ্বর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উইণ্ডসর নগরে উপস্থিত হইলেন। চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহাদিগের আতিথ্য সৎকারের বিহিত ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিছিলেন। এক সপ্তাহ কাল মহোৎসবে অতিবাহিত করিয়া রাজ্ঞী "ডোনামেরিয়া" পোর্টস্ মাউথে প্রত্যাগত হয়েন। যথায় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এবং তাহার মাননীয়া মাতার দর্শন লাভে তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। পর দিন তথা হইতে তাঁহারা পর্টুগাল যাত্রা

করিয়া ২২শে সেপ্টেম্বরে লিসবন নগরে উপনীত হই-লেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তদবধি প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

২৪শে মে "ওয়েস্ট মিনিষ্টার এবিতে" রাজকীয় সঙ্গীতোৎসব হয়। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত মহারাজা উইলিয়ম, তদীয় সহধর্ম্মিণী, আপনার মাতা ডচেশ কেণ্ট, কুমারী অগষ্টা ও অন্যান্য রাজপরিজন বর্গের সহিত সঙ্গীতোৎসবে উপস্থিত হয়েন। সেই সঙ্গীত সমারোহে প্রায় সার্দ্ধ দুইশত সঙ্গীতশাস্ত্রপার-দর্শী উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উৎসব উপর্য্যুপরি চারিবার হইয়াছিল, প্রতিবারেই রাজা এবং রাজরাণী উপস্থিত ছিলেন। কয়েক বারে সর্ব্বসমেত ৭৬০০ পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। তাহা রাজকীয় সঙ্গীত সমাজে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

এই বৎসর ইংলণ্ডের অধীশ্বর যখন উইণ্ডসর নগরে অব-স্থিতি করিতেছিলেন তখন রাজধানীতে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছিল। পার্লেমেণ্ট সভার উভয় গৃহ অগ্নি-সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। ১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যা সার্দ্ধছয় ঘটিকার সময় উভয় গৃহের প্রবেশদ্বারের নিকট অগ্নিশিখা

প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টারও অল্প সময় মধ্যে সমস্ত বাড়ীটীতে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া বহুতর জানালা দরজা ভস্মীভুত করিয়া ফেলে। সুন্দর প্রাচীন সেণ্টষ্টেপহেন মন্দির রক্ষা করিবার বিধিমত চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইল, অগ্নিনির্ব্বাপকদিগকে উইণ্ডসর হল রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে অনুমতি দেওয়া হইল, ঈশ্বরানুগ্রহে, তাহাতে তাহারা সফলযত্ন হইয়া ছিল। এই শোচনীয় অগ্ন্যুৎপাত সময়ে লর্ড মেলবরণ, লর্ড আলথর্প ও অন্যান্য পারিষদেরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে উইণ্ডসর প্রাসাদে এই বিপদজনক সংবাদ পৌছিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রাজা এবং তদীয় মহিষী সর্ব্বাগ্রে আসিয়া ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন। শিল্প, পুরাতত্ত্ব, এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে অসংস্করণীয় ক্ষতি হইয়াছিল তাহার মধ্যে চিত্রশালা এবং পুস্তকাগারই প্রধান। পুস্তকাগারে যে সমস্ত পুস্তক ও কাগজপত্র নষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাজা প্রথম চার্লশের প্রাণ দাণ্ডাজ্ঞার আদিম ওয়ারেণ্টখানি ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টদত্ত কতকগুলি পুস্তক একবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা প্রকার জনরব করিয়া থাকে কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে কাষ্ঠ দগ্ধ

করিবার সময় অসাবধানতা প্রযুক্ত সেই অগ্নি গৃহে সভা স্পর্শ করে।

রাজা এবং রাজমহিষী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশ "ব্রাইটন" আবাসে অতিবাহিত করিয়া শীত ঋতুর অবসানে লণ্ডননগরে উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে রাজমহিষীর জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীতে রাজপরিবারগণ সকলে একত্রিত হইয়া আমোদ আহ্লাদে জন্মদিন অতিবাহিত করিলেন। এই জন্মদিন উৎসবে আমাদিগের মহারাজ্ঞী ও তাঁহার মাতা ডচেশ কেণ্ট রাজরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় জীবনের একটী বৎসর সুখ সচ্ছন্দ, মান গৌরবে অতিবাহনের জন্য এবং নববর্ষে পাদার্পণ করিয়াও তাঁহার দিন যাহাতে তদ্রূপে অতিবাহিত হয় তজ্জন্য ঈশ্বরে প্রার্থনা এবং আন্তরিক মঙ্গল কামনা করিলেন। যৎকালে আমাদিগের মহারাজ্ঞী কেসিংটন প্রাসাদ হইতে সেণ্ট জেমশ প্রাসাদে গমন করেন তখন বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া মনের আহ্লাদ, আবেগ এবং উৎসাহে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল! তাহাদিগের ভাবী রাজ্ঞীও আনন্দনিমগ্ন প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ধ্বনিত প্রশংসাবাদে যথেষ্ট বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে সকলেই রাজকু-

মারীকে স্বাস্থ্যবতী, উন্নত মনোবৃত্তিময়ী, এবং সৌন্দর্য্য ও সরলতা পূর্ণ দেখিয়া কোমলাঙ্গিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে উচিতাধিক প্রশংসার পাত্রী বিবেচনা করিলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার নিশ্চিত সংবাদ ইউরোপ ভূমির সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে নানা স্থানের রাজপুরুষগণ তাঁহার পাণিপ্রাপ্তির আশায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা এবং আতিথ্যসৎকারের জন্য রাজপরিবারদিগের মধ্যে নিয়ত নৃত্যগীতাদি আনন্দোৎসব হইতে থাকে।

এই সময়ে পর্টুগালের কুমার ফার্ডিনেণ্ড, তাঁহার পিতা সাক্সি কোবর্গ গোথার ডিউক, তাঁহার ভ্রাতা অগষ্টশ, এবং ডচেশ কেণ্ট মহোদয়ার পুত্র লিনিঞ্জেনের কুমার আর্ণেষ্ট ইংলণ্ড দর্শনে আগমন করেন। আসিবার সময় তাঁহারা প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহে "কালে" নামক স্থানে কয়েক দিন বিলম্ব করিয়া "ডোবর" নামক স্থানে সমুদ্র পার হয়েন। কিন্তু জাহাজ হইতে কূলে আসিতে না পারিয়া তথা হইতে "রামস্ গেটে" উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক সুন্দর পরিচ্ছদপরিহিত সমাগত দর্শক মণ্ডলীর সমক্ষে কূলে অবরোহণ করেন। পর্টুগালের

রাজপুত্র তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের দ্বারা অতিশয় যত্ন এবং সমাদরে গৃহীত হইলেন। কেণ্টের ডচেশ মহোদয়া তাঁহার পরিতোষের জন্য বিহিত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরও তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য উইণ্ডসর প্রাসাদে রাজমন্ত্রী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। এইরূপ আমোদ আহ্লাদে এপ্রিল মাসের প্রথম কয়েক দিন ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া পর্টুগালের রাজকুমার স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

আমাদিগের ভারতেশ্বরীর শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার মাতামহী শুভোদ্বাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরলোকনিবাসিনী উক্ত ডচেশ মহোদয়ার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল যে কুমার আলবার্টের সহিত রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সে কথা কোবর্গের রাজপরিবার মধ্যে সকলেই অবগত ছিলেন। যখন কুমার আলবার্টের বয়স তিন বৎসর মাত্র তখন তাঁহার ধাত্রী তাঁহার কান্না থামাইবার জন্য সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন "ইংলণ্ডে বধূ আছেন।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বয়োবৃদ্ধির সহিত ইংলণ্ডের সিংহাসনলাভের সম্ভাবনা যতই বৃদ্ধি হইতে

লাগিল কোবর্গের রাজপরিজনদিগের মনে পূর্ব্বসঞ্চিত সেই সন্দেহ আকিঞ্চন ততই পোষিত হইতে লাগিল যে যাহাতে ঈপ্সিত পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পায়। মহারাণীর কনিষ্ঠ মাতুল লিওপোল্ডের মনেও সেই বাসনা প্রথমাবধি বলবতী ছিল। এক্ষণে সেই শুভবাসনা পূর্ণ করিবার সময় সমাগত। এজন্য তিনি কুমারের আচার ব্যবহার, স্বভাব শিক্ষা সকলই নিরপেক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শৈশবাবধি লালন পালন ভার লইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় রাজা লিওপোল্ডের বিলক্ষণ স্নেহাধিক্য জন্মিতে থাকে। তিনি স্বতঃ পরতঃ ভাগিনেয়ীর মঙ্গল চিন্তা করিতেন এবং কিসে তিনি ভবিষ্য জীবনে অতুল সুখৈশ্বর্য্যে সুখিনী হইতে পারেন তাহার বিহিত চেষ্টা করিতেন। কুমার আলবার্টও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এজন্য উভয়ের প্রতিই স্নেহাতিশয্য স্বভাবসিদ্ধ; অতএব পাছে তাঁহার মনে সেই প্রবলা স্নেহবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মোহবশতঃ উভয়ের দোষ অপেক্ষা গুণের পক্ষপাতিতা জন্মে এবং তদ্দ্বারা উভয় জীবনের সুখময়ী বাসন্তী দিবা প্রাবৃটের আঁধারাচ্ছন্ন হয় এ জন্য তিনি আপনার প্রাচীন দূরদর্শী বন্ধু বারণ ষ্টকমারকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্যারণ ষ্টকমার একজন সাক্সি কোবর্গের অধিবাসী। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কুমার লিওপোল্ড যখন রাজকুমারী সার্লটীকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসক রূপে সঙ্গে আইসেন। এই সময় হইতে উক্ত রাজপুত্রের মন্ত্রী এবং প্রাসাদাধ্যক্ষ রূপে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া তিনি ইংলণ্ড, ইংরাজ জাতি, এবং ইংরাজরাজনীতির সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ এবং পরোপকার পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী পামরষ্টন বলিতেন "আমি জীবনের মধ্যে একজন মাত্র নিঃস্বার্থ পরোপকারী দেখিয়াছি,—সেই নিঃস্বার্থ পরোপকারী ষ্টকমার।"

ব্যারণ ষ্টকমার পত্রোত্তরে তদীয় প্রভু বেলজিয়মাধিপতিকে অবগত করেন যে উপস্থিত মতে কুমারের চরিত্র সম্বন্ধে অনুকূল কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ রূপ গুরুতর স্থলে বিশেষরূপে না দেখিয়া মতামত প্রকাশ করা অবিবেচনার কার্য্য অতএব তাহাতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন যে কুমারের স্বভাব চরিত্র যে রূপ তাহাতে সন্তোষের সহিত বলা যাইতে পারে

যে, তিনি যে গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন শিক্ষা বলে সময়ে তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন এমন আশা আছে।

রাজপুত্র আলবার্টের কেসিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি কালে আমাদিগের মহারাণী তাঁহার সহিত শুভ-দর্শনোপলক্ষে এই প্রকার লিখিয়াছিলেন ঃ——

"রাজপুত্র এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা খর্ব্বাকৃত, বিলক্ষণ সুশ্রী এবং বড় বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অতি রমণীয়, যার পর নাই সরল, বড় প্রফুল্লচিত্ত; প্রত্যেক কার্য্যের প্রয়োজনীয়ত্ব জ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগ্নী রাজকুমারীর সহিত সর্ব্বদাই পিওনোবাদনরত* সংক্ষেপতঃ নিয়তই কার্য্যানুরক্ত। তিনি যাহা দেখিতেন তাহাতেই যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন এবং আমাদিগের মহারাণী সুন্দররূপে স্মরণ করেন যে ভিন্ন ভিন্ন দাতব্যবিদ্যালয়ের বালকদিগের উপাসনা কার্য্যে যখন তিনি রাজকুমারী এবং ডচেশ কেণ্টের সহিত সেণ্টপল ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা উপলক্ষে যাইতেন, তখন অতিশয় মনোযোগের সহিত স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন। বাস্তবিক সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক একজন রাজপুত্রে এতাদৃশ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি অল্পই দেখিতেপাওয়া যায়।"

---

* পিওনো বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

*Memorendum by the Empress, March 1874.

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে আমাদিগের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় পার্লেমেণ্টের নূতন আইনানুসারে তিনি বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে নানা স্থান হইতে উৎসব এবং আহ্লাদ পূর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সেই দিন সাধারণ উৎসব উপলক্ষে আপিশাদি বন্দ এবং রাত্রিকালে রাজধানী আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। এই ঘটনার সম্মানার্থে সেণ্ট জেমশ প্রাসাদে নৃত্যামোদ (ball) প্রদত্ত হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতা এবং গার্হস্থ্য বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন রাজা বা রাজমহিষী কেহই তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রাজ্যের নানাস্থানে এই উৎসব উপলক্ষে যে ধূমধাম হইয়াছিল তাহা দেখিয়া কেহই বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে এক মাসের কম সময় মধ্যেই রাজকুমারী ইংলণ্ডের সর্ব্বেশ্বরী হইবেন।*

আনুমানিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যভাগে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের কাশ, কষ্টশ্বাস এবং শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ার দুর্ব্বলতাদি ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা তাঁহার প্রকৃতি উত্তমরূপে জানিতেন তাঁহারা

* Vide para 1 page 28. Vol II of the Courts and Cabinet of William the fonrth and Victoria.

এইক্ষণ অবধিই পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রোগযন্ত্রণা দিনে দিনে যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চিত্তের বিকৃতভাব অপ্রকাশ রাখিতে এবং তাঁহার পরিবার বর্গের অবিরাম যত্ন এবং শুশ্রূষায় প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা মহিষী স্বামীর দুঃসহ রোগ যন্ত্রণায় যে রূপ স্ত্রীজনোচিত স্নেহ, যত্ন ও আনুরক্তি দেখাইয়া পতিভক্তি ও পতিপ্রাণতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডীয় রমণীগণ প্রাণপণ যত্নে অনুকরণ করিলেও তাঁহার সমতুল্য হইতে পারিবেন না। তিনি স্বামীপার্শ্বে ক্রমাগত উপবিষ্ট থাকিয়া বিনা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে দ্বাদশ দিবস তাঁহার শুশ্রূষায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। শয্যাশায়ী রাজার প্রশান্তভাব এবং স্থিরচিত্ততা দেখিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসে ক্যাণ্টারবরীর পুরোহিত তাঁহাকে পবিত্র ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। এই সময়ে যে সকল চিকিৎসক রাজসমীপে উপস্থিত থাকিতেন তিনি তাঁহাদের একজনকে বলেন "ডাক্তার আমি জানি আমি ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু ওয়াটার্লু-যুদ্ধের আর এক বার্ষিক উৎসব দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। চেষ্টা কর যদি আমাকে সেদিন পর্য্যন্ত রাখিতে

প্পার।” ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার পর দিন জীবিত থাকিয়া জাতীয় মহতী স্মৃতির সজীবতা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কথায় মুমূর্ষু রাজার আত্মসংযমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন দিবা দুই প্রহর দুইটার সময় চতুর্থ উইলিয়ম ইহ সংসারের ভঙ্গুর রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বায়ু পরিবর্ত্তনে ঘর্ম্ম হইলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভের প্রত্যাশয় তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। যে গৃহে তিনি নীত হইয়াছিলেন সেই গৃহটী তদীয় অগ্রজ চতুর্থ জর্জের মৃত্যুগৃহ। তিনিও এই গৃহে কলেবর পরিত্যাগ করেন। অত্যল্প দিন রাজত্ব করিয়া দেশহিতৈষী বদান্য নাবিকভূপ সাংসারিক মহত্বের নিকট চিরবিদায় লইলেন।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ঔরস পুত্রদিগের প্রত্যেককে দুই সহস্র পাউণ্ড দান করিয়া যান। তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে বাল্যকালে যদিও তাঁহার কতকগুলি মানসিক দৌর্ব্বল্য,অবিবেচনা এবং অত্যল্পই নীতিবিগর্হিত অপরাধের কথা শুনা যায় কিন্তু তৎপ্রতিকূলেও আবার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া

থাকে। বাল্যকালে তাঁহার সদ্‌গুণে বশীভূত হইয়া সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তিনি সে সময়ে অধীর, অবাধ্য, দুরন্ত এবং উগ্র প্রাকৃতিক ছিলেন আর কখন কখন তাঁহার সাহঙ্কার ভাবও দেখা যাইত। ইহারই ভিতর আবার দয়াগুণের অনেক লক্ষণ ছিল। আকস্মিক ক্রোধ পরবশতা অনেক সময় বিরক্তিকর হইত বটে কিন্তু পরক্ষণেই অনুতাপ উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরদুঃখানুভূতি উত্তেজিত করিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার ফলভোগী হইতে পারেন নাই। বাল্যকালে পুস্তকের প্রতি তাঁহার অনুরক্তি ছিল না। সাহিত্যালোচনায় তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল এবং অনাবিষ্ট ছিল। এই অশিক্ষিতাবস্থাতেই শৈশবে তাঁহাকে নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই পথে পদার্পণ করার জন্যই তাঁহাকে "নাবিক রাজা" বলিয়া সকলে জানিত। শৈশবে বিদ্যাচর্চ্চা না করা জন্য তাঁহার মানোন্নতির যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা কোনমতেই পরিপূরিত হইবার নহে। তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক গুণসমষ্টি অবিসম্বাদিত রূপে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে বশীভূত রাখিবার প্রচুর ক্ষমতাশালী কোন শিক্ষকের হস্তে তাঁহার অধ্যয়ন ভার অর্পিত হইলে নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে তিনি জীবনের

পরিণত অবস্থায় যে রাজমুকুটে আপন শিরশোভিত করিয়া ছিলেন অধিকতর সম্ভ্রমের সহিত রাজকার্য্য সমাধা করিয়া তাহার আরও অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতেন।

৮ই জুলাই দিবা ৯ টার সময় উইণ্ডসর ক্যাশলস্থিত সেণ্ট জর্জ ধর্ম্মমন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমারোহে রাজ পরিবার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের দ্বারা পরলোকগত রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পরিত্যক্ত দেহের সমাধি হইল। এই উপলক্ষে ওয়েলিংটন, সদরলণ্ড, নর্দ্দম্বরলণ্ড, রিচমণ্ড, বফোর্ট প্রভৃতির ডিউকেরা সসেক্সের ডিউক, কেম্ব্রিজের কুমার জর্জ, কুমার আর্ণেষ্ট, সাক্সি মিনিঞ্জনের ডিউক প্রভৃতি সম্ভ্রান্তলোক সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা হইলে সর উইলিয়ম উড্‌শ্ নিম্নলিখিত ঘোষণা পাঠ করিলেন।

"ঈশ্বরানুগ্রহে গ্রেটব্রিটেনও আয়রলণ্ড রাজ্যের অধিপতি, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, হানোবরের রাজা, এবং ব্রান্সউইক ও লুনেবর্গের ডিউক, শ্রেষ্ঠ, ক্ষমতাপন্ন, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা চতুর্থ উইলিয়মকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ক্ষণিক জীবন হইতে আপন স্বর্গীয় অনুগ্রহের আশ্রয়ে গ্রহণ করিতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমরা সর্ব্বশক্তিমান্

ঈশ্বরকে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে তিনি অতি মহতী, ক্ষমতাশালিনী, সর্ব্বগুণান্বিতা, অধুনা তাঁহার অনুগ্রহে গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়রলণ্ড রাজ্যের রাজ্ঞী, ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী, অর্ডর অফ দি গার্টারের অতি মহতী রাজ্ঞী, লেডী ভিক্টোরিয়াকে দীর্ঘজীবন সচ্ছন্দতা মান এবং সাংসারিক সুখে রক্ষা করেন। "ঈশ্বর রাণী ভিক্টোরিয়াকে রক্ষা করুন।"

হানোবর রাজ্যের মুকুট কেবল মাত্র পুরুষেই সংলিপ্ত থাকায় উক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব ব্রান্সকউইক এবং লুনেবর্গের উপরাজ্য (dukedom) সহিত পরবর্ত্তী রাজ পুরুষ মহারাণীর খুল্লতাত কম্বারলণ্ডের ডিউকে বর্ত্তিল। তিনি উক্ত রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক হানোবর যাত্রা করিলেন।

এইরূপে চতুর্থ উইলিয়মের ভঙ্গুর জীবনের যাহা কিছু সকলই ফুরাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজি ইংলণ্ড রাজ্যের এক নূতন দিন। নশ্বর জগতের নিয়ম এই যে ইহাতে চিরদিন কিছুই সমানভাবে থাকে না। পুরাতনের তিরোধান, নূতনের অবতরণ ইহ জগতের চিরন্তন নিয়ম। রাজ্যেশ্বর হইতে কুটীরবাসী অনাথ দীন দরিদ্র, এবং মহাকায় যূথপতি হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত এই বিশ্বজনীন নিয়মের বশীভূত। সুতরাং মহারাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু যে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা তাহা নহে। কিন্তু তথাপি ইহাকে ইংলণ্ডের পক্ষে একটী নূতন ঘটনা বলা যাইতে পারে, কেননা আমাদিগের মহারাণীর রাজ্যকাল ইংলণ্ডীয় ইতিহাসকে সুবর্ণাক্ষরে রঞ্জিত করিয়াছে। তাঁহার রাজ্যকালে ইংলণ্ডের রাজ্য বিস্তৃতি, বাণিজ্যের উন্নতি, বৈদেশিক সমরে ইংলণ্ডের বিজয়লক্ষ্মীর সুপ্রসন্নতা হেতু ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয়। এরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্যভোগ বোধ

হয় পৃথিবীর কোন জাতির অদৃষ্টে ঘটে না, বা ঘটিবে না। জলযুদ্ধে আজি পর্য্যন্ত বোধ হয় সসাগরা ধরিত্রী মধ্যে কোন জাতিই ইংলণ্ডের সমকক্ষতায় সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের যত কিছু সমৃদ্ধি,যত কিছু গৌরব, সমস্তই আমাদিগের ক্ষণজন্মা মহারাণীর পুণ্য প্রতাপে এবং অদৃষ্ট প্রসন্নতায় হইয়াছে। ভারতের ন্যায় মহা-ভক্তিবান্ প্রজাও অন্য কোন রাজ্যে আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ভারতীয় প্রজা তাঁহাকে পরম ভক্তির আধার, এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর ন্যায় আরাধ্য জ্ঞান করিয়া থাকে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন প্রাতে* ২টা কুড়ি মিনিটের সময় রাজা চতুর্থ উইলিয়ম উইণ্ডসর ক্যাশেলে বিগতপ্রাণ পতিত; ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথিনীর শান্তিসুখ উপেক্ষা করিয়া ক্যাণ্টরবরীর পুরোহিত, ডাক্তার হাঁউলী, লর্ড চেম্বরলেন, এবং মার্কুইস কানিংহাম উইণ্ডসর পরিত্যাগ করিয়া রাজার মৃত্যুসংবাদ লইয়া কেসিংটন

*ইংরেজী প্রথামত রাত্রি ১২টার পর পরদিনের তারিখ গণিত হয় এবং এই সময় হইতে রাত্রি প্রভাতের পর ১০টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকাল গণ্য করা যায়। আমাদের দেশে যেমন সূর্য্যোদয়ে দিবা রাত্রির গণনা হয়, পাশ্চাত্য প্রদেশে সেরূপ নহে।

প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। যথায় রাজতনয়া ভিক্টোরিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভোর ৫টার সময় তাঁহারা কেন্সিংটনে পহুঁছিলেন, পহুঁছিয়া ঘণ্টায় আঘাত করিলেন, দ্বারে আঘাত করিয়া, ধাক্কা দিয়া দ্বারবানকে জাগ্রত করিবার জন্য অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিলেন, কেহ আসিল না, পুনরায় ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইলেন যে রাজকুমারীর পরিচারিকা তাঁহাকে সংবাদ দেয় কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যানুরোধে তাঁহারা তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে রাজকুমারী এরূপ সুখ নিদ্রায় অভিভূত যে সে তাঁহাকে জাগ্রত করিতে সাহসিনী নহে। এই কথায় তাঁহারা বলিলেন "আমরা রাজ কার্য্যোপলক্ষে 'রাজ্ঞীর' নিকট আসিয়াছি, এ কথা শুনিলেই তাহাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে।" বাস্তবিক তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার পরিধানে ঢিলা নৈশ গাউন এবং শাল, মস্তক অনাবৃত, কেশজাল আলুলায়িত, স্কন্ধোপরি লম্বমান, পায়ে চটী জুতা, চক্ষে অশ্রু, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত্ব এবং প্রতিভান্বিত। রাজমন্ত্রী মেলবরণকে তৎক্ষণাৎ আনিবার জন্য সংবাদ

পাঠাইয়া দিবা ১১টার সময় প্রিভিকৌন্সিল আহ্বান করা হইল।

আমাদিগের মহারাণী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন দিবা ১১টার সময় কেসিংটন প্রাসাদে বসিয়া ইংলণ্ডের রাজদণ্ডগ্রহণ করিলেন। তিনি রাজ্যভারগ্রহণ করিবার কালে দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে ঘোর আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। তাঁহার রীতি নীতি, ব্যবহার পদ্ধতি সকলই অদ্ভুত এবং আশাতীত। নিতান্ত অল্পবয়স্কতা, সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব প্রযুক্ত সকলেই যার পর নাই আগ্রহশীল হইয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন যে উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি কি রূপে কার্য্য করেন। তাঁহার রাজ্যগ্রহণের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার না হইলেও বহুল জনতা হইয়াছিল। এ জন্য প্রথমে তাঁহার যে উপদেশ লওয়া আবশ্যক মেলবরণ স্বয়ংই তাহা জানিতেন না। মহারাণী লর্ডদিগকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তিনি এ রূপ পরিস্কার স্পষ্ট শ্রবণস্পর্শী স্বরে এবং সুন্দর ও তেজস্বিনী ভাষায় আপনার বক্তৃতা পাঠ করিলেন যে তাঁহার ভীতি বা বিহ্বলতার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সমালোচকের তীব্র সমালোচনা সেই মধুর বক্তৃতার

ছিদ্রানুসন্ধান পাইল না। বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন, অপরাধীর প্রতি চূড়ান্ত দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস এবং ধর্ম্মবিষয়িণী উন্নতিবিধান করা ইহার অঙ্গীভূত।

তাঁহার পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্য ও শোকসূচক। বক্তৃতা পাঠ সমাপন হইলে লর্ড চ্যান্সেলার ইংলণ্ডীয় প্রথানুসারে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইলেন। মহারাণীর খাস মন্ত্রী এবং প্রিভিকৌন্সিলের সভ্যগণ সিংহাসনের সম্মুখে জানুপাতিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠ করিলেন। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীগণ কার্য্যালয়ের শীলমোহর গুলি মহারাণীকে অর্পণ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সেই গুলি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহারা আপনাদিগের পুনর্নিয়োগে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার করতল চুম্বন করিলেন।

যৎকালে তাঁহার খুল্লতাত রাজবংশীয় ডিউকদ্বয় সিংহাসনের সমীপে জানুপাতিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠের পর তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতেছিলেন তখন তাঁহার মুখে লজ্জা এবং আহ্লাদের রাসায়নিক ভাব প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল; সেই সময় ঠিক যেন তিনি সামাজিক এবং পারিবারিক সম্বন্ধের বৈষম্য চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার এই অতি সামান্য মাত্র উত্তেজনার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। মহারাণী তাঁহা-

দিগের উভয়কেই সভক্তি চুম্বন দান করিয়া আপনার আসন হইতে উঠিয়া বৃদ্ধ সসেক্সের ডিউকের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি দৌর্বল্য প্রযুক্ত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতেছিলেন না। সেই সময়ে যে রাশি রাশি লোক তাঁহার অভিবাদন এবং কর চুম্বন করিতেছিলেন তাহাতে তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চিত্তের কোন রূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তিনি কোন শ্রেণীর, কোন পদবীর কাহার ও প্রতি আপনার যত্নের ক্রুটী প্রদর্শন করেন নাই বা এই উৎসবের আদ্যোপান্তে কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্থৈর্য্য এবং আত্মসংযমতার সহিত তিনি বিনীতভাবে কার্য্য করায় সকলেই যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ডিউক ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন "যদি মহারাণী তাঁহার কন্যা হইতেন তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক আশা করিতেন না।"

ইংলণ্ডের যাবতীয় লোক এতাধিক আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত মহারাণীর ভাবভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহার বিষয় লোকে অতি অল্প মাত্রই জানিতেন। মিঃ গ্রেভিল বলেন যে

"তাঁহার মাতা তাঁহাকে এ রূপ সতর্কভাবে রক্ষা করিতেন যে তিনি কখন তাঁহার শয্যাগৃহের বাহিরে নিদ্রা যাইতেন না কিম্বা ব্যারোনেশ লেজেন ভিন্ন আর কাহার সহিত থাকিতে দিতেন না। কেন্সিংটন প্রাসাদের কোন পরিচারক বা পরিচারিকা এমন কি তাঁহার রক্ষয়িত্রী ডচেশ নর্দ্দম্বরলণ্ড পর্য্যন্ত জানিতেন না যে তাঁহার প্রকৃতি কি রূপ ছিল ও কি রূপ হইবে।" মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পূর্ব্বগত দুইটী রাজদরবারের এমন অনেক কার্য্য ছিল যাহার জন্য তাঁহার জননী ডচেশ কেণ্ট কন্যাকে এ রূপ নিভৃতে রাখিতেন। রাজা চতুর্থ জর্জ, দ্বিতীয় চার্লশের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি শূন্য এবং চতুর্থ উইলিয়ম প্রুসিয়ার ফেড্রিক উইলিয়মের ন্যায় প্রতিভাবিহীন ছিলেন। তৎকালিক লেখকগণ তাঁহাদিগের দরবারের যতই সুখ্যাতি ও সৎনাম কীর্ত্তন করুন কিন্তু এক্ষণে সেই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে মহারাণীর মাতা তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার এবং সহবাস হইতে যে আপন কন্যাকে দূরে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্রী।

পরিশেষে রাজমন্ত্রীগণ ঘোষণাপত্র লিখিত ও

স্বাক্ষর করিয়া মহারাজ্ঞীর রাজ্য ঘোষণা করিলেন। পর দিবস সেই ঘোষণাপত্র রাজধানীর প্রকাশ্য স্থান সকলে উপযুক্ত সমারোহের সহিত পঠিত ও প্রচারিত হইল।

মহারাজ্ঞী ২২শে জুন তারিখে পার্লেমেণ্টের লর্ড এবং কমন্স সভায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রেরণ করেন যে তাঁহার পরলোকপ্রস্থিত জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি পার্লেমেণ্টের নবাধিবেশন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যতীত সাধারণ রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থা।

প্রথম দিন অধিবেশনান্তে রাজকীয় গেজেটে যে ঘোষণা প্রচার হয় তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মহারাণীর খাস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন।

ভাইকৌণ্ট মেলবরণ... ...কোষাগারের প্রথম লর্ড।
মার্কুইস অফ ল্যান্সডাউন...মন্ত্রীসভার লর্ড প্রেসিডেণ্ট।
ভাইকৌণ্ট কটেনহাম... ... ...লর্ড হাই চান্সেলর।
ভাইকাউণ্ট ডঙ্কেনন......বন বিভাগের প্রথম কমিশনর।
রাইট অনারেবল স্প্রিংরাইস...রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ।
লর্ড জন রসেল... ... ...স্বদেশীয় রাজ্যের সেক্রেটরী।
ভাইকাউণ্ট পামরষ্টন... ... ...বৈদেশিক সেক্রেটরী।

লর্ড হিউইক... ... ...সৈনিক সেক্রেটরী।

লর্ড গ্লেনেগ... ... ...ঔপনিবেশ সেক্রেটরী।

সর জন কম হব হাউস... ...বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট।

আরল অফ মিণ্টো... ... ...রণতরীর প্রথম লর্ড।

লর্ড হল্যাণ্ড...লাঙ্কাষ্টার ডচি (উপরাজ্যের) চান্সেলর।

রাইট অনারেবল সি, পি, টম্‌শন... ...প্রেসিডেণ্ট।

আর্ল মালগ্রেভ আয়রলণ্ডের লর্ড লেপ্টেনেণ্ট, লর্ড প্লাঙ্কেট লর্ড চ্যানস্লেলার, এবং ভাই কাউণ্ট মরপেথ প্রধান সেক্রেটরী হইয়াছিলেন।

এই পরিবর্ত্তনে রাজনৈতিক অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ের অভাবপূর্ণ হইয়াছিল, এবং অভিনব রাজ্ঞীর নূতন রাজ কার্য্যের শুভজনক আরম্ভে সকলের বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। বিশ্বস্তসূত্রে প্রায় সকলেই অবগত হইয়াছিল যে নবীনা রাজ্ঞী বহুতর সুন্দর গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন, তাঁহার রাজনৈতিক মত রাজ্যের মঙ্গলপ্রদ। তিনি অভিনব মন্ত্রীদিগকে আপন বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসিদ্ধির জন্য অতিশয় যত্ন লইতেন।

আগষ্ট মাসে রাজসংসারের গৃহকর্ম্মিণীদিগের বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইলে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্তা মহিলাগণ মনোনীত হইলেন।

ডচেশ সদরলণ্ড ... ... পরিচ্ছদকর্ত্রী।

মার্শিয়নেশ লান্‌সডাউন ... রাজগৃহের প্রধানকর্ত্রী।

মার্শিয়নেশ টাবিষ্টক, কাউণ্টেশ চার্লেমণ্ট; মালগ্রেভ, এবং ডরহাম; লেডী পোর্টমান, লিটনটন, এবং বরহাম।	শয্যাগৃহকর্ত্রী
অনারেবল হারিয়ট পিট, মার্গারেট ডিলন, ক্যারোলাইন কক্স, মিশ ক্যাভেণ্ডিম, মাটিল্ডা পেজেট, মিশ মরে, মিস লিষ্টার, এবং মিশ স্প্রিং রাইস।	বেশপরিচারিকা
ভাইকৌণ্টেশ, ফর্বস, লেডী ক্যারোলাইন বারিংটন, হারিয়েট্ ক্লাইব, সার্লটী কপ্‌লি, গার্ডিনার, এবং অনারেবল মিষ্ট্রেশ ব্রাণ্ড, এবং জি, ক্যাম্বেল।	শয্যাগৃহপরিচারিকা

মিশ ডেভিশ ... শয্যাগৃহাধিষ্ঠাত্রী পরিচারিকা।

রাজপুত্র আলবার্ট এবং তাঁহার অগ্রজ ইংলণ্ড দর্শনে যাইবার পরে কুমার আলবার্টের সহিত মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শুভপরিণয় কথা সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। যদিও বিবাহ সম্বন্ধের কোন কথা অবধারিত হইয়াছিল না তথাপি রাজপুত্রেরা ব্রসেল্‌সনগরে অবস্থিতি করিবার কালে এ কথার প্রবল প্রচার হইয়াছিল। এই সময়ে কুমার আলবার্ট ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর উল্লেখে যে কয়েকখানি পত্রিকা লিখিয়াছিলেন সেগুলি বড় সারগর্ভ। প্রথম পত্রিকাখানি রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে "বন" হইতে লিখিত হইয়াছিল। সেই ঘটনার কয়েক দিবস পরে আমাদিগের ভারতেশ্বরী অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেই পত্রিকামধ্যে রাজপুত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাদিগের "কলোন" নগর সন্দর্শনের উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছিলেন ;—

"কয়েক দিন গত হইল পিতৃস্বসা কেণ্টের নিকট হইতে একখানি পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার মধ্যে আমাদিগের ভগ্নীর একখানি ছিল। তিনি আপনাকে তাহার মর্ম্ম অবগত করিবার জন্য বলিয়াছেন এজন্য তাহার অনুবাদ করিয়া আপনার নিকট পাঠাই-

তেছি। গত পরশ্ব তাঁহার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি সেখানি আরও অধিকতর অনুকূল। আমি তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে যে মঙ্গলকামনা করিয়াছিলাম সেজন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আপনি সহজেই অনুভব করিতে পারেন যে সেই দুইখানি পত্রে আমাকে যার পর নাই সন্তোষ প্রদান করিয়াছে।”

রাজপুত্র এবং তাঁহার অগ্রজ ইতিপূর্ব্বে যে আর্থলনগর দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন ৪ঠা জুলাই তারিখে সেই নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্ণন করিয়া এবং “বন” নগরের সমীপবর্ত্তী রাইন নদতীরস্থ কোন সন্তরণ বিদ্যালয় পরিদর্শনের উল্লেখ করিবার পর তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন ;—“ইংলণ্ডের রাজার মৃত্যুতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে খুল্লতাত লিওপোল্ড আমাদিগকে লিখিয়াছেন নূতন রাজ্য অতিশয় কৃতকার্য্যতার সহিত আরব্ধ হইয়াছে। শুনা যাইতেছে ভগ্নী ভিক্টোরিয়া আশ্চর্য্য আত্মাধিকার প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি গুরুতর দায়ীত্ব জনক কার্য্যগ্রহণ করিয়াছেন বিশেষতঃ “টোরী” ও “হুইগ” সম্প্রদায় অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছে, এ জন্য সমস্ত আশা ভরসা তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে। নিরপরাধিনী পিতৃস্বসাকে সংবাদ পত্র

সকল ভয়ানক আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে ক্ষমতাপন্ন লোকও মিলিয়াছে।

রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কুমার আলবার্ট নবীনা রাজ্ঞী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুন্দর পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় তাঁহার প্রথম লিখিত। কতকটা বিদেশীয় ভাবে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই যাহা হউক না হইলে তাঁহার লেখা পড়া এবং কথাবার্ত্তার বিশুদ্ধতা ও পারদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য করিলে উহার রচনা প্রণালী তাঁহার নিজ ভাষার তুল্য বলিয়া বোধ হয়। কোন ব্যক্তি গভীরভাবে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে রাজপুত্রের মহৎ স্বভাব এই পত্রে সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যদিও তিনি একজন নবীনা ক্ষমতাশালিনী রাজ্ঞীকে সম্ভাষণ করিয়াছেন তথাপি তাহাতে একটী মাত্র চাটুবাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

"বন, ২৬শে জুন ১৮৩৭।

আমার প্রিয়ভগ্নি,

আপনার জীবনে যে মহান্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে আমার সরলতাপূর্ণ সুখানুভূতি উপহার দিবার জন্য কয়েক পংক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এক্ষণে আপনি ইউরোপের অতি বড় ক্ষমতাশালী দেশের অধীশ্বরী, কোটী কোটী লোকের সুখ আপনার হস্তে রহিয়াছে। প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনাকে সেই উচ্চ এবং কঠিনতম কার্য্য সম্পাদনে বলশালিনী করিবেন।

আমি আশা করি যে আপনার রাজ্য দীর্ঘকালব্যাপী, সুখ ও গৌরবময় হইবে, এবং প্রকৃতি পুঞ্জের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপনার যত্নের পুরস্কার পাইবেন।

আমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার "বন"স্থিত ভ্রাতৃদ্বয়কে আত্মীয়ভাবে দেখিবেন এবং এক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি আপনার যেরূপ দয়া আছে যেন তেমনই থাকে। নিশ্চয় জানিবেন যে আমাদিগের মন আপনার নিকটেই আছে।

আমি আপনার সময় অপব্যয় করিয়া অবিবেচকের কার্য্য করিব না। নিয়ত আমাকে আপনার রাজশ্রীর অতি বাধ্য এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য বলিয়া জানিবেন।

আলবার্ট।"

১৮৩৭ খৃস্টাব্দের ৩০শে জুলাই রাজকুমার আলবার্ট তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার খুল্লতাত রাজা লিওপোল্ড তাঁহাদিগকে জর্ম্মণীর দক্ষিণাংশ, সুইজরলণ্ড

এবং উত্তর ইটালীতে ভ্রমণ করিবার পরামর্শ দেন। কুমার এই প্রস্তাব উপযুক্ত বোধ করিয়া পিতার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন। বেলজিয়য়াধিপতি রাজপুত্রের সহিত মহারাজ্ঞীর বিবাহ প্রস্তাবের বহুল প্রচার হ্রাস করিবার জন্যই বোধ হয় এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদনুসারে রাজকুমারেরা ২৮শে আগষ্ট "বন" পরিত্যাগ করিয়া সুইজরলণ্ড হইয়া ইটালী যাত্রা করেন *

এই সময়ে রাজকুমার সুইজরলণ্ড ও ইটালীর অন্তঃপাতী মিলান এবং ভূলোক স্বর্গ ভিনিশরাজ্য সন্দর্শন করিয়া সেই সকল স্থানের এক একখানি সুন্দর দৃশ্যপট পুস্তকাকারে একত্রিত করিয়া রাজ্ঞীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কুমার যে যে দিবসে সেই সকল স্থান পরিদর্শন করেন দৃশ্যপটের নিম্নে তিনি স্বহস্তে তাহা লিখিত করিয়াছিলেন। মহারাণী সেই দৃশ্যপটগুলিকে বহু মূল্যবান জ্ঞানে অতিশয় যত্ন সহকারে নিকটে রাখেন ক্ষণকালের জন্য কাছ ছাড়া করেন না। রাজ্ঞী এবং রাজপুত্রের মধ্যে এসময়ে নূতন কিছুই ছিল না। কিন্তু এই উপহারে

---

* Vide page 148 and 149—Early years of Prince Consort.

প্রকাশ পাইয়াছিল যে রাজপুত্র ভ্রমণকালে সর্ব্বদাই তাঁহার ভগ্নীর বিষয় মনে করিতেন।

৯ই নবেম্বর দিবসে ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞীরূপে প্রথম লণ্ডননগরে দর্শন দিয়াছিলেন এবং লর্ড মেয়রের সহিত গিল্ডহল সমিতিতে একত্র আহার করেন। মহারাজ্ঞীর অভ্যর্থনার জন্য সেদিন মহা আড়ম্বর হইয়াছিল। কেণ্ট, গ্লশেষ্টর এবং কেম্ব্রিজের ডচেশ মহোদয়াগণ তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়াছিলেন। কেম্‌ব্রিজের কুমার জর্জ্জও সঙ্গে ছিলেন। ডচেশ সদরলণ্ড এবং আরল আল্‌বেমারেল রাজশকটে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ দুইশত শকট-যোগে সার্দ্ধেক মাইল পথ ব্যাপিয়া রাজশকটের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন। দিবা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তাঁহারা বকিংহাম প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন, অভিনন্দনপত্র পাঠ এবং বক্তৃতাদির জন্য সেণ্টপলমন্দিরে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিয়া সার্দ্ধ তৃতীয় ঘটিকার সময় গিল্‌ডহলে উপস্থিত হইলেন। তথায় লেডী মেয়রেসা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তথায় একখানি অভিনন্দনপত্র পঠিত হইলে মহারাজ্ঞী অতি প্রসন্নভাবে তাহার উত্তর দেন। এতদুপলক্ষে তিনি লর্ড মেয়রকে ব্যারনেট এবং দুইজন।

সেরিফকে নাইট উপাধি প্রদান করিয়া রাত্রি সার্দ্ধ অষ্টঘটিকার সময় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন।

১২ই ডিসেম্বর মহারাজ্ঞী তাঁহার মাতার বার্ষিকবৃত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য পার্লমেণ্টে প্রস্তাব করিলে চ্যান্সেলার এক্শেচকার ৩০,০০০ পাউণ্ডের জন্য প্রস্তাব করেন এবং তাহাই মঞ্জুর হয়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের অধিকৃত কানেডা প্রদেশে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় কিন্তু সহজেই উহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং আরল ডরহাম উক্ত প্রদেশের গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হয়েন।

মহারাজ্ঞীর সিংহাসনাধিরোহণের পর রাজ্য মধ্যে তাঁহার অভিষেকোৎসবের আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইল। একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার এক রাজকুলাঙ্গনাকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বিরাজ করিতে দেখা যায়। তাঁহার পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আমাদিগের পরম প্রতিষ্ঠিতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী "এনি" যৎকালে সিংহাসনারোহণ করেন তখন তিনি বিবাহিতা এবং পুত্রবতী ছিলেন। মহারাণী এলিজেবেথ যদিও বহুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে কুমারী অবস্থায় এই অতুল ঐশ্বর্য্য সুখসম্ভোগিনী হইয়াছিলেন কিন্তু তিনিও আমাদিগের মহা-

রাজ্ঞীর ন্যায় অল্পবয়স্কা ছিলেন না। মহারাণী "এনির" ভগ্নী যদিও ইংলণ্ডের সিংহাসনলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বত্ব আপন স্বামীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্য আমাদিগের মহারাজ্ঞীর অভিষেক সকল অপেক্ষা নূতন রকমের, এবং সকল অপেক্ষা জাতীয় সহানুভূতির উত্তেজক হইয়াছিল। ১৮শে জুন এতদুপলক্ষে এতদূর জনতা হয়, সাধারণ প্রকৃত পুঞ্জ এই উৎসব দেখিবার জন্য এতদূর অগ্রহশীল হয় যে, যে পথ দিয়া এই সমারোহ গমন করিয়াছিল কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে সেই পথপার্শ্ববর্ত্তী সকল বাড়ীর গবাক্ষ, বারান্দা এবং দালান অতি উচ্চ মূল্যে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য উৎসবদর্শনপিপাসু ব্যক্তিগণ ভাড়া লইয়াছিল। সেণ্ট জেম্‌স ষ্ট্রীটের বাড়ীগুলি একদিনের জন্য ২০০ পাউণ্ড দরে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং একএক জন লোক বসিবার উপযুক্ত স্থানের ভাড়া দশ সিলিং হইতে পাঁচ গিনি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইহাতেই পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন অভিষেক উৎসবে কত আড়ম্বর, কত অনুষ্ঠান, কত আগ্রহ হইয়াছিল।

দিবা দশ ঘটিকার সময় বকিংহাম প্রাসাদ হইতে সমারোহ আরম্ভ হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে বাদ্যকরেরা রমণীয়

বাদ্যোদ্যম সহকারে অগ্রসর হইল। তাহার সহিত একদল সুসজ্জীভূত সেনা এবং বিদেশীয় মন্ত্রীদল, তৎপশ্চাৎ বিদেশীয় রাজদূতগণ, তৎপশ্চাৎ আর এক-দল সুসজ্জিত সেনা; তাহার পর পরম সৌভাগ্যবতী রাজমাতা ডচেশকেণ্ট আনন্দবিহ্বল চিত্তে শকট সমারূঢ়া হইয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে ডচেশ গ্লশেষ্টার, কেম্ব্রিজের ডিউক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তৎপশ্চাতে সসেক্সের ডিউক আপনাপন শকটারোহণে যাত্রা করিলেন। তৎপরে একদল অশ্বারোহী সেনা এবং মহারাণীর অষ্টচত্বারিংশ জন নাবিক সহ তাহাদিগের অধ্যক্ষ, দ্বাদশ খানি শকটের পুরোবর্ত্তী হইয়া বাহির হইলেন। এই শকট গুলিতে রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলাগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তৎপশ্চাতে আর একদল পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা, তাহার পরে সামরিক কর্ম্মচারী, এডিক্যাম্প, এবং অন্যান্য মহাপুরুষেরা অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন। তাহার পর রাজশিকারী, সম্ভ্রান্ত কৃষিজীবী, এবং বনস্বামীগণ সমারোহের অঙ্গীভূত হইয়া চলিলেন।

এই সকলের পশ্চাতে মহারাজ্ঞী রাজকীয় শকটে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। আটটী

সুসজ্জীকৃত পিঙ্গলাভ শ্বেতবর্ণের তুরঙ্গম সেই শকট খানিকে লইয়া চলিল। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ডিউক বক্লিউ কয়েক জন অনুচরের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ আর একদল সেনা পদভারে মেদিনী কম্পিত করিয়া ছুটিল। তাঁহারা "কনষ্টিটিউসন হল" "পিকা-ডিল্লী" হইয়া সেণ্টজেম্‌শষ্ট্রীট পর্য্যন্ত গিয়া "পাল্‌মাল" "ফক্‌সপারষ্ট্রীট" "চারিং ক্রস," "হোয়াইট হল," এবং "পার্লেমেণ্ট ষ্ট্রীটের" ভিতর দিয়া "ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবির" পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

সভাগৃহ অতি সুন্দররূপে রচিত হইয়াছিল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলাদিগের বসিবার সুন্দর ব্যাবস্থা করা হইয়াছিল। এই উৎসবে মহারাজ্ঞীর অনেক বিদেশীয় আত্মীয় কুটুম্বও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সাক্সি কোবর্গের ডিউক, লিনিঞ্জে-নের রাজপুত্র, এবং হেসির কুমার আর্ণেষ্ট সকলেই রাজপরিবার দিগের আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মহারাণীর পিতৃব্যপত্নী ডচেশ কেম্ব্রিজ, পিতৃব্য ডিউক কেম্ব্রিজ, অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব, মহারাণীর খাস মন্ত্রী এবং কর্ম্মচারীগণ, তাঁহার গৃহস্থালীর পরি-চারিকা এবং সহচরী লর্ড ললনাগণ মহাসভা পার্লেমেণ্টের

সদস্যেরা, ও রাজ্যের অপারাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদ ও মর্য্যাদামত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের রূপপ্রভায় এবং বসন ভূষণের চাকচিক্যে নয়ন ঝলসিয়া দিল! সভাগৃহ এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বর্ণ-সূত্র-রচিত বিবিধ কুসুম শোভিত প্রগাঢ় লোহিত বর্ণের মখমলের পরিচ্ছদ পরিহিতা, গলদেশে "অর্ডর অফদি গার্টারের" গলাবন্ধ, মস্তকে স্বর্ণ কিরীট, যেন স্বর্গীয় দেবকন্যার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে ডরহাম, এবং বাথের ধর্ম্ম যাজকগণ, চতুর্দ্দিকে ইংলণ্ডরাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় স্ত্রী পুরুষগণ,—আহা কি চিত্তোন্মাদিনী অদ্ভুত সভা। পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক যথারীতি অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রাজ্ঞীর মস্তকে অভিনব রাজ মুকুট সংস্থাপিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মাধিকরণের সম্মানিত লর্ড মহোদয়েরা রাজ্ঞীর চতুর্দ্দিকে জানুপাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বিহিত বিধানে রাজপূজা অর্পণ করিয়া তাঁহার করতল চুম্বন করিলেন। রাজ পরিবারস্থ কুমারেরা সিংহাসন সোপানে আরোহণ করিয়া আপনাদিগের মস্তকের কিরীট উন্মোচন

করিলেন, এবং জানুপাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক পদ্ধতিমত পূজা করিলেন, তাহার পর মহারাজ্ঞীর শিরস্থিত মুকুট স্পর্শ করিয়া তাঁহার বামগণ্ড চুম্বন করিলেন।

নরফোকের ডিউক অন্যান্য ষোল জন ডিউকের সহিত কেবল মাত্র মহারাজ্ঞীর বদনের পরিবর্ত্তে করচুম্বন করিয়া তদ্রূপে রাজপূজা সমাপন করিলেন। মার্কুইশ হষ্টলি এবং অন্যান্য একুশ জন মার্কুইস, আরল স্রুশবরী ও অপর তিরানব্বই জন আরল, ভাইকৌণ্ট হিয়ার ফোর্ড এবং অন্য ঊনিশ জন ভাইকৌণ্ট এবং নব্বই জন ব্যারনের সহিত লর্ড অড্‌লি তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলেন। লর্ড রোল সিংহাসনসোপানে উঠিতে গিয়া বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পড়িয়া যাইলে সরল এবং করুণ হৃদয়া মহারাণী সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধ লর্ড মহাশয়কে আঘাত লাগিতে না পায় এই আশায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। নেপোলিয়নদর্পহারী ডিউক ওয়েলিংটন তৎকৃত পূজার সময় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহার পূজা শেষ হইল তখন কমন্স সভার সভ্যেরা “ঈশ্বর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে রক্ষা করুন!” এই উচ্চ শব্দ করিয়া নয়বার আনন্দধ্বনি করিলেন। সেই আনন্দ কোলাহল সভাগৃহের চতুর্দ্দিকে

প্রতিধ্বনিত হইল। মনের আনন্দোৎসাহে সভাস্থ সকলের মন পুলকপূর্ণিত, শরীর লোমাঞ্চিত। সভায় সর্ব্বসমেত ২৪৫ জন মার্য্যাদাপন্ন পুরুষ এবং ২৫৮ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেককাল অপেক্ষা এই সংখ্যা অনেক অধিক।

রাজা চতুর্থ জর্জের জন্য যে রাজমুকুট প্রস্তুত হইয়াছিল সেটী ওজনে সাত পাউণ্ড প্রায় সার্দ্ধ তিন শের। অল্পবয়স্কা কোমলকায়া মহারাজ্ঞীর পক্ষে উহা অনুপযুক্ত বিবেচনায় একটী নূতন মুকুট মেসার্স রণ্ডেল এবং ব্রিজ কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। সেটী ওজনে পূর্ব্বোক্ত মুকুটের অর্দ্ধেক। সেই মুকুটটী রজতনির্ম্মিত এবং নানাজাতীয় বহুমূল্য মণি মাণিক্যে খচিত। সেই সকল রত্ন অতি সুন্দর মূল্যবান নীলবর্ণের একটী মখমলের টুপির উপর গোলাকারে বিন্যস্ত; ঐ গোলাত্বের উপরিভাগে রত্নরচিত একটী মাল্টা দ্বীপ নির্ম্মিত "ক্রশের" আকার। তাহার মধ্যস্থলে একখানি জ্যোতিস্মান নীলকান্ত মণি, এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নকুঞ্জ মুকুটের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্তবৎ রত্নরচিত ক্রশের আকারে দেদীপ্যমান; রাজা "ব্ল্যাক প্রিন্স" যে লোহিত প্রস্তরখানি মুকুটের সম্মুখ ভাগে পরিধান করিতেন সেখানি মধ্যস্থলে এবং তন্নিম্নে একখানি

বৃহৎ নীলকান্তমণি, এতদ্ভিন্ন যত্রতত্র নীললোহিত হরিতাদি নানাবর্ণের প্রস্তর এবং মুক্তা কলাপ বিস্তৃত। এই সময়ে আমাদিগের ভারতীয় মহামূল্য অধুনা কোহিনুর নামে খ্যাত স্যমন্তকমণি ইংলণ্ডের রাজভাণ্ডারজাত হয় নাই। হইলে এখানি অগ্রে উল্লেখযোগ্য ছিল।

সমারোহান্তে মহারাজ্ঞী অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া আহারাদি করাইলেন। ডিউক ওয়েলিংটন "আপশ্লি গৃহে" নৃত্যামোদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে দুই সহস্র ব্যক্তি প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। মহারাণীর খাস মন্ত্রীগণও সাড়ম্বরে সকলকে আহারাদি করাইয়াছিলেন। রাত্রিকালে আলোকমালা, আতসবাজি, হাইড পার্কে একটী মেলাও হইয়াছিল, এবং মহারাজ্ঞীর যে সকল প্রজা রাজধানীর বা তাহার বাহির হইতে রাজভক্তিপ্রদীপ্ত হইয়া উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে নাট্যশালায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। যদিও নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক সমাগত হইয়াছিল তথাপি কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই। একটী বেলুন যন্ত্র উঠিতে উঠিতে পড়িয়া গিয়া কেবল মাত্র একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া ছিল। এই মহাসমারোহ সম্পন্ন অভিষেকোৎসব নির্ব্বাহের জন্য রাজকোষ হইতে সপ্ততি সহস্র পাউণ্ড প্রদত্ত হইয়া ছিল।

অভিষেককালে যত বৈদেশিক মহাপুরুষ আসিয়া ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ডালমেটিয়ার ডিউক মার্সেল সৌল্ট সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি উপদ্বীপ (Peninsulas) সমরে সরজন মূর এবং ডিউক ওয়েলিংটনের পূর্ণ শত্রু, চুজেনের প্রাচীন সেনা দলের অধ্যক্ষ এবং ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে নেপো-লিয়নের সুদৃঢ় বাহু স্বরূপ ছিলেন। সৌল্ট মহোদয় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এবং তদ্দেশস্থ প্রকৃতি পুঞ্জের প্রতিনিধি হইয়া অভিষেকোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই দিন লণ্ডন নগরের রাজপথে সকল শ্রেণীর সহস্র সহস্র লোকের দ্বারা যেরূপ সাগ্রহে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি উৎসব সমারোহে "কণ্ডে" বংশীয় কোন রাজপুত্রের ব্যবহৃত একখানি শকটে আরো-হণ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, এক জন চাক্ষুস প্রত্যক্ষ কারী বলেন যে যদিও অষ্ট্রিয়ার রাজদূত কুমার "এস্টার হেজীর" পরিচ্ছদ পাদুকাতল পর্য্যন্ত হীরক মণ্ডিত, তথাপি মার্শেল সৌল্ট অপেক্ষা তিনি জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয়েন নাই। কুমার এষ্টার হেজীর নাম করিলে সে কালে কেবল হীরক বুঝাইত। তাঁহার হীরক তৎকালিক সাহিত্য রচনা মধ্যে দীপ্তি লাভ করিত। মার্শেল সৌল্টকে যেরূপ সমাদরের সহিত

অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল; তাহাতে যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি ফ্রান্সের কোন সমিতিতে বলিয়াছিলেন যে "আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইংরেজদিগের পরিচয় পাইয়াছি, সন্ধির সময় তাঁহাদিগকে দেখিয়াছি এবং বলিতে পারি যে আমি ইংরেজসৌহার্দ্দের পক্ষপাতী।" সম্ভবতঃ মহারাজ্ঞীর অভিষেকোৎসব দিবসে লণ্ডনের জনতাবিনির্গত আনন্দ-ধ্বনি ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে এবং ওয়াটার্লুর দুঃখময়ী স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার অভ্যর্থনা ও ইংলণ্ড ভ্রমণে সন্তোষোৎপাদনের বিলক্ষণ আয়োজন হইয়াছিল। ৬ই জুলাই এতদুপলক্ষে হাইড পার্কে সৈনিকদিগের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা দেখিবার জন্য ১,৫০,০০০ সহস্র লোক সমবেত হয়। আমাদিগের মহারাজ্ঞী এই প্রদর্শনীতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

১৩ই জুলাই মহানগরের মিউনিসিপাল সভা কর্ত্তৃক বিদেশীয় রাজদূত এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অভিষেকোৎসব উপলক্ষে "গিল্ডহলে" আহারাদি দ্বারা পরিতোষ করা হইয়া ছিল। প্রায় ছয় শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অভিষেক উপলক্ষে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অনেককেই অনেক উপাধি বিতরণ করা হইয়াছিল। ঊণত্রিশ জন নূতন ব্যারোনেট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে জর্জ আরল লিটন বুলুয়ার সাহিত্য এবং জন ফ্রেডরিক উইলিয়ম হার্শেল দর্শনোন্নতির জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। অজস্ররূপে নাইট উপাধি বিতরণ করা হইয়াছিল এবং মহারাজ্ঞীর সৈনিক ও রণতরি সমূহের কর্ম্মচারী ও ভারতীয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যগণের মধ্যে অনেকেরই পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজ্ঞীর অভিষেক যেমন আনন্দ ও উল্লাসের কার্য্য তদ্রূপ সকল শ্রেণীর প্রজা এবং কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশে তাঁহাদিগেরও যৎপরোনাস্তি আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার ত্রুটী করা হয় নাই। ফলতঃ এই উৎসবে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, সকলেই সমান সুখী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।*

মহারাণীর রাজ্যলাভের কিয়দ্দিবস পরে মিষ্টার মণ্টেফিয়োর লণ্ডনের সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহুদি জাতির মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদের জন্য মনোনীত

---

*Vide page 349 of the Courts and Cabinets of William IV and Victoria.

হয়েন এবং মহারাজ্ঞী যে দিন নগরদর্শনে বহির্গত হয়েন সেই দিন স্বয়ং যে দুই জন সেরিফকে নাইট উপাধি দিবার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্যে ইনি এক জন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলজিয়মাধিপতি মহারাজা লিও-পোল্ড সস্ত্রীক ইংলণ্ডে আগমন করেন। তাঁহারা রাম্‌শগেট নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবরোহণ করিয়াছিলেন। লর্ড টরিংটন, ডিউক ওয়েলিংটন এবং বেলজিয়মের মন্ত্রী "ভান ডিওয়ের" তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। অনন্তর তাঁহারা উইণ্ডসর ক্যাশেলে নীত হইয়া মহারাজ্ঞীর সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর উইণ্ডসরের উদ্যানে একটী সৈনিক প্রদর্শনী হইয়াছিল। তাহাতে মহারাজ্ঞী অর্ডর অফদি গার্টারের বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হয়েন। রাজা লিওপোল্ড ফিল্ড মার্শেলের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার দক্ষিণে, সৈন্যদিগের নায়করূপে লর্ড হিল তাঁহার বাম পার্শ্বে এবং ডিউক ওয়েলিংটন ও লর্ড পামরষ্টন পশ্চা-দ্ভাগে দণ্ডায়মান হয়েন। দুই পক্ষ কাল ইংলণ্ডে অতি-বাহিত করিয়া রাজা লিওপোল্ড সহধর্ম্মিণী সহ ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে অষ্টেণ্ড যাত্রা করিলেন।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌শের কন্যা রাণী মেরি অপত্যবিহীন অবস্থায় পরলোকগামিনী হইলে তাঁহার ভগ্নী রাণী "এনির" একমাত্র পুত্রও ১৭০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুসরণ করেন। পার্লেমেণ্ট সভা কর্ত্তৃক আকৃট অফ সেটেলমেণ্ট দ্বারা অবধারিত হয় যে রাণী মেরীর স্বামী তৃতীয় উইলিয়ম এবং রাজ্ঞী "এনির" পরলোক প্রাপ্তির পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব শূন্য হইলে ইংলণ্ডের রাজমুকুট রাজা প্রথম জেম্‌শের দৌহিত্রী হানোবরের তদানীন্তন ইলেক্টরপত্নী সোফিয়া গুয়েল্‌ফকে অর্পিত হইবে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী "এনি" পরলোক প্রস্থান করিলে সোফিয়া গুয়েল্‌ফের পুত্র জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। ইনিই ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রথম জর্জ নামে পরিচিত। এইরূপে হানোবর ও ইংলণ্ড এক ব্যক্তির হস্তে থাকিয়া এ পর্য্যন্ত শাসিত হইতেছিল, এবং রাজা প্রথম জর্জ হানোবর রাজবংশ সম্ভূত বলিয়া তদ্‌বংশীয় রাজগণ ইংলণ্ডের ইতিহাসে (হাউস অফ হানোবর) হানোবর বংশীয় রাজা বলিয়া পরিচিত। আমাদিগের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময় হইতে হানোবর রাজ্য ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার পিতৃব্য ডিউক কম্বরলণ্ডকে আশ্রয় করে, কিন্তু তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যেহেতু

তাঁহার রীতিনীতি অতিশয় কদর্য্য, নিজে সাহঙ্কারী এবং বিকৃতভাবাপন্ন ছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে তিনি "প্রসিদ্ধ অরেঞ্জ প্লটের" এক জন নেতা এবং আমাদিগের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন জোশেফ হিউক কর্ত্তৃক উহা প্রকাশ হইল তখন ষড়যন্ত্রকারীরা অসঙ্গতরূপে নির্দ্দেশ করেন পাছে ডিউক ওয়েলিংটন রাজমুকুট আক্রমণ করেন সেই আশ-ঙ্কায় তাঁহারা তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছিলেন। ডিউক মহোদয়ের ইংলণ্ড পরিত্যাগে ইংলণ্ডবাসী প্রায় সকলেই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে দেশে গিয়া রাজা হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে সে দেশের প্রজাকে বা আপনাকে সুখী করিতে পারেন নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় হেনরী ছাপান্ন বৎসর ইংলণ্ডে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট সভার সৃষ্টি। এই সভা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। রাজা এবং সভার অপর দুইটী বিভাগ ছিল, এক বিভাগে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও প্রধান পুরোহিতগণ থাকিতেন সেই বিভাগের নাম চেম্বর অফ পিয়ার্শ এবং অপর বিভাগে

প্রজা প্রতিনিধিগণ। প্রত্যেক নগর এবং কাউন্‌টী হইতে প্রজাগণ আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ দুই জন করিয়া সভ্য মনোনীত করিতেন, তাঁহারাই প্রজাপ্রতিনিধিরূপে অপর বিভাগে থাকিতেন সেই বিভাগের নাম চেম্বর অফ কমন্স। এক্ষণে পার্লেমেণ্টের উক্ত দুই বিভাগের নাম হইয়াছে "হাউস অফ লর্ডশ" ও "হাউস অফ কমন্স।" রাজা এই সভার সম্মতি ব্যতীত নূতন আইন প্রস্তুত বা নূতন কর সংস্থাপন কিছুই করিতে পারেন না। পূর্ব্বে তিনি স্বেচ্ছা ক্রমে যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি স্থাপনাদি কার্য্য স্বয়ং করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে সে ক্ষমতাও রহিল না। কমন্স সভায় ৬৫০ জন প্রতিনিধি থাকেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত ইংলণ্ড রাজ্য সেই পার্লেমেণ্ট সভা দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।*

অতি প্রাচীন কাল হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্র রোমের পোপ উপাধিধারী খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রভুতা অপ্রতিহত ছিল। আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ গণের ন্যায় ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহাদিগের একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা লেখাপড়া জানিতেন, ধর্ম্ম পুস্তক অন্যকে দেখিতে দিতেন না। সাধারণ প্রকৃতিবর্গ লেখা পড়া জানিত না,—

*Macaulay's History of England.

এজন্য ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পোপের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। এই সূত্রে পোপের প্রভুতা বিষয়বিশেষে রাজা অপেক্ষা অধিক ছিল। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের আবিস্কার হওয়ায় সাধারণ্যে বিদ্যালোক স্বাধীন ভাবে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে বাইবেলের প্রকৃত মর্ম্ম সকলের মনে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করিল, সকলেই দেখিল পোপের উপদেশ সমস্ত বাইবেল মূলক নহে, কতকগুলি তাঁহার সম্প্রদায়ের স্বার্থসাধক, স্বকপোল কল্পিত উপকথা মাত্র। তখন মহাদেশ মধ্যে কেবল মাত্র বাইবেলেরই সমাদর, বাইবেলের উপদেশেরই পূজা হইতে লাগিল, পোপের প্রভুতা টুটিল। ইউরোপে পোপের বিরুদ্ধে নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল, তাঁহারা পোপের অন্যায় উপদেশ-রূপ আবর্জ্জনা রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। পোপ এবং পুরোহিতগণ এই সকল ধর্ম্মসংস্কারকদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডেও এইরূপ চলিতে থাকে; রাজা অষ্টম হেন্‌রীর সহিত পোপের বিরোধ হয়। রাজা অষ্টম হেনরী তাঁহার মহিষীর সহিত বৈবাহিক সূত্র ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইলে পোপ তাহার বিরোধী হয়েন।

এজন্য তিনি পোপের প্রভুতাপাশ ছেদ করিয়া স্বয়ং ইংলণ্ডের ধর্ম্মাধিকরণের প্রাধান্য গ্রহণ করেন। সেই অবধি চর্চ্চ অফ ইংলণ্ড প্রবর্ত্তিত হয়। চর্চ্চ অফ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ই অবশেষে প্রটেষ্টাণ্ট বলিয়া খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা তৃতীয় উইলিয়মের সময় "বিল অফ রাইট" নামে এক খানি আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে রাজা পার্লেমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে এবং প্রটেষ্টাণ্ট ভিন্ন রোমান কাথলিক সম্প্রদায় কস্মিন কালে ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকারী হইতে পারিবেন না। এই অপরাধেই রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।*

দলাদলি সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল রাজ্যে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের রাজ্যশাসনেও দলাদলি আছে। যাঁহারা রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়্‌যন্ত্রকারী প্রটেষ্টাণ্ট তাঁহারা "হুইগ" অধুনা লিবারল বা উদারনৈতিক এবং যাঁহারা তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী রোমানকাথলিক তাহারা "টোরী" অধুনা কন্‌সরভেটিভ বা রক্ষণশীল সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত। এখনও

---

* History of England.

ইংলণ্ডে টোরী হুইগে খুব আকৃছা আকৃছি, রেশারেশী চলিতেছে।

মহারাণীর রাজ্যাভিষেকের পর নানাদিকে নানাকথা উত্থিত হইতে লাগিল। অনেকেই বলিতে লাগিল টোরী সম্প্রদায় হানোবর রাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী হইবে। তাহারা মহারাণীর মন্ত্রীবর্গের রাজকার্য্য পরিচালনে অকর্ম্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহারাণী স্বয়ং প্যাপিষ্ট * হইবেন; প্যাপিষ্টকে বিবাহ করিবেন। আয়র্লণ্ডের সংবাদ পত্র সকল এমন কথা বলিতে লাগিলেন যে টোরীরা ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাণীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ডিউক কম্বরলণ্ডকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবে। ওকনেল নামা জনেক আয়র্লণ্ডীয় মহাপুরুষ প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "যদি আবশ্যক হয় তবে ৫ লক্ষ সাহসিক আইরিশ সেনা ইংলণ্ডের সর্ব্বজন প্রিয়া বর্ত্তমান অধীশ্বরীর মান, সম্ভ্রম এবং জীবন রক্ষার জন্য পাওয়া যাইতে পারিবে।"

লাঙ্কসায়ারের রক্ষণশীল দলের কোন নিমন্ত্রণ সভায় একজন বক্তা আমাদিগের মহারাজ্ঞী এবং তাঁহার মন্ত্রীগণকে এরূপ ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন যে কম্যাণ্ডারইন

* ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নামের অপভ্রংশ।

চিফ নিমন্ত্রিত সৈনিক পুরুষদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন যে, যে স্থানে সেরূপ ভাষা, সেরূপ ভাব ব্যক্ত হয় সে স্থলে তাঁহাদিগের উপস্থিত থাকা অতিশয় দায়িত্বজনক।

পাঠকবর্গ দেখিবেন আমাদিগের মহারাণী এই সকল প্রবল শত্রুকে বশীভূত করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই সকল আপদ বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া আপনাকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অনড় অটল রাখিতে হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে অতি-বড় বিস্তীর্ণ ভূভাগের আধিপত্য লাভে, এরূপ শত্রুসঙ্কুল অবস্থায় চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করা অল্প অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। তাঁহার অগাধ অপরিমেয় বুদ্ধি, অল্প বয়সে অসীম বিচক্ষণতা, তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তি, দুরবগম্য গাম্ভীর্য্য, আশ্চর্য্য চিন্তাকুশলতা, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে তিনি পরিণামে দুর্দম শিক্ষিত শত্রুদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা এবং তৎকালোচিত বিচার বুদ্ধি পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং সংসারে তাঁহার ন্যায় অসামান্যা রমণীর দ্বিতীয় কেহ ছিলেন বা থাকিতে পারেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তাঁহার সেই সকল শত্রুরা

তখন ছিলেন, তাহার পরেও ছিলেন, এবং কেহ কেহ এখনও থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে যাদুমন্ত্র বশীভূত বিস্তৃতফণ বিষধর হইয়া মহীলতার ন্যায় অবস্থিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এইবার আমরা মহারাণীর শুভবিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার বিবাহ কথা বাল্যাবধিই ত একরূপ চলিতেছিল। কোবর্গের যুবরাজ আলবার্টের সহিত যে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহা তাঁহার মাতামহী এবং মাতুল রাজা লিওপোল্ড অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এই বিবাহপ্রস্তাবে পরলোকগত রাজা চতুর্থ উইলিয়মের বিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি সাধ্যানুসারে এই শুভবিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় ছিলেন।* নবীনা রাজকুমারীর অন্যূন আর পাঁচটী সম্ব-

---

* মহারাণী কর্তৃক টীকা—রাজ্ঞী আডেলাইড পরবর্ত্তী বর্ষে মহারাজ্ঞীকে বলিতেন যে যদি তিনি মহারাজাকে বলিতেন যে তাঁহার মাতুলপুত্রকে বিবাহ করিবার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল এবং তাঁহার সুখ সচ্ছন্দ্য তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে। তাহা হইলে তিনি তাহাতে কোন বাধা দিতেন না। যেহেতু তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যাকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন।

ন্ধের প্রস্তাব হইতেছিল। যদিও রাজা সেই সকল বিবাহের কথা কখন রাজকুমারীর নিকট উত্থাপন করেন নাই কিন্তু তিনি হলাণ্ড রাজের সহোদর নিদারলণ্ডের কুমার আলেকজন্দরের সহিত তাঁহার পরিণয়সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার আগ্রহ প্রযুক্ত তিনি সপুত্র কোবর্গ ডিউকের ইংলণ্ড গমনে বাধা দিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কেসিংটন প্রাসাদে আমাদিগের ভারতেশ্বরীর সহিত রাজকুমারের যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তদবধি তিনি তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী ও তাঁহার অনুরাগিনী হইয়াছিলেন, নিম্নোক্তপত্র খানিতে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি এই বৎসর ৭ই জুন দিবসে রাজা লিওপোল্ডকে লিখিয়াছিলেন—"আমার প্রিয় মাতুল, আপনার নিকট এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে যিনি আমার প্রিয়তমস্থানীয় হইবেন আপনি তাঁহার স্বাস্থ্যে যত্নবান থাকিবেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমি আশা এবং বিশ্বাস করি যে, এক্ষণে আমার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কুশলে সাধিত হইবে।"

রাজ্যেশ্বরী হইয়া মহারাজ্ঞী কিয়দ্দিবসের জন্য তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ইহাতে রাজকুমার তাঁহার পিতৃব্যকে লিখিয়াছিলেন যে "যদি আমাকে নিশ্চিন্ত আশা দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি এই বিলম্বে সম্মতি দান করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার পরে যদি রাজ্ঞী প্রস্তাবিত বিবাহ ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, এবং উহাতে আমার ভবিষ্য জীবনের আশা ভরসা অনেকটা নষ্ট হইবে।"

মহারাজ্ঞী বলিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ কোন ইচ্ছাকে মনোমধ্যে স্থান দান করেন নাই; তাহার পরে কুমারকে বারম্বার বলিয়াছিলেন যে তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না এবং রাজ্যভার গ্রহণের পর পূর্ব্বের মত তাঁহাকে পত্রাদি না লেখার জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "যে পর্য্যন্ত না তিনি বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন সে পর্য্যন্ত কুমারকে তাঁহার ভবিষ্য জীবনের সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট করিয়া তিন চারি বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে বলিবার বিষয়ে এক্ষণে কিছু বিবেচনা করিতে পারেন না।" রাজকুমার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে বলিবার জন্য আসিয়াছেন যে যদি তিনি এ পর্য্যন্ত মন-স্থির করিতে না পারিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বুঝি-

বেন যে প্রথম যখন বিবাহের কথা উত্থাপিত হয় তখন যেমন বিলম্ব করিয়াছিলেন এখন সেরূপে তিনি মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন না।”

মহারাজ্ঞীর এইমাত্র বলিবার ছিল যে কেন্সিংটনের নির্জ্জনবাস হইতে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক বারে ইংলণ্ডের অধীশ্বরী রাজ্ঞী হইয়া বিপুল রাজ্য ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করা প্রযুক্ত তাঁহার বিবাহচিন্তা অন্তঃকরণ হইতে নিষ্কাশিত করিতে হইয়াছিল। সে জন্য তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ করিতেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কুমার আলবার্ট বয়োপ্রাপ্ত হইলে তদুপলক্ষে কোবর্গ নগরে মহাসমারোহে একটী উৎসব হয়। এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ ভাবী আশা এবং অদৃষ্টের পরীক্ষা করা আবশ্যক বোধ হইল। এ জন্য অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখে তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

“লেকেন ৮ই অক্টোবর ১৮৩৯।

আমার প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়া,

তোমার ভ্রাতৃদ্বয় আপনারাই এই কয়েক পংক্তির বাহক হইবেন। আমি তাঁহাদিগকে তোমার যত্নের জন্য

অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা তোমার অনুগ্রহের উপযুক্ত সৎ ও সরল; এবং সাহঙ্কত নহেন, প্রত্যুত প্রকৃত রূপে জ্ঞানী এবং বিশ্বাসী। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছি যে তোমার মহতী ইচ্ছায় তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

আমি নিশ্চয় জানি যে যদি তাঁহাদিগকে তোমার কিছু অনুরোধ করিবার থাকে তাহা হইলে তাঁহারা তোমার নিকট অবগত হইলে যার পর নাই সুখী বোধ করিবেন।

আমার প্রিয় ভিক্টোরিয়া,
তোমার অনুগত মাতুল
আর, লিওপোল্ড।"

কুমারেরা ৮ই অক্টোবর ব্রসেল নগর পরিত্যাগ করিয়া ১০ই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় উইণ্ডসর প্রাসাদে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা মহারাজ্ঞী দ্বারা অতিশয় স্নেহ এবং সমাদরে গৃহীত হইলেন। তিনি প্রাসাদসোপানে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আপন মাতার নিকট লইয়া যান। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন তাহার পর তাঁহাদিগের শারীরিক সৌন্দর্য্যের

বিলক্ষণ শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই আকার এবং ব্যবহারগত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কুমার আলবার্ট সুদীর্ঘ এবং বিখ্যাত সুন্দরকান্তি বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে নম্রতার বিকাশ, হাস্যে মধুরতা পরিষ্কার সুনীল নয়নযুগলে, ও সুপ্রশস্ত ললাটপট্টে গভীর চিন্তাশীলতা এবং মহতী বুদ্ধির চিহ্ন দেদীপ্যমাম ছিল। এই সকল সদ্‌গুণ রাশির সমন্বয়ে যে তাঁহার বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষিণী শক্তি জন্মিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। লর্ড মেলবরণ, লর্ড ক্লারিকার্ড, লর্ড এবং লেডী গ্রাণভিল, ব্যারণ ব্রাণো, লর্ড নরমাণ্ডির সহিত তৎকালে উইণ্ডসর প্রাসাদে উপস্থিত থাকিয়া বলিয়াছিলেন যে "তিনি মহারাণীর সহিত কুমার আলবার্টের সাদৃশ্যে মোহিত হইয়াছেন।"

উইণ্ডসরে থাকিবার কালে নিম্নলিখিত রূপে কুমারদিগের সময়াতিবাহিত হইত।

মহারাজ্ঞীর প্রাতর্ভোজনের পর তাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ডচেশ কেণ্ট এবং মহারাজ্ঞীর সহিত ভোজন করিতেন। বৈকালে মহারাজ্ঞী ও তাঁহার মাতা লর্ড, মেলবরণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণের সহিত অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন। প্রতিদিন সায়াহ্নে সমারোহে প্রীতি ভোজন হইত,

এবং সপ্তাহে তিন বার সান্ধ্য ভোজনান্তে নৃত্যামোদ হইত।

১৪ই অক্টোবরে মহারাজ্ঞী আপন মন্ত্রী লর্ডমেল বরণকে বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রস্তাবিত বিবাহে মনস্থির করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া লর্ড মহোদয় যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইদিন প্রাতঃকালে রাজকুমার তাঁহার অগ্রজের সহিত মৃগয়া করিতে গিয়া ছিলেন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে মহারাজ্ঞী কুমার আলবার্টকে আহ্বান করিয়া আপন অভিপ্রায় অবগত করেন। রাজ্ঞীর অভিমতি অবগত হইয়া কুমার ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখিয়া ছিলেন "আমার জীবনের একটী সুখের দিনে সাদরে গৃহীত হইবার উপযুক্ত এক সুখকর সংবাদ প্রদান করিতেছি. ভিক্টোরিয়া আমার প্রতি এতাধিক সদয়া এবং সুপ্রসন্না যে আমি বিবেচনা করিতে পারি না যে আমাকে এতাধিক স্নেহ প্রদর্শিত হইবে। আমি জানি যে আপনি আমার মঙ্গলে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই আপনাকে আমার মন খুলিয়া দিতেছি" এবং এই বলিয়া তিনি পত্রখানি শেষ করেন, যে আমি এ সময়ে এত দূর আনন্দ বিহ্বল যে আপনাকে অধিক লিখিতে পারিতেছি না।

বিবাহ প্রস্তাবে রাজকুমার সম্মত হওয়ায় মহারাজ্ঞীও যার পর নাই আনন্দিতা হইয়া বিশেষ আগ্রহ এবং সরলতার সহিত আপন জীবনী মধ্যে লিখিয়াছেন যে “তিনি যে মহৎ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন সম্ভবতঃ কেমন করিয়া তাহার অতি অল্প মাত্রও তাঁহাকে জানাইবার চেষ্টা করিব। আমি তাঁহাকে বলিয়া ছিলাম যে তাঁহার পক্ষে যার পর নাই ত্যাগস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না।……আমি তাহার পরে আর্ণেষ্টকে আনিবার জন্য বলিলাম। তিনি তাঁহাকে আনিলে তাঁহারা উভয়েই আমার সুখে সুখী হইলেন এবং অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। আর্ণেষ্ট আমাকে বলিলেন “তাঁহার ভ্রাতা কত সুখী!”

তাহার পরদিন মহারাজ্ঞী তাঁহার মাতুলকে নিম্নলিখিত পত্র খানিতে সমস্ত বিষয় জানাইয়া ছিলেন; ——

“উইণ্ডসর ক্যাশল ১৫ই—
অক্টোবর ১৮৩৯

আমার প্রিয়তম মাতুল,—আমি নিশ্চয় জানি এই পত্রিকা খানি আপনাকে সন্তোষ দান করিবে, যেহেতু

আমার সম্বন্ধে যে কোন বিষয়ের জন্য আপনি অতি আগ্রহের সহিত যত্ন লইয়া থাকেন। আমি সম্পূর্ণরূপে মন স্থির করিয়া অদ্য প্রাতঃকালে আলবার্টকে বলিয়াছি। তিনি সে কথা শুনিয়া আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন, এবং আমি বিবেচনা করি যে আমার সম্মুখে মহৎ সুখের আশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসি তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না এবং আমার সাধ্যানুসারে তাঁহার এই ত্যাগ স্বীকারকে (আমার বিবেচনায় ত্যাগস্বীকার) যত কম করিতে পারি করিব। গত কয়েক দিবস আমার পক্ষে স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। এবং আমি এরূপ বিহ্বল হইয়াছি যে বিবেচনা করিতে পারিতেছি না কেমন করিয়া লিখিব। ফলতঃ আমি বড় সুখী বিবেচনা করিতেছি। আপনাকে এবং মাতুল আর্ণেষ্টকে ভিন্ন পার্লেমেণ্টের অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত আমার এই স্থির অভিপ্রায় অন্য কাহাকেও না জানিতে দেওয়া অতিশয় আবশ্যক। তদন্যথায় আমা কর্ত্তৃক অসাবধানতা প্রদর্শিত হইবে।

লর্ড মেলবরণের সহিত আমি সমস্ত বিষয়ের পরামর্শ করিয়াছিলাম তিনি আমার পছন্দ সম্পূর্ণরূপে মনোনীত করিয়া অত্যন্ত সন্তোষের সহিত বলিলেন যে এই প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তিনি সকল বিষয়েই আমার প্রতি যে রূপ স্নেহ এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এ বিষয়েও তদ্রূপ স্নেহ ও অনুগ্রহের কাজ করিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি যে আগামী পার্লেমেণ্টের অধিবেশনের পর ফেব্রুয়ারীর প্রথমে আমরা বিবাহিত হইব। আলবার্টের তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অভিমতি আছে।

প্রিয়তম মাতুল, আপনাকে প্রার্থনা করি আপনি অত্রসহ প্রেরিত দুইখানি পত্র, একখানি মাতুল আর্ণেষ্টকে এবং অপর খানি বিশ্বস্ত ষ্টকমারকে পাঠাইয়া দিয়া বিস্তারিত অবগত করিবেন। আমার তাহা করিবার সময় নাই এবং এই বিষয় গোপন রাখিবার জন্য বিশেষ রূপে সাবধান করিয়া দিবেন। আমি বিবেচনা করি আপনি লুইশীকে ইহা অবগত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ আর কাহাকেও নহে।

প্রিয় যুবা ভদ্র লোকটীকে আমি আগামী মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানে রাখিতে ইচ্ছা করি। আর্ণেষ্টের

নির্দোষ আমোদ আমাকে বড় আনন্দ দান করে। তিনি প্রিয় আলবার্টকে এই প্রকার সুখী করেন।

প্রিয়তম মাতুল,

চিরদিন আপনার সেবিকা ভাগিনেয়ী

"ভি আর"

সে দিন উইণ্ডসর প্রাসাদে যখন এই সকল ব্যাপার চলিতে ছিল তখন বেলজিয়মের অধিপতি "লেকেন" হইতে নিম্নলিখিত পত্রিকা খানি লিখিতেছিলেন ;——

'১৫ই অক্টোবর ১৮৩৯

আমার প্রিয়তম ভিক্টোরিয়া,——তোমার ১২ই তারিখের পত্রখানি কল্য সন্ধ্যার সময় প্রাপ্ত হইয়া আমি যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। ইংলণ্ড যাইবার সময় পথে তোমার ভ্রাতৃদ্বয়কে নানান্ প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক এ একটী সুলক্ষণ যে একবার যখন তাঁহারা "সেল্ড নদে" বিপদে পতিত হয়েন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া "আণ্টর্প" হইতে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজকের বেশে তাঁহাদের তথায় দর্শন দেওয়া বড় কষ্টকর হইয়াছিল এবং আমি নিশ্চয় জানি যে তাঁহারা তাহাতে বিরক্ত বোধ করিয়াছেন।

তুমি তাঁহাদিগকে যত দেখিবে ততই ভাল বাসিবে সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। তাঁহারা গুণবান যুবক, সম্ভ্রান্ত যুবকদিগের স্বভাবসুলভ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য তাঁহাদিগের নাই, সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞান সম্পন্ন হইলেও আত্মম্ভরিতা শূন্য।

আলবার্ট একজন সুন্দর সহচর। তাঁহার রীতিনীতি এরূপ নম্রতাপূর্ণ এবং মনোরম যে নির্জ্জনে তাঁহার সঙ্গে থাকিলেও সুখী হইতে হয়। তিনি যখন আমার নিকট থাকিতেন আমি তাঁহাকে সর্ব্বদাই সেরূপ দেখিতাম, এবং আমি বিবেচনা করি তাঁহার দেশভ্রমণে সেই সকল গুণের আরও উন্নতি হইয়াছে। তিনি নানাগুণে পূর্ণ, এবং বড় কৌতূকী। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে যিনি তাঁহাকে দেখেন তিনিই সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহারা এমনই উপযুক্ত পাত্র। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁহারা তোমার প্রাচীন প্রাসাদে সুখসঙ্গী হইবেন। আলবার্ট আমাদিগের সতী ভিক্টোরিয়ার জীবনপন্থায় কণ্টকবিহীন গোলাপকুসুম বিস্তার করিতে সমর্থ হইবার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন।

আমার প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়া,

তোমার অনুগত মাতুল

লিওপোল্ড আর।"

দশ দিন পরে রাজা লিওপোল্ড মহারাজ্ঞীর ১৫ই অক্টোবরের লিখিত পত্রের এই উত্তর দেন ;—

"অক্টোবর ২৪, ১৮৩৯

আমার প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়া,

তোমার প্রিয় পত্র অপেক্ষা আমাকে কিছুতেই অধিক সন্তোষ দিতে পারে না। যখন আমি তোমার চূড়ান্ত অভিপ্রায় পাঠ করিলাম তখন আমার মনে প্রাচীন "সাইমিয়নের" ভাবের উদয় হইল, যে,—"এক্ষণে তোমার ভৃত্যকে কুশলে বিদায় লইতে দাও" তোমার সুখের জন্য যাহা উপযুক্ত হইবে আমার গত কয়েক বর্ষের বিশ্বাস মত তোমার তাহাই পছন্দহইয়াছে। কারণ ইহাতেই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল তুমি সুখী হইবে। আমি জানিতাম অদৃষ্ট কেমন আশ্চর্য্যরূপে মনুষ্যের অবস্থা ও অভিপ্রায়ানুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং তাহাকে সুবন্দোবস্তের চরম সীমায় লইয়া যায়। আমার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে এরূপ ঘটিবে না।

তোমার অবস্থা হয়ত ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ব্যাপারে বড় কষ্টকর হইবে, তখন তুমি একজন সুখী এবং সুন্দর সহচর ব্যতীত থাকিতে পারিবে না। আমি বড়

প্রবঞ্চিত হইয়াছি (আমি বিবেচনা করি আমি হই নাই) তুমি দেখিতে পাইবে যে আলবার্টের এরূপ গুণ সমষ্টি আছে যে সেগুলি তোমার সুখের সম্যক প্রয়োজনীয় এবং তোমার স্বভাব, চরিত্র ও জীবনের রীতিনীতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

তুমি সুন্দর রূপে বলিয়াছ যে আলবার্টের পক্ষে উহা স্বার্থত্যাগ বিবেচনা কর, বাস্তবিক অনেক বিষয়ে তাহা সত্য। কারণ তাঁহার অবস্থা কষ্টজনক হইবে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি যে তোমার স্নেহের উপর সকলই নির্ভর করে। যদি তুমি তাঁহাকে ভালবাস, এবং তাঁহার প্রতি অনুকূল থাক তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই তাঁহার অবস্থার সকল জঞ্ঝাট সহ্য করিবেন। তাঁহার স্বভাবে সন্তোষ এবং একাগ্রতা আছে তাহাতে সকলই তাঁহার অনায়াসসাধ্য হইবে।

আমি বিবেচনা করি তোমার অভিপ্রায় অতি উৎকৃষ্ট, যদি অসময়ে পার্লেমেণ্ট আহূত হয় তাহা হইলে সদস্যগণের অসুখকর হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তাঁহারা অধিবেশন কালের আরম্ভে শুভসংবাদ জানিতে পারেন তাহা হইলে বড় ভাল হইবে। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ

তাহা হইলে যত সত্বর হয় বিবাহকার্য্য সমাধা হইবে।

লিওপোল্ড আর।”

২৯শে অক্টোবরে মহারাণী পুনরায় তাঁহার মাতুলকে লিখিয়াছিলেন প্রথমে তিনি যে পার্লেমেণ্ট সভায় আপন মত জ্ঞাপন করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু বিবাহ সম্বন্ধে পার্লেমেণ্ট সভার মতামত দিবার কিছুই নাই, তজ্জন্য এক্ষণে তিনি এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ১৪ই নবেম্বরে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় চলিয়া যাইলে প্রিভিকৌন্সিল আহ্বান করিয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন।

যদিও পার্লেমেণ্টে বিবাহ প্রস্তাব অবগত করিবার কল্পনা পরিহার করা হইল কিন্তু প্রিভিকৌন্সিলে ঘোষণা হওয়া পর্য্যন্ত সে বিষয় গোপন রাখা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। ইতি মধ্যে মহারাণী এবং কুমার পরস্পরে সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ এবং কুমারের ভবিষ্যৎ বিষয়ে নানা কথা হইত, নানা তর্ক চলিত—তাঁহার কি উপাধি হইবে—তিনি একজন “পিয়ার” হইবেন কিনা (ইহাতে উভয়েরই আপত্তি ছিল) যাহা হউক সাধারণত তাঁহাকে সকলের শ্রেষ্ঠ পদ লইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে রাইফেল ব্রিগেডের দ্বিতীয় সংখ্যক পদা-তিক, কর্ণেল (পরে) জেনেরল সর জর্জ ব্রাউন সাহেবের অধীনে উইণ্ডসরে অবস্থিতি করিতেছিল। ১লা নবেম্বরে হোমপার্কে তাহাদিগের এক প্রদর্শনী হয়। তাহাতে মহা-রাণী ও রাজকুমার উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। এতৎ-সম্বন্ধে মহারাজ্ঞী আপন দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়া-ছেন ;—

"দিবা দুই প্রহরকে দশ মিনিট বাকী থাকিতে উইণ্ডসর পরিচ্ছদ এবং টুপি (Cap) পরিধান করিয়া পুরাতন ঘোটক "লিওপোল্ডপৃষ্ঠে" যাত্রা করিলাম। দক্ষিণে আমার প্রিয়তম আলবার্ট তাঁহার পরিচ্ছদে অতি রমণীয়, বামে আডজুটাণ্ট জেনেরল সার জন ম্যাকডোনাল্ড, পুরোভাগে কর্ণেল গ্রে, কর্ণেল ওয়েমিশ, সম্মানার্থ এক দল রক্ষী, আমার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমার ভ্রাতার সমভিব্যাহী ভদ্রলোককেরা, লেডী ক্যারোলাইন ব্যারিংটন প্রভৃতি সকলেই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

সে এক ভয়ানক দিন! বড়শীত—ভীষণরূপে বায়ু বহিতে ছিল,—এবং বেশীর ভাগ আমরা বাহির হইবার কয়েক মিনিট পরে প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল।

যাহাহউক আমরা তৎক্ষেত্রে পৌঁছিলে বৃষ্টি থামিল। আমি জনশ্রেণীর মধ্যে একাকিনী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিলাম এবং যথাবিহিত আপন আসন পরিগ্রহ করিলাম; দক্ষিণে প্রিয়তম আলবার্ট ও বামে সার জন ম্যাকডোনাল্ড। তাহার পর সৈন্যদিগের গতিবিধি দর্শন করিলাম। পরে তাহারা ভাবান্তর ধারণ করিল। বন্দুক সমস্ত অতি সুন্দর দেখাইল। অতিশয় প্রখর শীত করিতেছিল। আমার জন্য প্রিয়তম আলবার্ট একটী গলাবন্ধের সুবিধামত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন আমি তাহা গলায় পরিলাম। তিনি অতিশয় শীতার্ত্ত হইয়াছিলেন। আমরা পুনরায় বাটীতে আসিলাম এবং আর্ণেষ্টকে সাক্ষাৎ দিতে গেলাম। তিনি গবাক্ষ দিয়া সমস্তই দেখিতে ছিলেন।"

এই দিন রাজকুমার আলবার্ট তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন ব্যারণ ষ্টকমারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে "আপনার ভবিষ্যদ্বচন সার্থক হইয়াছে। আমি আপনার প্রসন্ন হৃদয়ের উপকারী যুক্তিগুলিকে ভবিষ্যৎ সুখের ভিত্তি স্বরূপ হৃদয়ে রক্ষা করিয়াছি। আমার সাহসকে ব্যর্থ হইতে দিব না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং প্রকৃত আগ্রহের সহিত আমি মহৎ এবং রাজোচিত হইতে ক্ষান্ত হইব না। যে উপায়ে আমি ভাল কাজ করিতে পারিব

উপদেশই তাহার প্রথম প্রয়োজনীয়, এবং এখানে অবস্থিতি করিবার প্রথম বর্ষে যদি আপনি আমার জন্য সময় ব্যয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনি যেরূপ সদুপদেশ দিতে পারিবেন সেরূপ আর কেহ পারিবেন না।”

যুবরাজ আলবার্ট তাঁহার মাতামহীকে এই সময়ে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার প্রকটিত হইল।

“প্রিয় মাতামহি, লেখনী ধরিবা মাত্র আমার শরীর শিহরিতেছে, কারণ শঙ্কা হইতেছে যে যাহা লিখিতে উদ্যত হইতেছি তাহাতে আপনার দুঃখ ভিন্ন আর কিছু হইবে না। হায়! আমার পক্ষেও তাহাই। সে দুঃখ আমাদিগের বিচ্ছেদ। কিয়দ্দিন হইতে যে বিষয়ে আমরা নিবিষ্ট ছিলাম অবশেষে তাহা স্থিরতর হইয়াছে।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাজ্ঞী আমাকে একাকী তাঁহার গৃহে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। বিশুদ্ধ প্রণয় ও স্নেহের উচ্ছ্বাসে তিনি আমাকে প্রকাশ করিয়াছেন যে আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছি এবং যদি আমি তাঁহার সহিত জীবনের অংশী হইবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করি তাহা হইলে যার পর নাই সুখী হইবেন। যেহেতু তিনি ইহাকে ত্যাগস্বীকার বিবেচনা করেন,

আর আপনাকে আমার অনুপযুক্ত মনে করিয়া কেবল দুঃখানুভব করেন। যে আনন্দময় সারল্যের সহিত তিনি আমাকে এই কথা গুলি বলিলেন তাহাতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতে হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সরলা এবং মনোমোহিনী। আমি সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত আছি যে ঈশ্বর আমাকে মন্দ-হস্তে অর্পণ করেন নাই, আমরা একত্র সুখী হইতে পারিব।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমি যাহা ইচ্ছা করি বা ভাল বাসি বলিয়া জানেন তিনি তাহাই করেন, এবং আমরা আমাদিগের ভবিষ্য জীবনের সম্বন্ধে উভয়ে কত কথা বলি। সেইভাবী সময়ে তিনি আমাকে যত দূর সম্ভব সুখী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আমাদিগের বিবাহকাল অতি নিকট। রাজ্ঞী এবং মন্ত্রীগণের ইচ্ছা ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই কার্য্য সমাধা হয়। তজ্জন্য আগামী ১৪ই তথায় যাইবার স্থির করিয়াছি।

এক্ষণে আপনার নিকট বিদায় লইলাম। ভিক্টোরিয়ার যাহা লিখিবার আছে তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন।”

ইহার উত্তরে ডচেশ মহোদয়া যে পত্রখানি লিখিয়া-

ছিলেন সে খানি নাই কিন্তু তিনি কুমারের পিতাকে এই রূপ লিখিয়াছিলেন ;——

"আমাদিগের প্রিয় আলবার্ট আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ হইতেছে। এই বিচ্ছেদ আমাদিগের পক্ষে বড় দুঃখের হইলেও তাহার নিজের সুখকর হউক। ঈশ্বর তাহাকে কুশলে রক্ষা করুন। উইস বেডেন হইতে তুমি তাঁহার যে পত্রখানি পাঠাইয়াছ সেখানিতে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়তির সংবাদ জানা যাইতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে আলবার্ট আমাদিগের বিচ্ছেদে দুঃখানুভব করিতেছে। সে অতিশয় সুখী বলিয়াও বোধ হইতেছে। ঈশ্বর তাহাকে তদ্রূপেই করুন। নবীনা রাজ্ঞী আমাকে এক খানি বড় সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন। যাহাতে তিনি আপনাকে রাজ্ঞী বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কেবল মাত্র একটী সুখী বিবাহপাত্রী এই পরিচয় দিয়াছেন, এবং আলবার্ট তাঁহার অদৃষ্টের অংশভাগী হইবেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পত্র খানিতে আমাদিগের মহারাণীর গুরুজনে ভক্তি ও সদাচারশীলতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১৪ই নবেম্বরে রাজকুমারেরা উইণ্ডসর পরিত্যাগ

করিয়া কোবর্গ যাত্রা করিলেন। কোবের্গে পৌঁছিয়া কুমার আলবার্ট ৬ই ডিসেম্বরে আপনার প্রিয়তম বন্ধু "লাউন্‌সটিনকে" লিখিয়াছিলেন যে বিবেচনা করি আমি অতিশয় সুখী হইব যেহেতু সুখী করিবার সমস্তগুণই ভিক্টোরিয়া অধিকার করিয়াছেন, এবং বিবেচনা হয় তিনি অন্তঃকরণের সহিত আমার প্রতি অনুরাগিনী।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজপুত্রদিগের গমনের পঞ্চদশ দিবসে মহারাণী বিধবা রাজ্ঞী এবং রাজপরিবারস্থ অপর সকলকে তাঁহার ঈপ্সিত বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিলে, সকলের নিকট হইতেই অনুকূল উত্তর প্রাপ্ত হয়েন। ২০শে নবেম্বর তিনি তাঁহার মাতার সহিত উইণ্ডসর হইতে বকিংহামে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দিবসে প্রিভি কৌন্সিলে যে ঘোষণা প্রচার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল লর্ড মেলবরণ সেই ঘোষণা পত্রের একখণ্ড মহারাজ্ঞীর দেখিবার জন্য উপস্থিত করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে বলিলেন যে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথা আছে।

রাজকুমার আলবার্টের বার্ষিক ৫০,০০০ সহস্র পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিবার কথা হয়। মহারাণী আপন দৈনন্দিন বিবরণীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যে "তিনি উহা অতি-

শয় অসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন।” এই সময়ে দুষ্ট-লোকে কুমারকে রোমান্ ক্যাথলিক বলিয়া প্রচার করিবার যে অনর্থক চেষ্টা করিতেছিল লর্ড মেলবরণ তাহারও উল্লেখ করেন। এরূপ প্রবাদ নিতান্ত অযুক্তিমূলক। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন “তিনি একজন বিশেষ প্রটেষ্টাণ্ট।”

২৩শে তারিখে প্রিভিকৌন্সিল সমবেত হয়। রাজ্ঞী লিখিয়াছেন,—“বকিংহাম প্রাসাদে আশির অধিক সদস্য উপস্থিত হইলে ঠিক দুইটার সময় আমি ভিতরে গিয়াছিলাম। গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু জানিতাম না কে কে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি দেখিলাম লর্ড মেলবরণ সজলনয়নে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু তিনি আমার নিকটে ছিলেন না। তাহার পরে আমি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা পাঠ করিলাম। আমার বোধ হইয়াছিল আমার হাত কাঁপিতেছে, কিন্তু একটীও ভুল করি নাই। যখন ঘোষণা পাঠ শেষ হইল আপনাকে সুখী ও ধন্য বোধ করিলাম। তাহার পরে লর্ড লান্সডাউন গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রিভিকৌন্সিলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ‘যে এই সুখের সংবাদ মুদ্রিত হওয়া উচিত।’ তাহার পর আমি গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। সমস্ত বিষয়ে দুই তিন মিনিটের অধিক লাগে নাই। আমি

যে ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ে দণ্ডায়মান ছিলাম, ডিউক কেম্ব্রিজ তথায় আসিয়া আমার শুভকামনা করিলেন।" *

এই সময়ে মহারাজ্ঞী কুমারের প্রতিকৃতিযুক্ত বলয় পরিধান করিতেন এবং বলিতেন যে "বোধ হয় সভাস্থলে আমাকে উহা সাহস প্রদান করে।" সেইদিন সন্ধ্যাকালে তিনি আপন মাতার সহিত উইণ্ডসরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বরের গেজেটে মহারাজ্ঞীর ঘোষণা নিম্নোক্ত প্রকারে লিখিত হইয়াছিল;—

"উপস্থিত সময়ে আমি আমার ভবিষ্য জীবনের সুখ এবং আমার প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলের সহিত প্রগাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট এমন কোন বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি।

আমার অভিপ্রায় এই যে সাক্সি কোবর্গের কুমার আলবার্টের সহিত আমি বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হই। এই যে শুভকার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছি তাঁহাতে প্রগাঢ় রূপে আসক্ত হইয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে

* The Queen's Journal. Nomvever 23, 1339

তৎকর্ত্তৃক যে আমার পারিবারিক সুখ এবং স্বদেশের স্বার্থসম্পাদন হইবে, তাহা নিশ্চয় না জানিয়া বা দীর্ঘকাল বিবেচনা না করিয়া তাহার কিছুই করি নাই।

যে বিষয় আমার ও আমার রাজ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সে বিষয় আপনাদিগের গোচর করা নিতান্ত উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হয় যে উহা আমার প্রকৃতিবর্গের সুখকর হইবে।"

প্রিভিকৌন্সিলের মন্তব্যে উল্লেখ আছে যে মহারাজ্ঞীর উপস্থিত সভ্যগণ তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে এই ঘোষণা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। মহারাজ্ঞী সন্তোষের সহিত তাঁহাদিগের প্রার্থনা অনুমোদন করিয়াছিলেন।

এই বিবাহ প্রস্তাব স্থিরতর হইলে কেবল যে মহারাজ্ঞীর মাতা ও তাঁহার অন্যান্য পরিজনেরা সুখী হইয়াছিলেন তাহা নহে, এই সংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র অতি আনন্দের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিল।

রাজপুত্র স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে আমাদিগের মহারাণী সর্ব্বদাই তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন এবং তিনি আপন দৈনিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে "তৎ-

কালে কুমারের যে সকল পত্র পাইতেন সে গুলি একণে মূল্যবান সামগ্রীর ন্যায় তাঁহার নিকট রক্ষিত হইয়াছে।"

বিবাহের পূর্ব্বে রাজপুত্রকে ইংলণ্ডের উচ্চ উপাধি এবং সেনাদলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই। এমন কি মহানুভব ডিউক ওয়েলিংটন যে অনুরোধ করিয়া ছিলেন তাহাতেও তিনি সম্মতি প্রদান করেন নাই; বিবাহের অনেক দিন পর পর্য্যন্ত কুমার আলবার্ট নামেই ইংলণ্ডে পরিচিত ছিলেন। অবশেষে "প্রিন্স কনসর্ট" (সহধর্ম্মী কুমার) আখ্যা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হইলে সেই আখ্যাতেই তিনি আখ্যাত হইতেন।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে অনেক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার চলিতে ছিল, যথা রাজপুত্রের তদ্দেশীয় অধিকারস্বত্ব, তাঁহার গার্হস্থ্য বন্দোবস্ত, এবং উপাধি সম্বন্ধের কত কথা হইতে ছিল। অনেক কষ্টকল্পনার পরে শেষোক্ত দুই বিষয় অবধারিত হইল। রাজপুত্র এতৎ সম্বন্ধে ১০ই ডিসেম্বরে কোবর্গ হইতে লিখিয়াছিলেন যে,—যদি আমাকে উভয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক থাকিতে হয় তাহা হইলে আমার কর্ম্মচারীরা

কোন মতে না এক সম্প্রদায়স্থ হয়েন। এই সকল নিয়োগ "সাম্প্রদায়িক পুরস্কার" স্বরূপ প্রদত্ত হইবে না। যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা অতি উচ্চ শ্রেণীস্থ, ধনী, ও বুদ্ধিমান কিম্বা ইংলণ্ডের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি হইবেন। তাঁহাদিগের উভয় সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। টোরী এবং হুইগ সংখ্যায় সমান হইবে। সর্ব্বোপরি আমি ইচ্ছা করি যে তাঁহারা উত্তম শিক্ষিত, এবং উন্নত স্বভাবসম্পন্ন হইবেন। আমি এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি যাঁহারা সৈনিক, বা দার্শনিক জগতে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়াছেন তাঁহারাই অধিক বাঞ্ছনীয়। আমি জানি যে আপনি আমার মতে সম্মত হইবেন।"

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারীতে পার্লেমেণ্ট সভায় তিনি স্বয়ং বিবাহপ্রস্তাব সকলকে জ্ঞাত করিবেন, সাধারণ্যে এরূপ প্রচার থাকায় সেদিন পার্লেমেণ্টের উভয় গৃহের বহির্ভাগে এবং রাজপ্রাসাদ হইতে সমস্ত পন্থা বহুল লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার আগমন এবং প্রত্যাগমনের অভিবাদন সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যার পর নাই আগ্রহের হইয়াছিল। মহারাণী লিখিয়াছেন

যে "অনেক দিন তিনি এরূপ আনন্দধ্বনি শুনিতে পান নাই।"

রাজ্যের মহৎ ব্যক্তি এবং মহতী কামিনীগণ সভা-গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাদিগের এক বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের নবীনা রাজ্ঞী পরিস্কার স্বরে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে নিম্নলিখিতরূপে সমাগত প্রজা প্রতিনিধিগণকে আপনার অভীপ্সিত বিবাহকথা অবগত করিলেন তখন সকলের অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত এবং সহানুভূতিতে দ্রব হইয়া গেল।

"আপনারা গতবার সমবেত হইবার পর আমি সাক্সি কোবর্গ এবং গোথার কুমার আলবার্টের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছি। আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই সম্বন্ধ শুভজনক হইবে এবং আমার প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থসাধন ও আমার নিজের পারিবারিক সুখ সম্বর্দ্ধন করিবে। আমি যে অভিপ্রায় করিয়াছি সেই অভিপ্রায় পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে আমার অতুল সুখের কারণ হইবে।

আমার নিজের এবং আমার পরিবারের প্রতি আপনাদিগের আনুগত্যের যে প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে রাজ্যের গৌরব এবং রাজকুমারের

পদের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমি যাহাতে সমর্থ হইতে পারি আপনারা তাহা করিবেন।”

কুমার আলবার্টের নিজ ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ৫০,০০০ পাউণ্ড প্রস্তাব করা হইয়াছিল কিন্তু সেই প্রস্তাব সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইল না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী লর্ড টরিংটন এবং কর্ণেল (এক্ষণে জেনেরল) গ্রে বকিংহাম হইতে কুমার আলবার্টকে আনিবার জন্য গোথা যাত্রা করিলেন। এই সময়ে অবধারিত হয় যে পরবর্ত্তী ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ্ঞীর শুভবিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে। উক্ত মহাত্মারা “গার্টার” খেলাতেরও বাহক হইয়া গিয়াছিলেন, এবং ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কুমারকে সেই খেলাত দিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর তাঁহারা গোথায় পহুঁছিয়া রাজপুত্র এবং তাঁহার পিতা ও অপরাপর আত্মীয় বর্গের দ্বারা মহাসমারোহ ও সাদরে অভ্যর্থিত হয়েন। ২৩শে ডিসেম্বরে রাজকুমারকে তথায় মহাধুমধামে খেলাত দেওয়া হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী ইংলণ্ডীয় লর্ড এবং জেনেরল মহাশয়েরা কুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রা করিলেন। যে দিন রাজকুমার গোথা পরিত্যাগ

করেন সে দিন গোথানিবাসী সকলেই কুমারের বিদায়ে যার পর নাই দুঃখসন্তাপিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হয়। গোথা নগরের রাজপথে, অট্টালিকার ছাদে, গবাক্ষে মাথার উপর মাথা। সকলেরই আগ্রহ কুমার আলবার্টকে দেখিবে।

৬ই ফেব্রুয়ারীতে রাজকুমার আপন অগ্রজ ও পিতার সহিত ইংলণ্ডের "ডোবর" নামক স্থানে পৌঁছিয়া তত্রত্য "ইওর্ক" হোটেলে রাত্রি যাপন করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারীতে তাঁহারা বকিংহাম পৌঁছিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এ জন্য পর দিন কেবলমাত্র ক্যান্টরবরী পর্য্যন্ত গমন হইয়াছিল। তাঁহারা যখন যেথানে আসিতেছিলেন সেই খানেই যার পর নাই আদর, আগ্রহ এবং আড়ম্বরে অভ্যর্থিত হইতেছিলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে রাজপুত্র আলবার্ট লণ্ডন যাত্রা করিলে পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহারা সমস্ত পথ প্রচুর সম্মান প্রাপ্ত হইয়া দিবা সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় রাজপরিবারস্থ সকলের সহমিলনে ডচেশ কেণ্ট ও মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন।

ইংলণ্ডে আসিবার সময় পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক বার্ষিক বৃত্তি অননুমোদিত হইবার সংবাদ অবগত হইয়া ইংলণ্ড বাসী

তাঁহার প্রতি যে, প্রসন্ন নহেন বলিয়া কুমারের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল তাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শনে তাহা অপনীত হইল।

৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দিন রাজপুত্র এবং মহারাজ্ঞী উভয়ে একত্রিত হইয়া লণ্ডনের পুরোহিতের সহিত উপাসনা কার্য্য সমাধা করিলেন। এই দিন রাজকুমার তদীয় সহধর্ম্মিণী মহারাজ্ঞীকে বৈবাহিক উপঢৌকন স্বরূপ হীরক এবং নীল প্রস্তর রচিত একটী কণ্ঠাভরণ প্রদান করেন, এবং মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক তদ্বিনিময়ে কুমারকে হীরকময় গার্টার, বক্ষভূষণ তারকা এবং সম্মান সূচক পদক (badge) অর্পিত হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর তমিস্রা প্রভাত হইল, ইংলণ্ডীয় প্রথামত রাজপরিজনগণের উদ্বাহক্রিয়া বেলাপরাহ্ণে সম্পন্ন হইত, কিন্তু মহারাণীর শুভবিবাহ দিবা দ্বিপ্রহর এক ঘটিকার সময় হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। প্রভাত হইবামাত্র মহানগরী এবং তাহার বহির্ব্বর্ত্তী নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া বকিংহাম প্রাসাদ হইতে সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমুদায় পথ সমাচ্ছন্ন করিল। এই পথের উভয় পার্শ্বের বাড়ীর ছাদ, বারাণ্ডা, দালান, গবাক্ষে এক একজন

বসিবার স্থান দেড় হইতে পাঁচ সিলিং পর্য্যন্ত ভাড়ায় কিয়ৎক্ষণের জন্য বন্দোবস্ত হইল। যাহাদিগের অর্থ ব্যয়ের সামর্থ ছিল না তাহারা বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল। সেই সকল বৃক্ষশাখা মনুষ্যভারে অবনত হইয়া তন্নিম্নবর্ত্তী দর্শকগণের মস্তক সংস্পর্শ করিতে লাগিল। এই বিষম জনতায় শান্তিরক্ষা করিবার জন্য পুলিশকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এতাদৃশ জনতায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

১১টা ৫ মিনিটের সময় রাজকুমার ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শেল এবং অর্ডর অফ দি গার্টারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার পিতা এবং অগ্রজের সহিত লর্ড চেম্বরলেনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বকিংহাম প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গমন কালে দর্শক বৃন্দ সঘন আনন্দ কোলাহল, ও বারম্বার করতালি দিয়া আপনাদিগের হৃদয়োচ্ছ্বাস উত্থিত করিতে লাগিল। বহুতর সৈন্যপরিবেষ্টিত রাজকুমার প্রসন্নভাবে তাহাদিগের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। লর্ড চেম্বরলেন আরল আক্‌সব্রিজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তিনি মহাসমারোহে বহির্গত হইলেন। আমাদিগের নবীনা পতিবরণাভিলাষিণী

মহারাণী প্রাসাদ হইতে বাহির হইলে সকলেই আনন্দ বিহ্বল হইয়া চতুর্দ্দিকে মহান্ কোলাহল করিতে লাগিল। তিনি ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া আহ্লাদের সহিত তাহাদিগের পরমাহ্লাদ প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন। তিনি মস্তকে রত্নাদি কিছুই পরিধান করেন নাই, কেবল মাত্র একগাছি লেবুফুলের মালা,—বহুমূল্য অবগুণ্ঠন বদন-মণ্ডল অর্পিত না হইয়া উভয় স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত ছিল; শ্রুতি-যুগলে দুইটী হীরকাভরণ (earrings), কণ্ঠে হীরন্ময় হার, এবং বক্ষঃস্থলে অর্ডর অফদি গার্টারের ভূষণ ধারণ করিয়া-ছিলেন। প্রাসাদের পুরোভাগে "বুজ" সৈন্য দলের বাদক সম্প্রদায়, দুই দল শরীররক্ষী সেনা, এবং অশ্বারোহী সৈন্য পুলিশ প্রহরী বকিংহাম প্রাসাদ হইতে সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। বেলা দ্বিপ্রহর ১২ মিনিটের সময় সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদের সম্মুখে "ঈশ্বর মহারাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" বাদ্যযন্ত্রে এই শব্দ উত্থিত হইয়া ঘোষণা করিল যে তিনি বকিংহাম প্রাসাদে শকটা-রোহণ করিলেন। অনন্তর সদাশয়া মহারাণী বহুল জনতা ভেদ করিয়া তাঁহার পরম ভক্তিমান প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দ, আশীর্ব্বাদ লইতে লইতে সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। উক্ত প্রাসাদে পৌঁছিবার কালে যেরূপ

সমারোহ, আগ্রহ, এবং আড়ম্বরের কথা ১১ই ফেব্রুয়ারীর ইংলণ্ডের প্রথিত নামা "টাইম্‌স" পত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে হইলে আমাদিগের ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার স্থান হয় না, তজ্জন্য সংক্ষেপতঃ বলিতেছি যে সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদের তলভূমি ব্রসেলস্ নগরজাত সুন্দর কার্পেটে আবৃত হইয়াছিল, রাজ্যের মহামান্য ব্যক্তি এবং নিমন্ত্রিতগণের সকলের জন্যই সুন্দর মখমলে আঁটা সুন্দর আসন ও রাজশ্রীশোভিত বরপাত্র এবং পাত্রীর জন্য সুবর্ণ সূত্র রচিত মখমলের বিছানা সজ্জিত হইয়াছিল।

মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমার উভয়ে বিবাহ সভায় একত্রিত হইয়া একাসনে আসীন হইলেন। ক্যাণ্টারবরীর পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া রাজকুমারের প্রতি বিবাহ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন যথা ;—

"আলবার্ট, আপনি কি পবিত্র বিবাহ রাজ্যে ঈশ্বরাজ্ঞায় একত্র বাস করিবার জন্য এই রমণীকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিবেন? আপনি তাঁহাকে ভাল বাসিবেন? সুখী করিবেন? তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন? সুখে অসুখে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন? এবং যতদিন উভয়ে জীবিত থাকিবেন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তাঁহাতেই আপনাকে সমর্পিত রাখিবেন?"

রাজকুমার প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপক স্বরে উত্তর করিলেন "আমি করিব।" তাহার পরে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—

"ভিক্টোরিয়া, আপনি কি পবিত্র বিবাহরাজ্যে ঈশ্বরাজ্ঞায় একত্র বাস করিবার জন্য আলবার্টকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবেন? আপনি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন? তাঁহাকে সেবা করিবেন? ভাল বাসিবেন? তাঁহাকে মান্য করিবেন? সুখে অসুখে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন? এবং যত দিন উভয়ে জীবিত থাকিবেন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তাঁহাতেই আপনাকে সমর্পিত রাখিবেন?"

মহারাজ্ঞী প্রতিজ্ঞাপূর্ণ, স্পষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, —"আমি করিব।"

তদনন্তর পুরোহিত প্রবর বলিলেন· "কে এই কন্যাকে এই পাত্রে সম্প্রদান করিবেন?"

মহারাজ্ঞীর পিতৃব্য সসেক্সের ডিউক মহাশয় মহারাজ্ঞীর বামে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন "আমি করিব"।

ক্যাণ্টরবরীর পুরোহিত মহারাজ্ঞীর হস্ত রাজকুমারের হস্তে স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিলে রাজকুমার তাহা পুনরাবৃত্তি করিলেন;—

"আমি আলবার্ট, ভিক্টোরিয়া আপনাকে সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিতেছি, ঈশ্বরের পবিত্র আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে আজি হইতে আপনার ভালয় মন্দয়, সুখে দুঃখে, স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে, মৃত্যু যত দিন না আমাদিগকে পৃথক করে ততদিন তুল্যরূপে আপনাকে ভালবাসিব এবং যত্ন করিব।"

মহারাজ্ঞী ও তদ্রূপে প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠ করিলেন। অনন্তর ক্যাণ্টারবরীর পুরোহিত রাজকুমারের হস্ত হইতে অঙ্গুরীয়ক লইয়া মহারাজ্ঞীর তর্জনীতে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার নাম লইয়া বলিলেন "এই অঙ্গুরীয়কের দ্বারা আমি আপনাকে বিবাহ করিলাম, কায়া দিয়া সম্মান করিলাম এবং আমার সকল পার্থিব মঙ্গল আপনাকে অর্পণ করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাই হউক।" *

বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে নবদম্পতী বকিংহাম প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া মহা সমারোহে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া আহারাদি করিলেন। অদ্যকার দিনে বায়ুর অবস্থা দেখিয়া মহারাজ্ঞীর ভাগ্য সম্বন্ধে সাধারণের

---

* Extracts From the "Times" of England dated the 11th Febuary 1840

এক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে আকাশ মণ্ডল কুজ্ঝটিকা, মেঘ এবং বৃষ্টিতে অন্ধকারময় ছিল, রাজ দম্পতী বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উপাসনা মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর আকাশের সেই বিকৃত ভাব তিরোহিত হইতে থাকে, এবং দিবা প্রায় চারিটার সময় মেঘমুক্ত দিবাকর সুবর্ণময় কিরণজাল বিস্তার করিয়া যেন জগজ্জনকে জানাইলেন যে মহারাজ্ঞীর বিপদবারিদ নষ্ট হইয়া সুন্দর সুখের দিন আসিল। অদ্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আকাশের নির্ম্মলতা, এবং বায়ুর অনুকূল ভাব ইংলণ্ডীয়দিগের হৃদয়ে চিরস্মৃতি রক্ষা করিয়াছে। তাঁহারা ইহাকে "রাজ্ঞী সমীর" Queen's weather বলিয়া থাকেন।

দিবা প্রায় চারিটার সময় অভিনব রাজদম্পতি ডচেশ কেণ্ট মহোদয়ার নিকট বিদায় লইয়া বকিংহাম প্রাসাদ হইতে উইণ্ডসর যাত্রা করিলেন। প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী পথের উভয় পার্শ্বে সুখসম্মিলিত রাজদম্পতি দর্শনোৎসু বালক বৃদ্ধ বনিতা দলে দলে দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজ্ঞী আপন দৈনিক বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন "যে আমাদিগের অভ্যর্থনা যার পর নাই আগ্রহ এবং সরলতাপূর্ণ ও চিত্তপ্রসাদক। প্রকৃতিপুঞ্জ

Bharata Mitra Press

বিবাহকালে শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী।

আনন্দস্থ্বাসে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। অশ্বারোহীরা বরাবর আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়াছিল।”

“ইটনে” রাজদম্পতির অভ্যর্থনা জন্য বিদ্যালয়ের বালকগণ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ঘোরতর আনন্দকোলাহলে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। স্বামীসহ মহারাজ্ঞী শকট হইতে অবরোহণ করিলে বালকেরাও সেখানে তদ্রূপে আপনাদের আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১২ই তারিখে কেণ্টের ডচেশ মহোদয়া আপন ভ্রাতা কোবর্গের ডিউক এবং তদীয় উত্তরাধিকারী কুমারের সহিত অন্যান্য আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উইণ্ডসর যাত্রা করিলেন এবং তথায় দুই দিন মহা ধুমধামে অতিবাহিত করিয়া ১৪ই লণ্ডনে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে পার্লেমেণ্ট এবং অপরাপর সভা হইতে রাজদম্পতীকে অভিনন্দন গ্রহণ করিতে এবং নাট্যমন্দিরে দর্শন দিতে হইয়াছিল। ১৯ শে ফেব্রুয়ারী একটী সাক্ষাৎ সমিতি Levee আহূত হইয়াছিল। তাহাতে কুমার আলবার্ট মহারাজ্ঞীর বাম পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি চিরদিন তাঁহার বামাসনই গ্রহণ

করিতেন। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী রবিবার দিন মহারাজ্ঞী স্বামীসহ রাজকীয় ধর্ম্মালয়ে প্রথম উপাসনা করেন।

২৮ শে ফেব্রুয়ারী রাজকুমারের পিতা কোবর্গের ডিউক ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। পিতৃবিচ্ছেদে রাজকুমার যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন। মহারাজ্ঞী লিখিয়াছেন "যে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পিতা কেমন আপনি তাহা জানেন না,* সুতরাং তিনি আপনার জন্য যাহা করিতেন আপনি তাহার কিছুই এক্ষণে অনুভব করিতে পারেন না। আমার শৈশবাবস্থা বড় সুখের ছিল।' অনুজের বিবাহের পরে আর্ণেষ্ট কিছু-দিন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। তিনি এক্ষণে বলিতেন স্মৃতির বিষয়ীভূত বাল্যকালের প্রণয়ীর মধ্যে কেবল আর্ণেষ্টই রহিলেন। যদি আমি তাঁহাকে এক্ষণকার মত ভালবাসিতে পারি তাহা হইলেও তাঁহার সমস্ত ক্ষতি পূর্ণ হয়। 'কুমার সাধারণতঃ রোদন করেন নাই, কিন্তু আলবেন শ্লেবেন এবং কলরাথ যাঁহারা ডিউকের সহিত আসিয়া তাঁহারই সহিত চলিয়া যান তাঁহাদিগের রোদনে তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। আমি এই

* যেহেতু শৈশবাবস্থায় মহারাজ্ঞী পিতৃহীনা হইয়া ছিলেন।

সময়ে আমার প্রিয়তম, ও গুণবান্ স্বামীর জন্য সহানু-ভূতি করিতাম! যেহেতু পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুবান্ধব, তিনি আমার জন্য সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করেন যে আমি আমার প্রিয়তমকে সুখী এবং সন্তুষ্ট করিতে পারি। তাঁহাকে সুখী করিবার আমার যত ক্ষমতা আছে, আমি কিছুতেই ক্রটী করিব না।"

এই প্রার্থনা কেমন উত্তমরূপে পূর্ণ হইয়া ছিল পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কুমার আর্ণেষ্ট ৮ ই মে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনে জন্মভূমির সহিত কুমার আলবার্টের যে বন্ধনী ছিল তাহা শিথিল হইল। এখন হইতে ইংলণ্ডই তাঁহার স্বদেশ হইয়া উঠিল। তাঁহাকে জন্মভূমি এবং পত্রালয় বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল; যদিও না একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন (যেহেতু তাঁহার ন্যায় মহানুভাবের মনে সেরূপ ভাবের উদয় হওয়া অসম্ভব) কিন্তু অন্ততঃ তাঁহাকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য বশতঃ আপনাকে, এবং আপনার বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলই ইংলণ্ডকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল; এবং

সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহাকে অবিবাদে সম্পন্ন করিতেও হইয়াছিল। এখনও অনেকে বলেন, তুলনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে জর্ম্মণীর একটী ক্ষুদ্র উপরাজ্যের রাজপুত্র হইয়া ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞীর সহধর্ম্মীরূপে তাঁহার অবস্থা বিনিময়কে ত্যাগস্বীকার বলা যাইতে পারেনা। কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্নেহপ্রবণ মহাত্মার পক্ষে যে প্রকার অবস্থাই হউক, ভবিষ্যৎ যতই কেন উজ্জ্বল হউক, স্বদেশ বিচ্ছেদকে অবশ্যই ত্যাগ স্বীকার বলিতে হইবে।

ফলতঃ তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে আপন মনোমধ্যে উচ্চ-তম স্থান দিবার, বা অধিকতর ভালবাসিবার ইচ্ছা এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। যেহেতু তাঁহাকে নূতন গার্হস্থ্য বন্ধন, নূতন বন্ধুতা, নূতন অভ্যাস অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আমরা এস্থলে কুমারের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং স্বার্থত্যাগের অনেক কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা নিতান্ত অনাবশ্যক। পাঠক, মহারাজ্ঞীর জীবনী যতই পাঠ করিবেন, ততই দেখিতে পাইবেন যে তিনি সহধর্ম্মিণীর জন্য কত দূর স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনি বা আপনার জন্য কোন ক্ষমতাই লক্ষ্য করিতেন না, বাহ্যাড়ম্বর একেবারেই ছিল না, সাধারণ্যে আপনার

পৃথক দায়িত্ব প্রদর্শন করিতেন না, কেবল আপনার ও মহারাণীর অবস্থাকে তুল্য জ্ঞানে সতত উদ্বিগ্ন চিত্তে রাজকার্য্যের প্রত্যেক অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সংসারের কর্ত্তৃপক্ষ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক, এবং মহারাজ্ঞীর স্বীয়কার্য্যের অধ্যক্ষ স্বরূপ, রাজনৈতিক ব্যাপারে একমাত্র বিশ্বস্ত উপদেষ্টা স্বরূপ, এবং রাজকর্ম্মচারীদিগকে তদীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার একমাত্র সহকারী স্বরূপ হইয়া কিরূপে তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং পারিবারিক কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার এব উপদেশ দিবার জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন এক্ষণে তাহাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কুমারের উপরিলিখিত অবস্থা কিছুকাল দৃঢ়তর হয় নাই। বিশেষ কোন অনুরোধ ব্যতীত দুই এক বৎসর কাল তিনি মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিতা মহারাজ্ঞীর নিকট যাইতেন না। মহারাণী বলেন যে "যদিও তিনি প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞানলাভে অতিশয় শ্রম স্বীকার করিতেন, এবং মহারাজ্ঞী যাহাতে রাজকার্য্যের সমস্ত কথা কুমারকে বলেন সে জন্য লর্ড মেলবরণও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন কিন্তু তিনি এসময়ে কোন বিষয়ে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না।" *

* মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক টীকা—তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি ছিল না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কুমার তাঁহার বন্ধু লাউয়েন-ষ্টীনকে লিখিয়াছিলেন যে "পারিবারিক জীবনে আমি বড় সুখী এবং সন্তুষ্ট, কিন্তু আমার অবস্থামত গৌরবলাভের অসুবিধা এই যে আমি গৃহস্বামী নহি, কেবল মহারাণীর স্বামী।"

সৌভাগ্যক্রমে এ অবস্থায় অধিক দিন যায় নাই। পারিবারিক কর্ত্তৃত্ব গ্রহণে কুমারের সরলতা ও একাগ্রতাকে ধন্য—ধন্য মহারাণীর বিবেচনা শক্তিকে, এবং তাঁহার ন্যায়তৎপরতাকে,—সর্ব্বোপরি ধন্যবাদ তাঁহাদিগের দাম্পত্য প্রণয় এবং বিশ্বাসকে। তাঁহাদিগের উভয়ের আপনাপন স্বার্থ বা কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রার্থক্য ছিল না; একের কাজ অপরের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন। যাঁহারা মহারাণীকে বলিতেন যে "তিনি যেমন সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বরী তেমনি তাঁহার গৃহের এবং পরিবার দিগেরও সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাঁহার স্বামী কেবল মাত্র একজন প্রজা।" তাহাদিগকে তিনি উত্তর করিতেন যে "তিনি বিবাহকালে ধর্ম্মমন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীকে যেমন ভালবাসিবেন এবং মান্য করিবেন, তেমনি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনও করিবেন। এজন্য তিনি কোন মতে সেই পবিত্র বাধ্য বাধকতার অপচয় করিতে চাহেন না।"

প্রথম হইতেই মহারাজ্ঞী লর্ড মেলবরণের পরামর্শানুসারে রাজকুমারের উপর সমস্ত বৈদেশিক কার্য্য নির্ভর করিয়াছিলেন; এবং কিছু দিন পরে রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা বিলক্ষণ সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী অবশেষে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে রাজকার্য্যের গুরুতর প্রশ্ন সমুদয় মীমাংসা করিতে তাঁহার স্বামীই একমাত্র অবলম্বন। তদনুসারে তিনি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ভুলভ্রান্তিতে কখন সেই সাহায্য বঞ্চিত হইলে তিনি সকরুণ ভাষায় এই মাত্র বলিতেন যে "বস্তুতঃ নূতন রাজ্য সবে মাত্র এই আরম্ভ হইয়াছে।"

বিবাহের পর প্রথমেই কুমারের গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করা হয়। লর্ড রবার্ট গ্রসভেনর পরিচ্ছদের, লর্ড বোরিংডন, লর্ড জর্জ লেনক্স অশ্বশালার তত্বাবধায়ক; সর জর্জ এন্সন, এবং মেজর জেনেরল সিমার আজ্ঞাপেক্ষী অশ্বরক্ষক পদে নিযুক্ত হইলেন। মিষ্টার এন্সনকে প্রাইভেট সেক্রেটরী করা হইল। ইনি ইতিপূর্ব্বে লর্ড মেলবরণের প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন। মহাত্মা এন্সন যার পর নাই সরল, সদাশয় এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার সদ্‌গুণরাশি

মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমারের সুগোচর হইল। গুণের পরিচয়ে তিনি তাঁহাদিগের অতিশয় বিশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটরী মহোদয় কুমারের এতাধিক প্রিয় হইয়াছিলেন যে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া রাজকুমার যারপর কাতরতা সহকারে মহারাণীকে বলিয়াছিলেন যে "এন্সন আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন। আমি যতদিন এখানে আসিয়াছি, তত দিন প্রত্যেক কাজ আমরা একত্রিত হইয়া করিতাম, তিনি আমার সোদরের ন্যায় ছিলেন।"

অন্যান্য স্থায়ী পদ রাজনৈতিক সম্বন্ধবিহীন ব্যক্তিগণকে অর্পণ করা হইয়াছিল। রাজমন্ত্রী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পদের লোক পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা সে গুলি লর্ড এবং কমন্স সভার সভ্যগণকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইল।

পার্লেমেণ্টের আইনের দ্বারা রাজকুমারকে মহারাজ্ঞীর ঠিক নিম্নস্থ প্রাধান্য দিবার যে প্রস্তাব করা হয় তাহা ব্যর্থ হওয়ায় লর্ড ব্রাউমান মহারাজ্ঞীর বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative) দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, কিন্তু লর্ড মেলবরণ তাহার কোন উত্তর দানে সম্মত হয়েন নাই। এক্ষণে উভয়

সম্প্রদায়ের নেতাগণের সম্মতিক্রমে তাহার উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করা হইল। প্রকাশ্য পত্র দ্বারা রাজকুমারকে যে কোন উপাধি, যে কোন প্রাধান্য দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা মহারাজ্ঞীর ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য মিষ্টার গ্রেভিল একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ডিউক ওয়েলিংটনকে দেখাইলে তিনি তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া উল্লেখ করেন যে "মহারাজ্ঞী প্রিভি কাউন্সিল এবং পার্লেমেণ্ট সভা ব্যতিত সর্ব্বত্র সে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন।" লর্ড চ্যান্‌সেলর এবং লর্ড লিণ্ডার্ষ্ট ও এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই বিষয় মহারাজ্ঞীর গোচর হইলে ৫ই মার্চ দিবসে তদ্বিষয়ক প্রকাশ্য পত্র বাহির হয়। যদ্দারা রাজকুমার রাজ্ঞীর পরবর্ত্তী পদ যাবজ্জীবন অধিকার করিয়া ছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহারাজ্ঞী রাজনৈতিক দলাদলিতে বড়ই অনুরক্তা ছিলেন। বিবাহের পরে তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হয়। রাজকুমারের গার্হস্থ্য বন্দোবস্তের অনুষ্ঠান দেখিয়াই তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

এই সময়ে রাজকুমারকে সাধারণের পরিচিত করিবার জন্য অনেকবার দরবার (Levee) লেভি ও (Drawing room) ড্রয়িং রুম হয়। * অনেক অভিনন্দন পত্র, অনেক প্রদর্শনী অনেকবার নাট্যশালাদি দর্শন করা হয়। মহারাজ্ঞীও অনেকবার রাজভোজ প্রদান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই অভিনয় দর্শনে উপ-

* লেভিতে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ এবং প্রজাগণ উপস্থিত হইয়া রাজ দর্শন করিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিলে রাজপারিষদ তাঁহাকে পরিচিত করেন রাজা প্রত্যভিবাদন করিলে তিনি তথা হইতে অপসৃত হয়েন। ড্রয়িংরুমে মহিলাগণ উক্ত প্রকারে রাজদর্শার্থে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

স্থিত হইতেন, রাজকুমার উহাতে বড় অনুরক্ত ছিলেন; যতবার অভিনয় দর্শনে গমন করেন, তাহাদের মধ্যে ছয় বার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই কয়েক বারেই কভেণ্ট উদ্যানে মাডাম ভেষ্ট্রিশ, মিষ্টার চার্লশ ম্যাথিউস এবং চার্লশ কেম্বল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিনেতাগণ সেক্সপিয়ারের উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্যের অভিনয় করেন। রাজকুমার সেক্সপিয়রের বিলক্ষণ মর্ম্ম বুঝিতেন।

জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে, অধিক রাত্রি জাগরণে রাজপুত্রের জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রথমতঃ কিছু দিন বড় কষ্ট কর হইয়া উঠে। ৯ই মার্চ্চের একখানি পত্রে তিনি উল্লেখ করেন,—"আমার নিকট এত অভিনন্দন পত্র আসিতেছে, এবং আমাকে এত লোকের সহিত আলাপ করিতে হইতেছে যে আমি তাঁহাদিগের সকলের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এ সমস্ত শুধরাইয়া যাইবে। গত বারের লেভির পর ভিক্টোরিয়া আমাকে 'অর্ডর অফ দি বাথ' উপাধি দিয়াছেন।"

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের "ঈষ্টার" † উইণ্ডসর প্রাসাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই দিন রাজপুত্র সেণ্ট জর্জ্জের

† ঈষ্টার—সমাধির পর যে দিন যিসুখৃষ্ট পুনরুত্থান করেন।

ধর্ম্মমন্দিরে মহারাজ্ঞীর সহিত প্রথম ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। মহারাণী লিখিয়াছেন “সেই দিন আমরা দুই-জনে একত্র আহার করি, ‘মেজোর্টের রিকুইম’ অভিনয় করি, তাহার পর কুমার আত্মজ্ঞান’ এবং ‘উপা-সনার সময়’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।”

২০·শে এপ্রিল সোমবার দিন রাজকুমারের এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে আঘাত ততটা সাংঘাতিক হয় নাই। মহারাণী তাঁহার দৈনিক বিবরণী মধ্যে লিখিয়াছেন,—“ইহাতে তাঁহার মুখশ্রী বিকৃত হইয়াছিল। এবং আমাকে বলিয়াছিলেন ‘পাছে আপনি আমার দুর্ঘটনায় ভীতা হয়েন সে জন্য বড় শঙ্কা-কুল হইয়াছিলেন। তাঁহার বাহুতে আঁচড়, এবং উরু ও আঁটুতে বেদনা লাগিয়াছিল। পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া বিশ্রী হইয়াছিল। আমার প্রিয়তম, অতুল, অমূল্যধন স্বামী যে বিপদে পতিত হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া আমি কম্পিত হইতেছি, এই ভয়ানক পতন বড়ই সাংঘা-তিক হইত।”

মহরাজ্ঞী কখন তাঁহার মাতার নিকট হইতে পৃথক অবস্থিতি করিতেন না, এবং ইংলণ্ডে আগমনাবধি ডচেশ

কেণ্ট মহোদয়াও কখন একাকিনী থাকিতেন না। এক্ষণে তাঁহার পৃথক বাসস্থল প্রয়োজন হইল। তদনুসারে ১৩ই এপ্রিল তিনি বেলগ্রেভ স্কোয়ারের ‘ইগ্রেষ্টি’ গৃহে স্থানান্তরিত হইলেন। তথায় কুমারী আগষ্টার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন। কুমারীর মৃত্যুর পর ফ্রগমোর নামক গৃহটীও তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। যদিও তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেন তথাপি প্রায় প্রতি দিন মহারাজ্ঞীর সহিত একত্র আহার করিবার জন্য আসিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে কুমার বড় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। মার্চ মাসে তিনি প্রাচীন সঙ্গীত সমাজের একজন অধ্যক্ষ রূপে মনোনীত হয়েন। অধ্যক্ষদিগকে পর্য্যায় ক্রমে হানোবর স্কোয়ারস্থিত সঙ্গীতালয়ে যাইয়া বাদ্যযন্ত্রাদি চালনা করিতে হইত। মহারাজ্ঞী এই সময়ে সিগ্নর লাব্লেচের * নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন।

* সিগ্নর লাব্লেচ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মহারাজ্ঞীকে সঙ্গীত শিখাইতেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, এমত নহে, অতি উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা অতিশয় চতুর, বুদ্ধিমান, ও দয়াদ্র্চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্ঞী এবং রাজকুমার আলবার্ট উভয়েই তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা একজন ফরাসীস এবং মাতা আইরিস কন্যা ছিলেন। নেপল্‌শ নগরে তাঁহার জন্ম হয়।

কুমার সর্ব্বদাই সঙ্গীতালোচনায় তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিতেন, এবং মহারাজ্ঞীর সহিত একত্র গান করিতেন।

২৩শে মে মহারাজ্ঞী কুমার আলবার্টের সহিত সঙ্গোপনে আপনার জন্মদিন প্রতিপালনের জন্য ক্ল্যারমণ্ট যাত্রা করিলেন। সাধারণ উৎসবের জন্য অন্য দিন ধার্য্য করিয়া প্রকৃত জন্ম দিন এইরূপে রক্ষার প্রথা এখনও প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী বর্ষে "অসবরণ" ক্রীত হইবার পরে তাহাতেই তাঁহার জন্ম দিন রক্ষা করা হইত, কিন্তু ৪৬ খৃষ্টাব্দ ব্যতীত ৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখন ফ্রান্সের নির্ব্বাসিত রাজবংশকে বাসের জন্য ক্লারমণ্টের রাজকীয় আবাস প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে রাজ্ঞী সেই স্থানে আপন জন্মদিন যাপন করিতেন। মহারাজ্ঞী ক্লারমণ্টে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বলেন—"বাল্যকালের অনেক সুখের দিন তথায় অতিবাহিত হইয়াছে।"

রাজকুমার দেশভ্রমণে এবং স্বভাব সৌন্দর্য্য দর্শনে স্বাভাবতঃ অনুরক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি ক্লারমণ্ট এবং তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। মহারাজ্ঞীও ক্রমশঃ তাঁহার রুচির অংশভাগিনী হইতে থাকেন। এই বিষয়ে তিনি পরবর্ত্তী জানুয়ারী

মাসের বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে,—"আমি পূর্ব্বে লণ্ডনে যাইতে বড় আনন্দানুভব করিতাম। কিন্তু আমাদিগের সুখবিবাহসময়ের পরে বিশেষতঃ গত গ্রীষ্ম কাল হইতে পল্লীবাস পরিত্যাগ করিতে বড়ই অনিচ্ছু এবং অসুখী হই, এবং পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিতে না হইলেই যেন আপনাকে সুখী জ্ঞান করি। আমার অতুলনীয় স্বামী এবং বন্ধু, যিনি আমার সর্ব্বেসর্ব্বা তাঁহার সহিত অবস্থানে নির্ম্মল, শান্তিময়, আনন্দনিকেতন পল্লীজীবনের সারবান সুখ লণ্ডনের আমোদ আহ্লাদ অপেক্ষা চিরস্থায়ী।"

দিন যত যাইতে লাগিল মহারাজ্ঞীর পল্লীবাসেচ্ছা ততই বলবতী হইতে লাগিল। ক্রমে লণ্ডনবাস তাঁহার পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। * কেবল তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কুমার আলবার্ট যখন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া কষ্টসাধ্য রাজকার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া তাঁহার আয়াসের অংশভাগী হইতেন তখনই লণ্ডনের ক্লেশ সহ্য হইত।

৪ঠা জুনে মহারাজ্ঞী-কুমার আলবর্টের সহিত

* মহারাজ্ঞী কৃত টীকা—মহানগরীর বায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী ছিল এবং শিরঃপীড়ায় স্বাস্থ্যহানি করিত।

"এপ্সয়ের" ঘোড়-দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন। এই ঘোড়-দৌড় দেখিবার জন্য প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সহধর্ম্মী রাজকুমারের সহিত পতিপ্রাণা মহারাজ্ঞীকে দেখিয়া যার পর নাই শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে অভিবাদন করে।

১০ই জুনে মহারাণী কুমারের সহিত বৈকাল ভ্রমণে বহির্গত হইলে কনষ্টিটিউসন হিলের নিকট গিয়া তাঁহার শকটখানি যখন মন্দ গমনে চলিতেছিল তখন অক্সফোর্ড নামা এক ব্যক্তি বন্দুকে গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার জীবনহানির চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকনিক্ষিপ্ত গুলি মহারাজ্ঞীর অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বার্ষিক লিপিতে (Annual register) লিখিত হইয়াছে। কুমার আলবার্ট ১১ই জুনে গোথার বিধবা ডিউকপত্নীকে যে পত্র লিখেন তাহাতে নিম্ন লিখিতরূপ অবগত হওয়া যায়।

"গত কল্য বৈকালে ছয়টার সময় হাইডপার্কের চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার সময় পিতৃস্বসা কেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র ফিটনে যাইতেছিলাম। প্রাসাদ হইতে দুই শত হাত যাইতে না

খাইতে আমি দেখিলাম একজন ক্ষুদ্র কদর্য্যদেহী পুরুষ আমাদিগের দিকে একটা সামগ্রী ধরিয়া আছে। সেটা কি ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে একটা শব্দ হইল। সেই শব্দে আমাদিগকে জ্ঞান শূন্য করিল। কেবল মাত্র ছয় পাদ ভূমি দূর হইতে গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া বামে একটী ঘোড়ার দিকে ফিরিয়া দেখিতেছিলেন এজন্য জানিতে পারেন না যে কেন তাঁহার কর্ণ প্রতিধ্বনিত হইল। অতি নিকটেই সেই শব্দ হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে পিস্তল হইতে গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের ঘোড়া চমকিত হইয়া উঠিল এবং গাড়ী থামিল। আমি ভিক্টোরিয়ার হাত ধরিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহার ভয় পাইয়াছে কিনা। এই কথায় তিনি হাসিলেন।

আমি পুনরায় সেই লোকটীর দিকে লক্ষ্য করিলাম। সে তখনও দুই হাতে দুইটী পিস্তল লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আমার হাসি পাইল। অকস্মাৎ সে পুনরায় পিস্তলে শব্দ করিল। এইবার ভিক্টোরিয়াও গুলি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং শীঘ্র আমার পাশে বসিয়া পড়িলেন। সেই পিস্তল নিক্ষিপ্ত গুলি বিপরীত দিকের দেওয়ালের গায়ে লাগিয়া

থাকিতে দেখা গিয়া ছিল। এরূপ অবস্থা গতিকে বুঝিতে পারা গেল যে গুলিটী তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া যাইত। আমাদের চারিদিকে যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল তাহারা প্রথমে উপস্থিত ঘটনা দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণে অগ্রসর হইয়া তাহার উপর পড়িল। আমরা শকটচালককে আজ্ঞা করিয়া নিরাপদে পিতৃস্বসার নিকট পৌছিলাম। তথা হইতে আমরা উদ্যানের ভিতর দিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার উদ্দেশ্য এই যে ভিক্টোরিয়ার সামান্য বায়ু সেবনের সঙ্গে গত ঘটনা সম্বন্ধে যে সাধারণের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাসহানি হয় নাই তাহাও দেখান হইল।

অদ্য আমি বড় শ্রান্ত। রাশি রাশি লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন তাঁহাদিগের সকলকে দুর্ঘটনার বিষয় বিস্তারিত অবগত করিতে হইতেছে।

এই অপরাধী ব্যক্তির নাম এডওয়ার্ড অক্সফোর্ড। সে সপ্তদশবর্ষীয় বালক; সামান্য পান্থাবাসের একজন চাকর-উন্মাদগ্রস্ত নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। এই দুর্ঘটনায় সমস্ত দেশ মধ্যে প্রকৃতিবৃন্দ বড়ই আকুল হইয়াছিল। অক্সফোর্ডের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় নাই। বিকৃতচিত্ত অনুমানে তাহাকে যাবজ্জীবন উন্মাদাশ্রমে অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে।"

এক্ষণে আমরা মহারাণীর সংসারপথে চলিবার সাধারণ নিয়ম গুলির উল্লেখ করিব। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ প্রাতে নয়টার সময় উপবাস ভঙ্গ করিতেন, উপবাস ভঙ্গের পর একবার বেড়াইতে যাইতেন, তাহার পরে রাজকার্য্য করিতেন।তদ্ব্যতীত চিত্র ও মুদ্রাকার্য্য করিতেন। দিবা দুইটার সময় মুষ্টিমেয় জলযোগ হইত। বৈকালে লর্ড মেলবরণ মহারাজ্ঞীর নিকট আসিতেন। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে রাজকুমার মহারাজ্ঞীকে লইয়া একখানি ক্ষুদ্র ফিটনে বেড়াইতে যাইতেন। যদি রাজকুমার গাড়িতে না গিয়া অশ্বারোহণে যাইতেন; তাহা হইলে মহারাজ্ঞী, তাঁহার মাতা কিম্বা অন্যান্য মহিলাগণের সহিত শকটারোহণে বেড়াইতেন। রাজকুমার প্রায়ই মহারাণীকে নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি "দাবা" খেলিতেন। এই খেলায় তিনি বড় অনুরক্ত এবং উত্তম পারদর্শী ছিলেন।

এই সময়ে কুমার চিত্রকার্য্যে অনেক সময় ব্যয় করিতেন। তিনি চিত্র করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। কিন্তু কিছু দিন পরে আর তাহাতে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ হয় নাই।

যদি অকস্মাৎ মহারাজ্ঞীর মৃত্যু ঘটনা সংঘটিত

হয় তাহা হইলে এক্ষণ হইতে মহারাজ্ঞীর অবর্ত্ত-মানে উত্তরাকারিত্বের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল। লর্ড মেলবরণ ডিউক ওয়েলিংটনের এবং তাঁহার দ্বারা সর রবার্ট পিল এবং রক্ষণশীল দলের নেতাগণের সহিত পরামর্শ করেন। সকলেই সম্মত হয়েন যে কেবল মাত্র রাজ কুমারই তাহার উপযুক্ত এবং এক মাত্র ব্যক্তি। তদনুসারে একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিলে কেবল সসেক্সের ডিউক ব্যতীত উভয় সভার সভ্যগণ সকলেই তাহা মনোনীত করেন। * যাহা হউক এই আইন নিরাপদে বিধি বদ্ধ হইয়া মঞ্জুর হইয়াছিল।

কুমার আলবার্ট এই সময়ে সাধারণের সহানুভূতি এবং লোকানুরাগ উপার্জ্জনে বহুল শ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নিয়তই শিল্প কৃষি এবং বিজ্ঞান বিদ্যালয় দর্শনে যাইতেন; স্থপতি এবং সাধারণ

* মহারাণীর খুল্লতাত সসেক্সের ডিউক পূর্ব্বেই লর্ড মেলবরণকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি লর্ড সভায় এই আইনের প্রতিবাদ করিবেন এবং কোন মতে রাজবংশের সত্ব লোপ হইতে দিবেন না— মহারাজ্ঞীর দৈনিক বিবরণ।

হিতকর কার্য্যের তত্ত্বাবধায়নে অনেক সময় ব্যয় করিতেন, শ্রামিকদিগের স্বাস্থ্য এবং মানসিক উন্নতিজনক কার্য্যে সর্ব্বদাই উদ্‌যুক্ত থাকিতেন। লণ্ডন নগরের ভিক্টো- রিয়া পার্ক হইতে ব্যাটারসি পর্য্যন্ত এবং রিজেণ্ট পার্ক হইতে ক্রিষ্টাল প্রাসাদ পর্য্যন্ত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্দ্দিকে নানা স্থান পর্য্যটন করিতেন। সাধা- রণের শুভদ কার্য্যে তিনি যার পর নাই আগ্রহ এবং উৎসাহের সহিত শ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

১১ ই আগষ্ট দিবসে প্রথমবার কুমার আলবার্ট মহারাজ্ঞীর সহযোগে পার্লেমেণ্ট সভায় উপস্থিত হয়েন; এবং সিংহাসনের অতি নিকটেই আপন আসন অধিকার করেন। বোধ হয় সসেক্‌সের ডিউক মহোদয়ের তা- হাতে কিছু আপত্তি ছিল, কিন্তু কিছুই উচ্য বাচ্য হয় নাই।

২৭ শে আগষ্ট কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে বিলক্ষণ সমারোহ হইয়াছিল। যথাযোগ্য ভোজ, নৃত্য গীতাদির কোনমতে ত্রুটী হয় নাই। রাত্রি- কালে লণ্ডননগর আলোক মালায় অলঙ্কৃত হইয়া- ছিল। এসময়ে কুমার ইংলণ্ডীয় ব্যবহার শাস্ত্র শিক্ষা

করিতে অতিশয় নিবিষ্টমনা হয়েন। "পোল" নামা বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তাঁহার অধ্যপনা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বরে তিনি প্রীভি কাউন্সিলের এক জন সভ্য নিযুক্ত হয়েন।

২২শে সেপ্টেম্বর ক্লারেন্স গৃহে কুমারী আর্ণেষ্টা সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে। ১লা অক্টোবরে রাজকুমার এবং মহারাজ্ঞী উভয়ে ক্লারমণ্ট যাত্রা করিয়াছিলেন; সেখানকার প্রত্যাগগমনে উভয়ে 'হালেম' রচিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত পাঠ করেন। একাদশ সংখ্যক জুমার সৈন্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইয়া কুমার এই সময় সর্ব্বদাই প্রথম সংখ্যক রক্ষী সেনাদলে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। এক্ষণে সৈনিক সম্প্রদায়ের ইংলণ্ডীয় যুদ্ধপ্রথা এবং সৈনিক আজ্ঞাবাক্য সকল বিশেষ রূপে অবগত হওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

রিজেন্সী আক্ট সম্বন্ধে আন্দোলন হইবার সময় ব্যারণ ষ্টকমার ইংলণ্ডে ছিলেন, উক্ত আইন বিধিবদ্ধ এবং মঞ্জুর করাইবার জন্য তাঁহাকে অনেক শ্রম এবং যত্ন করিতে হইয়াছিল। সেই কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা

হইলে তিনি আপন শান্তিময় আবাস কোবর্গ যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

১৩ই নবেম্বর রাজকাছারী বকিংহাম প্রাসাদে প্রত্যাগত হইবার পরে ২১শে নবেম্বর মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসবকালে মহারাজ্ঞীর কোন কষ্ট হয় নাই। রাজকুমার এবং রাজ্ঞী উভয়েরই বড় ইচ্ছা ছিল যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবেন, কিন্তু তাহা না হওয়ায় যেন তাঁহারা কিছু ভগ্নোৎসাহ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মহারাণী সূতিকাগারে থাকিবার কালে রাজপুত্র সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিয়া শুশ্রুষা করিতেন, যাবতীয় রাজ কার্য্য দেখিতেন, কোন অংশে পরিশ্রমের ক্রুটী করিতেন না। মহারাজ্ঞী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহারা উইণ্ডসরে গমন করেন। এই খানেই খৃষ্টীয় জন্ম দিবসের উৎসব সম্পন্ন হয়।

ব্যারণ ষ্টকমারের পরামর্শানুসারে ইতি পূর্ব্বেই নবজাতা রাজনন্দিনীর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "জীবনের প্রথম দিন হইতে মনুষ্যের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ধাত্রীই প্রথম শিক্ষাদাত্রী, এজন্য সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োগ বাঞ্ছনীয়।"

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ্ঞীর বিবাহের বাৎসরিক দিবসে বকিংহাম প্রাসাদে অভিনব রাজকুমারীর নাম করণ ও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা হয়। কুমারীর নাম "ভিক্টোরিয়া এডেলেড মেরী লুইশা" রক্ষা করা হইল। ইনিই এক্ষণে জর্ম্মনীর যুবরাজবধূ হইয়াছেন। দীক্ষা কার্য্যে সাক্ষি কোবর্গ এবং গোথার ডিউক অনুপস্থিত বিধায় তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি রূপে ডিউক ওয়েলিংটন, বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড, চতুর্থ উইলিয়মের বিধবা মহিষী, গ্লশেষ্টার, কেণ্ট এবং সসেক্সের ডিউকপত্নীগণ প্রতিভূর কার্য্য করেন। *

শীতকালে সৌধমালা ভূষিতা ইংলণ্ড ভূমি ঘনতর তুষারাচ্ছন্ন হয়, পথ, ঘাট, গ্রাম, পল্লী, মাঠ জলাশয় তুষার রাশিতে ধপ্ ধপ্ করিতে থাকে, আকাশে সূর্য্যদেব তুষারাবৃত থাকেন, যেন সোনার থালা সাদা চাদরে ঢাকা বলিয়া বোধ হয়। এই সময় বরফ সমাচ্ছন্ন জলাশয়ের উপর ইংলণ্ডবাসীগণ মহানন্দে স্কেটীং ক্রীড়া করিয়া থাকেন। রাজকুমারীর দীক্ষার পূর্ব্ব দিনে

* খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথা মত নবজাত শিশুর দীক্ষা কালে যাঁহারা শিশুর প্রতিনিধি রূপে খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া থাকেন এবং শিশু বড় হইয়া যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিভূ হয়েন তাঁহাদিগকে স্পনসর অর্থাৎ ধর্ম্মপিতা বা ধর্ম্মমাতা বলা হয়।

কুমার আলবার্ট বকিংহাম প্রাসাদসংলগ্ন জলাশয়ের উপর স্কেটিং ক্রীড়া করিতে করিতে জলমগ্ন হইলে মহারাজ্ঞী তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীতা হয়েন কিন্তু তাঁহারই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে কুমার রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ের বড়ই দুর্দ্দশা হইয়া উঠে। শিল্পপ্রধান প্রদেশসমূহ দারিদ্র্যদুঃখে পরিপূর্ণ হয়। সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে রাজমন্ত্রীদল কোন কালেই রাজকর সম্বন্ধে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা উপস্থিত বিপদে কার্য্যকারিতাবিহীন হইয়া, কি অন্তর কি বহির্ব্যাপার কিছুতেই কিছু করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা আয় ব্যয়ের এক হিসাব উপস্থিত করেন, তাহাতে শস্যের উপর ৮ শিলিং শুল্কের প্রস্তাব করা হয়, ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থভীতি উৎপাদন করে, এবং বিদেশীয় শর্করা ও কাষ্ঠের শুল্ক হ্রাস করায় ব্যাবসায়িক সম্প্রদায়ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। ব্যারণ ষ্টকমার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লর্ড মেলবরণকে ইহার ভাবী অপকারিতা জ্ঞাপন করিয়া ছিলেম।

এই সকল ব্যাপার কুমারের কিছুই অবিদিত ছিল না। যেহেতু তিনি মহারাজ্ঞীকে উপযুক্ত

সাহায্য দানে আপনাকে সমর্থ করিবার জন্য কিয়দ্দিন হইতে রাজনীতি এবং ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। রাজমন্ত্রী পরিবর্ত্তনে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে এবং মহারাজ্ঞী সকল অভ্যাপাত হইতে যাহাতে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহার জন্য এক্ষণে বিশেষ চেষ্টবান হইলেন। এই বিঘ্নসমাকুল অবস্থায় মহারাজ্ঞীর বড় দুশ্চিন্তা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনে স্থির ধারণা ছিল যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ কালে তিনি একাকিনী ছিলেন এক্ষণে রাজকুমার স্বত্বে তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীন। এই সময়েও আমাদিগের মহারাণী তাঁহার মাতুল লিওপোল্ডকে লিখিয়াছিলেন যে,—"আলবার্ট আমার পক্ষে প্রকৃতই অতুল সুখ স্বরূপ, এবং উপস্থিত ব্যাপারে যত দূর সম্ভব আমার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া এবং আমাকে কোন পক্ষে পক্ষপাতিনী হইতে না দিয়া মহাযত্ন লইতেছেন। আপনি যেমন বলিয়া থাকেন তাঁহার বিবেচনা শক্তি ঠিক তেমনি প্রখর এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।"

এই সময়ে মহারাজ্ঞী রাজকুমারের সহিত রাজ্যের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। নূনেহাম, অক্সফোর্ড,

ওবরণ আবি, পানসাঙ্গর, ব্রকেটহল এবং হাটফিল্ড পর্য্যায় ক্রমে রাজদম্পতির শুভদর্শনে চরিতার্থতা লাভ করে। তাঁহারা যখন যেখান দিয়া যে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই সেই স্থানের রাজভক্তিপ্রদীপ্ত প্রকৃতি পুঞ্জ মহা আনন্দ এবং সমাদরে তাঁহাদিগের সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যদিও রাজকুমারের একাদশ সংখ্যক “হসার” সৈন্য তাঁহাদিগের শরীররক্ষী রূপে সঙ্গে যাইতেছিল। তথাপি ডান্সটেবল নামক স্থানের কৃষকগণও অশ্বারোহণে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। তুরঙ্গমগণের পদপ্রহত ধূলিরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। * ওবরণ আবি হইতে পুনর্গমনকালে তাহারা এত দ্রুত গমনে আসিয়াছিল যে তাহাতে বোধ হইয়াছিল যেন তাঁহারা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন।

মে মাসের শেষ ভাগে মহারাজ্ঞীর মাতা ডচেশ কেণ্ট মহোদয়া আপন জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য জর্ম্মণীতে গমন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পর তিনি এই প্রথম বার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। ৭ই জুন দিবসে রাজ্ঞীমাতা ব্যাভেরিয়া প্রদেশের অমরবচ হইতে নিম্নোক্ত

* Queen's Journal

পত্র খানি লিখিয়া ছিলেন। মহারাজ্ঞীর পিতা স্বর্গীয় ডিউক কেণ্ট মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিণয়ের পর এবং আমাদিগের ভারতমাতা ভিক্টোরিয়ার ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

"তোমাকে যে আমি এই স্থান হইতে পত্র লিখিতেছি তাহা আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। আমার মন অতিশয় আবেগ পূর্ণ, তোমার আলবার্টের এবং অমূল্য নিধি তোমার ক্ষুদ্র কন্যাটীর চিন্তায় সর্ব্বদা নিবিষ্ট। এখানকার দরিদ্র প্রকৃতি পুঞ্জের সাদর সম্বর্দ্ধনায় আমি সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইয়াছি; তাহাদিগের পবিত্র প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। এই ক্ষুদ্র স্থানটী সর্ব্বত্র কোলাহলময়। তোমার প্রিয় পিতা যে গৃহে বাস করিতেন আমি তাহাতে অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু চার্লশ * আমার জন্য একটী সুন্দর সুশ্রী গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীটীর অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৮১৯

* চার্লশ—ডচেশকেণ্ট মহোদয়ের পুত্র এবং লিনিঞ্জেনের কুমার।

তাহার ফল জানিবার জন্য ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া আছে।” নাগরিক নির্ব্বাচনের ফল ইংলণ্ডের সকল স্থানের নির্ব্বাচনসূচক।” ১৫ ই জুলাই লর্ড মেলবরণ মহারাজ্ঞীকে অবগত করিয়া ছিলেন যে “রক্ষণশীলদিগের (ভোট) সম্মতির সংখ্যা অধিক হইয়াছে। আমি জানিতাম এরূপ হইবে।”

২৬ শে জুলাই মহারাজ্ঞী এবং তদীয় স্বামী ওবরণ আবিতে বেডফোর্ডের ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা পানসাঙ্গর যাত্রা করেন। আসিবার সময় ব্রকেটহলে লর্ড মেলবরণের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে হাটফিল্ড হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। এযাত্রাও মহারাজ্ঞী আপন প্রজাগণের অসাধারণ রাজভক্তি দর্শনে চমৎকৃত হয়েন।

রাজকুমার তাঁহার শ্বশ্রূকে লিখিয়াছিলেন ওবরণ আবি বাস্তবিক বড় সুন্দর এবং যতদূর হইতে পারে সজ্জিত ও স্বাস্থ্যকর।

বেলজিয়মের রাজ্ঞী ছয় সপ্তাহ কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া এক্ষণে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

১৯ শে আগষ্ট পার্লেমেণ্ট সভার অধিবেশন হয়

খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যখন আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই তখন তোমার পিতা সেই সকল সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া ছিলেন।”

১৮ ই জুনে কুমার আলবার্ট বকিংহাম প্রাসাদ হইতে উহার এইরূপ উত্তর লিখিয়া ছিলেন;—“প্রিয় মাতঃ, অমরবচ হইতে আপানার দীর্ঘ পত্র খানি পাইয়া আমি আপনার নিকট বহুল ধন্যবাদের জন্য ঋণী। ...... আমরা তিন দিন ইওর্কের আর্চবিশপের নিউনেহাম আলয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তথা হইতে অক্স-ফোর্ড গিয়া সেখানে অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া আগামী কল্য চিশউইকে ডিভনসায়ারের ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিব। সোমবার দিন উল উইচে ‘ট্রাফালগার’ রণতরী প্রতিষ্ঠার্থ যাইব। মঙ্গলবারে পার্লেমেণ্টে উপস্থিত হইব; বুধবার দিন খুড়ামহাশয় লিওপোল্ড, এবং খুড়িমা লুইশী এখানে আসিবেন। ব্রহস্পতিবার দিন পার্লেমেণ্ট বন্ধ হইবে, শুক্রবার দিন লণ্ডনস্থ পোর্টার সমাজগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিব ইত্যাদি।”

তিনি ২৮ শে জুনে লিখিয়াছিলেন;—“আগামী কল্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে। সমস্ত পৃথিবীর লোক

সেই অধিবেশনে লর্ড মেলবরণ পরাস্ত হয়েন। তাঁহার বিপক্ষে পার্লেমেণ্টের ৬২৯ জন সভ্যের মধ্যে ৩৬০ জনের সম্মতি প্রদত্ত হয়। এজন্য তাঁহাকে রাজমন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ২৮ শে আগষ্ট সন্ধ্যা-কালে তিনি উইণ্ডসর প্রাসাদে মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি কেবল মাত্র মহারাণীর জন্য অতিশয় দুঃখিত; ক্রমিক চারি বৎসর কাল প্রতিদিন তাঁহার সহিত দেখা শুনা হইত এক্ষণে একবারে তাহা বন্ধ হইতে চলিল। কুমার আলবার্ট সম্বন্ধে তিনি মহারাজ্ঞীকে বলিয়াছিলেন রাজপুত্র সকল বিষয় উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন এবং একজন চতুর ও সক্ষম পুরুষ। পর দিন প্রাতঃকালে লর্ড মেলবরণ যখন বিষণ্নমনে প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন তখনও বলিয়াছিলেন "রাজপুত্র এরূপ সক্ষম যে তাঁহা হইতে তিনি অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।"

কিয়দ্দিবস পরে মহারাজ্ঞী তাঁহার মাতুল লিওঁ পোল্ডকে লিখিয়াছিলেন যে, "লর্ড মেলবরণ আল-বার্টের বিচক্ষণতা এবং বিবেচনাজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আমি তাঁহার নিকট বহুমূল্য উপদেশ এবং আনুকূল্য প্রাপ্ত

হইব। ইহাতে আমি স্বভাবতঃ সুখী এবং গৌরববতী মনে করি। লর্ড মেলবরণ তোষামোদ করিবার লোক নহেন। তিনি নিজে না জানিলে কখনই এরূপ বলিতেন না।”

লর্ড মেলবরণের পরাভবে রক্ষণশীল (টোরী) সম্প্রদায়ের নেতা সার রবার্ট পীল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। এক বৎসর পূর্ব্বে সার রবার্ট মহোদয় রাজপুত্রের বৃত্তি নির্দ্ধারণ কালে বিপরীত বাদীদিগের পক্ষ সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে হয়ত কুমার তাঁহার মন্ত্রীত্বে সুখী হইবেন না কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার কালে সদাচার এবং সরলতার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান নাই। ভাব ভঙ্গী কথা বার্ত্তায় তাঁহার মনে সেই স্বার্থক্ষতির ছায়া মাত্রও ছিল বলিয়া বোধ হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই অভিনব মন্ত্রী মহোদয় রাজপুত্রের উন্নত মনের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। সর রবার্ট পীলের মন্ত্রীত্বের প্রারম্ভেই রাজকুমার আলবার্ট ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের সুন্দর শিল্পোন্নতি সমিতির সভাপতি (প্রেসিডেণ্ট) নিযুক্ত হয়েন। রাজপুত্রের অভিপ্রায় মত এই সভায় সাম্প্রদায়িক সভ্য

নিয়োগের পরিবর্ত্তে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোক, পণ্ডিত, শিল্পী এবং গ্রন্থকারগণকে সভ্য নিযুক্ত করা হয়। এই সভা পার্লেমেণ্টের নূতন গৃহ নির্ম্মাণসূত্রে প্রথম সংস্থাপিত হইয়া শিল্পের বহুল উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; এবং এই সুবিধায় রাজকুমার সম্মিলিত (গ্রেট ব্রিটন ও আয়রলণ্ড) রাজ্যের সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের বহুতর সাম্ভ্রান্ত, গণ্য, মান্য ব্যক্তির সহিত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর ইংলণ্ডেশ্বরী এবং তাঁহার স্বামী ইহ সংসারের এক নূতন সুখের মুখ দেখিলেন; সুখের আশা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দিল; হস্তে জয় পতাকা; শিরে বিজয়মুকুট ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিল; মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েল্স বকিংহাম প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হয়েন। প্রসবান্তে মহারাণী সত্বর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৬ই ডিসেম্বর উইণ্ডসর প্রাসাদে পৌঁছিয়া মহারাণী তাঁহার মাতুল রাজা লিওপোল্ডকে লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা গত কল্য অতি বড় সুতিকাবাসের দাস দাসী, ধাত্রী প্রভৃতির সহিত এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আজিকার দিন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সৌরকরশোভিত সমুজ্জ্বল, প্রাতঃকালে বাহিরে

বেড়াইতে গিয়া মনে করিয়াছিলাম যেন আমরা কারা-মুক্ত কয়েদী। আমার নবকুমার সর্ব্বতোভাবে তাহার পিতার ন্যায় হইয়াছে। এরূপ ঘটনায় অবশ্য সকলেই আমার ন্যায় সুখী হইয়া থাকেন। আমার প্রিয়তম খুল্লতাত, এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত স্বামী লাভে আমি যে আপনাপনি কত সুখী, ঈশ্বরানুগৃহীত এবং শ্লাঘা বোধ করি তাহা বলিতে পারি না। আপনি যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন যে আপনিই এই বিবাহের উত্তরসাধক তাহা হইলে আপনার মনে কত আহ্লাদ হয়!"

রাজপরিবারদিগের নাম করণ দীক্ষাদি রাজপ্রাসাদেই সম্পন্ন হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের ভাবী ভূপের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হইল। উইণ্ডসরস্থ সেণ্ট জর্জের উপাসনা মন্দির এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল। বিশেষ সমারোহ ও আড়ম্বরের সহিত ২৫ জানুয়ারী দিবা ১০ টার সময় শুভ কার্য্য সমাধা হইল। অনেক দিন হইতে প্রুসিয়ার অধিপতি ফ্রেডরিক উইলিয়মের দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড দর্শনের আগ্রহ ছিল। তিনি শুভোৎসবের নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত মাত্র দীক্ষা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া একজন প্রধান প্রতিভূ হইলেন। প্রুসিয়ারাজ ব্যতীত ডচেশ কেণ্ট ডচেশ সাক্সি কোবর্গের, ডচেশ কেম্ব্রিজ ডচেশ

সাক্সি গোথার এবং কেম্ব্রিজের কুমারী অগষ্টা কুমারী সোফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিলেন, ডিউক কেম্ব্রিজ ও সাক্সি কোবর্গের কুমার ফার্ডিনাণ্ড স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রতিভূ হইয়াছিলেন। নব রাজকুমারের নাম "আলবার্ট এডওয়ার্ড" রক্ষা করা হইল। মহারাজ্ঞী বলেন, "প্রদীপ্ত আলোকমালায়, পতাকা শ্রেণীতে ও মনোহর সঙ্গীতে, পুরাতন উপাসনা মন্দিরের অপূর্ব্ব দৃশ্য, এবং চিত্তোন্মাদিনী সুষমা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা বর্ণন করা সম্ভব পর নহে।" ব্যারনেশ বান্সেন এই উৎসবের সমৃদ্ধি এবং সমারোহ সম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর জীবন চরিত মধ্যে ইহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন বিস্তৃতিভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না। পর দিন প্রুসিয়াধিপতি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন। এই অল্প সময় মাত্র ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া তিনি এতদূর আপ্যায়িত হইয়াছিলেন যে কয়েক দিন পরে তদীয় অমাত্য 'আণ্টন ষ্টোলবর্গ' ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখিয়াছিলেন যে,—"আমার প্রভু মহারাজা সেই চিরস্মরণীয় সময়ের কথা অতি সুখের সহিত স্মরণ করেন।" এই উপলক্ষে প্রুসিয়ারাজের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা জন্মে।

এই সময়ে বেডেনের কুমারী আলেক্‌জেণ্ড্রিনের

সহিত কুমার আর্ণেষ্টের শুভ পরিণয়ের সংবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু রাজকার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত মহারাজ্ঞী বা তাঁহার স্বামী কেহই তথায় যাইতে সমর্থ হইলেন না। এজন্য মহারাজ্ঞী আন্তরিক আগ্রহের সহিত রাজা লিওপোল্‌ডকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে কুমার আর্ণেষ্ট নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক মধুচান্দ্রবাসর* ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের এবং বিদেশাধিকৃত রাজ্যের অবস্থা এত দূর জটিল এবং বিশৃঙ্খল হইয়াছিল যে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্যই রাজকুমার অগ্রজের পরিণয়োৎসবে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে নানাপ্রকার রাজনৈতিক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে থাকে। রাজ্য মধ্যে শ্রমজীবীগণের কার্য্যের অপ্রতুলতা, বেতনের অল্পতা, খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা, এবং তদ্ধেতু শিল্পপ্রধান প্রদেশ সমূহের বিপুল ক্লেশের সংবাদে গবর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় উদ্বেগ উৎপাদন করিয়াছিল। এই সকল বিভীষিকা

---

* ইংলণ্ডীয় প্রথা মত নব পরিণীতা দম্পতিগণ বিবাহের পর এক মাস কাল গুরুজনের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সুখে সময়াতিপাত করেন। ইহাকেই ইংরেজীতে 'হনিমুন' কহে।

নিরাকরণের জন্য মহারাজ্ঞীকে নানারূপ অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং তাঁহার জন্য কুমার আলবার্ট কয়েক দিনের জন্যও তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থিত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন। আবার এই সময়েই চীনদেশে ভীষণ সমর সংঘটন এবং আফগানিস্থানে ব্রিটিশ সৈন্য যারপর নাই বিপন্ন হইয়াছিল। রাজ্যের অর্থকৃচ্ছ্রতা নিরাকরণ জন্য মন্ত্রীপ্রবর সর রবার্ট পীল নূতন ইন্‌কম্‌ট্যাক্স (আয়কর) প্রবর্ত্তিত করেন। দয়াবতী মহারাণী আপন প্রকৃতিবর্গের দারিদ্র্য দুঃখের জন্য যার পর নাই দুশ্চিন্তামগ্ন থাকিতেন, এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সুখশান্তি পরিহার করিয়া সতত অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিহিত উপায় চিন্তা করিতেন। যাহা হউক মহারাজ্ঞীর সৌভাগ্যবলে, তাঁহার পুণ্য প্রতাপে সে সকল অভাব মিটিয়া গিয়াছিল, এবং স্বদেশ ও বিদেশীয় রাজ্য পুনরায় সুখসমৃদ্ধিময় হইয়াছিল।

এই দুর্বৎসরে দারুণ দুশ্চিন্তার সময় ফ্রান্সিস নামা আর এক দুরাত্মা মহারাণীর অমূল্য জীবনরত্ন অপহরণের প্রয়াস পাইয়াছিল। ২৯ শে মে রবিবার দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি স্বামীসহ সেণ্টজেমস্ প্রাসাদের উপাসনালয় হইতে আসিতেছিলেন, ষ্টাফোর্ড হাউসের নিকটে রাজদর্শনপিপাসু প্রকৃতিকুলের জনতা মধ্য হইতে

পাপিষ্ঠ ফ্রান্সিস পিস্তলে গুলি নিক্ষেপ করে। ঈশ্বরানুগ্রহে এবারেও মহারাজ্ঞীর একগাছি কেশেরও হানি হয় নাই। পুলিসের যত্নে সে ব্যক্তি ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইলে ১৭ ই জুন তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। করুণহৃদয়া প্রজা বৎসলা মহারাণী যাহাতে ফ্রান্সিসের প্রাণদণ্ড না হয় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হয়। কিন্তু যে দিন পাপমতি ফ্রান্সিসের নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রচারিত হয় সেই দিনেই "বীন" নামক আর একজন নরকুল কলঙ্ক আবার মহারাণীর প্রতি গুলি চালনা করে। করুণানিধান মঙ্গলময় ঈশ্বর এবারেও আমাদিগের মহারাজ্ঞীর পবিত্র জীবন বিঘ্নবিহীন রাখিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সর্‌রবার্ট পীল এই সময়ে কেম্ব্রিজে ছিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাণীর সাক্ষাৎকার লাভে নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার পর সুখাতিশয্য হেতু আপনার স্বাভাবিক আত্মসংযমতা রক্ষণে অসমর্থ হইয়া অশ্রুধারায় হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে ১২ই জুন রাজহত্যাপ্রয়াসীদিগের দণ্ডবিধান সম্বন্ধে একখানি অভিনব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল এক্ষণে ১২ ই জুলাই

তাহা অনুমোদিত হইয়া আইনে পরিণত হইল। এই আইনানুসারে উপরোক্তবিধ অপরাধীদিগের সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন, কঠিনশ্রম সহ বা বিনাশ্রমে তিন বৎসর কারাবাস, এবং আদালতের ইচ্ছানুসারে তিনবারের অনধিক প্রকাশ্যে বা সঙ্গোপনে যতবার যে প্রকারে ইচ্ছা বেত্রাঘাতের বিধান হয়। এই আইনের ব্যবস্থামতই ২৫ শে আগষ্টে বীনের বিচার হইয়া অষ্টাদশ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হয়।

জুলাই মাসের প্রারম্ভে কুমার আলবার্টের ভ্রাতা নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীর সহিত ইংলণ্ডে শুভাগমন করেন এবং এই মাসের ১৪ ই কোবর্গ রাজবংশের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ডিউক অর্লিনের অপমৃত্যুর সংবাদ উপস্থিত হয়। কয়েক মাস হইতে স্কটলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণ নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটাইয়া অবাধ্যতার সূত্রপাত করিলে মহারাজ্ঞী স্বামীসহ স্কটলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহাদিগের শুভ দর্শনে সকলেই যারপর নাই আনন্দোৎফুল্ল মনে একত্রিত হইয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। প্রকৃতির মুক্তহস্ততার পরিচায়ক স্কটলণ্ড ভূমি দর্শনে কুমার আলবার্ট বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২৩ শে নবেম্বর ওয়ামার কাশলে অবস্থিতি কালে মহারাজ্ঞী চীনদেশে শান্তি এবং আফগানিস্থান পুনর্জয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়েন এবং ভারতীয় ও চীনদেশীয় সৈনিকদিগের মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ কতক গুলি পদক বিতরণের আদেশ দেন।

মহারাজ্ঞীর প্রাসাদের কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ, ও অনুচর দিগের অনবধানতায় নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া কার্য্য করিতে থাকায় রাজপরিজনদিগের অসুবিধা, ব্যয়বহুলতাদি বিবিধ অমঙ্গলের সূত্রপাত হইয়া উঠে। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অসাবধানতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মে অমনোযোগী, কেহ কাহার কর্ত্তৃত্ব সহনে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং নানা গোলযোগ হইবারই সম্ভাবনা। প্রাসাদের কার্য্য যতদূর শোচনীয় হইবার হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক দিন পরে একদিন বেলা একটার সময় মহারাজ্ঞীর শয়নকক্ষে একখানি সোফার নিম্নে একটী বালককে লুকায়িত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে সেই দুষ্ট বালক মহারাজ্ঞীর জীবন বিপন্ন করিবার বা অন্য কোন দুরভিসন্ধি সাধনের চেষ্টায় ছিল। পরিচারকদিগের অয-

ত্নেই যে ইহা হইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিত তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই সকল বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য রাজপুত্র স্বয়ং পরিবারিক কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়া বহু পরিশ্রমে, অতিশয় যত্নে কিয়দ্দিনের মধ্যেই সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ডেশ্বরী অন্তঃস্বত্বা থাকা প্রযুক্ত কুমার আলবার্ট মহারাণীর প্রতিনিধি রূপে লেভি এবং ড্রয়িংরুম নামক দরবার করেন। সমাহুত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মহারাণীর তুল্যরূপে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। এই বৎসর ২৪ শে এপ্রিল মহারাজ্ঞীর দ্বিতীয়া কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ২ রা জুনে কোবর্গের বর্ত্তমান ডিউক, হানোবরের রাজা কুমারী সোফিয়া মাটিল্ডা এবং ফিওডোরের প্রতিভূতায় নবাভিজাতা রাজকুমারীর দীক্ষা ও নামকরণাদি অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং "এলিশ মড মেরী" তাঁহার নাম রক্ষা করা হইয়াছিল।

১ লা জুলাই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে মহা আড়ম্বরে একটী চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কৌতূহল প্রদীপ্ত হইয়া এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েন। চিত্রকরগণ বহুল পুরস্কার লাভে উৎসাহিত হইয়াছিল।

বহুদিন হইতে মহারাজ্ঞীর ইচ্ছা ছিল যে তিনি ফ্রান্সের রাজা লুইশ ফিলিপ ও তদীয় গুণবতী মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফরাসী রাজ্য, ফরাসী জাতি এবং ফরাসী রাজবংশের সহিত সখ্যতা বৃদ্ধি করেন। ফরাসী-রাজ মহারাজ্ঞীর পিতৃবন্ধু, এবং তাঁহার মাতুলানী কুমারী লুইশা ফ্রান্সরাজ দুহিতা ছিলেন। এই সম্বন্ধে উভয় রাজবংশে বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল। মহা-রাজ্ঞী বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কুমার আলবার্টের সহিত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে আগষ্ট "ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট" নামক নূতন বাষ্পীয়পোতে সাউথম্পটন নগর হইতে যাত্রা করেন এবং দুই দিন কাল ওয়াইট দ্বীপ এবং ডিভন উপকূলের নিকটবর্ত্তী সাগর ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার সময় ফ্রান্সের ট্রিপোর্ট নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। ফ্রান্সরাজ স্বয়ং তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ফ্রান্স ভ্রমণে আমাদিগের রাজদম্পতি অতীব আনন্দলাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা যারপর নাই সাদর ও সমারোহে সর্ব্বত্র গৃহীত হয়েন। ৭ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ফ্রান্সবাসে তত্রত্য রাজপরিবারদিগের শিষ্টতা ও সদাচারে পরম প্রীতি লাভ করিয়া রাজদম্পতি বেলজিয়ম

যাত্রা করেন এবং তথায় অবস্থিতি কালে ছয় দিন মধ্যে ব্রাজেশ, ঘেণ্ট, ব্রসেল্স, আণ্টর্প নগর সন্দর্শন করিয়া ২১ শে সেপ্টেম্বর উইণ্ডসর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

২৫ শে অক্টোবর মহারাজ্ঞী কেম্ব্রিজ গমন করেন। এখানে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য মহা আড়ম্বর ও আয়োজন হইয়াছিল। তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং যত্ন সহকৃত মহানন্দে গ্রহণ করেন। এই খানে রাজকুমার আলবার্ট ডি, শি, এল এবং পর দিন ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ছাত্রগণের হৃদয়লহরী সমুত্থিত আনন্দাভিবাদন বড়ই চিত্তাকর্ষী হইয়াছিল। রাজকুমার বলেন যে "কেম্ব্রিজে যেরূপ সমাদর পাইয়া ছিলাম আর কোথাও সেরূপ আদর পাইয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয় না।"

এই সময়ে আয়রলণ্ড অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল। ওকনেল নামক এক ব্যক্তি শাসনপ্রণালীর সংস্কারে বদ্ধ পরিকর হইয়া যাহাতে তদ্দেশে একটী পৃথক পার্লেমেণ্ট সংগঠিত হয় তাহার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি রাশি রাশি লোককে এই বিষয়ে উত্তেজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিষম বার্ত্তা ঘোষণা

করিতে থাকেন ; তাহাতে রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বিভীষিকার আশঙ্কা সঞ্চারিত হয়। ওকনেল এবং তাঁহার সহযোগীরা ধৃত হইয়া রাজদ্রোহিতাপরাধে বিচারার্থ প্রেরিত হয়েন। বিচারে ওকনেলএক বৎসর কারাবরোধে অবস্থিতি করিবার ও দুই সহস্র পাউণ্ড অর্থ দণ্ড দিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।

২০ শে নবেম্বর মহারাজ্ঞী আপন স্বামীসহ প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীলের ড্রেটন আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তথা হইতে রাজকুমার বারমিংহাম যাত্রা করিয়া তত্রত্য কলকারখানা সকল পরিদর্শন করেন। এই সময় এখানে চর্টিশ নামক সম্প্রদায় অবাধ্য হইয়া উঠে কিন্তু রাজকুমারের গমনে সকলেই শান্তভাব অবলম্বন করিয়া প্রভূত রাজভক্তি দর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারীতে কুমার আলবার্টের পিতা আকস্মিক পীড়ায় কোবর্গ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন ; এই হৃদ্বিদারক পিতৃবিয়োগ বার্ত্তায় কুমার অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি বড় পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতাও তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। পিতৃবিয়োগবিধুর সহধর্ম্মীর কাতরতা

দর্শনে মহারাজ্ঞীও সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শোকাগ্নি কিয়দ্দিবস ক্রমাগত প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে; তাঁহারা নিয়ত অশ্রু বর্ষণ করেন; কুমার বলিতেন তাঁহার এই ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। শোকসন্তপ্ত অগ্রজ, বৃদ্ধা মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয়-গণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ২৮ শে মার্চ তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। ৩১ শে মার্চ তথায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছিলেন। কুমার কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া ১১ ই এপ্রিলে উইণ্ডসরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মহারাজ্ঞীর চিত্তের শান্তিরক্ষার জন্য বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ড সস্ত্রীক স্বয়ং আসিয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন। কুমারের প্রত্যাগমনে তাঁহারা স্বরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।

কোবর্গ যাত্রাকালে রাজকুমার আলবার্ট মহা-রাজ্ঞীকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন;—"আমি এখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল আসিয়াছি এবং আপনার নিকট হইতে যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণই আমার অপ-ব্যয় হইল মনে করিতেছি। আমি কল্য যে স্থানে বসিয়া ছিলাম অদ্য আপনি তাহা শূন্য দেখিতেছেন

কিন্তু আপনার হৃদয়ে আমার যে স্থান আছে তাহা শূন্য থাকিবেনা। আমি ছেলেদিগের জন্য খেলনা এবং আপনার জন্য নানাপ্রকার মাটীর সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছি। আহা আমার প্রিয় প্রাচীন জন্মভূমি কেমন সুন্দর ও রমণীয়! আপনি যদি আমার সঙ্গিনী হইয়া এই সকল সুখের সহভাগিনী হইতেন তাহা হইলে আমার বড় সুখ হইত!”

এই বৎসর প্রিন্‌স আলবার্টের একটী প্রাচীনা কুকুরী উইণ্ডসর প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করে। এই পশু-বিরহে তিনি অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবন চরিতে কুকুরীর প্রভুভক্তির কথা বড়ই প্রবলা বলিয়া লিখিত আছে।

এই বৎসর কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁহারা পুনরায় স্কট্‌লণ্ডে গমন করিয়া ছিলেন। মহারাজ্ঞীর দৈনন্দিন বিবরনীতে লিখিত আছে যে,—“মাতা আমাদিগের নিকট বিদায় লইবার জন্য “এলিশ” এবং শিশু পুত্রটীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া ছিলেন তাহারা উভয়েই আমাদিগের সহিত যাইবার জন্য অধীর হইয়াছিল।” বর্ত্তমান বর্ষে অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্‌সভূপ “লুইশ ফিলিপ” প্রিন্‌স এবং মহারাজ্ঞীকে প্রতিদর্শন দিবার

জন্য সস্ত্রীক ইংলণ্ডে আসিয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের আগমনোপলক্ষে উইণ্ডসর প্রাসাদে মহা সমারোহে নানা প্রকার উৎসব হইয়াছিল! তাঁহারা যারপর নাই সমাদরে ও সাড়ম্বরে অভ্যর্থিত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গিয়াছিলেন। ফ্রান্সরাজ ইংলণ্ড হইতে বিদায় লইবার পর মহারাজ্ঞী প্রিন্স আলবার্টের সহিত জর্ম্মণী রাজ্যে গমন করেন। তাঁহারা যে দিন প্রাতঃকালে আপনাদিগের পুত্র কন্যা দুইটীকে ইংলণ্ডে রাখিয়া যাত্রা করেন সেই সময়ের বর্ণনা অতিশয় মধুর, স্বাভাবিক এবং স্নেহপূর্ণ। মহারাজ্ঞী লিখিয়াছেন যে—"যখন আমি পরিচ্ছদ পরিধান করি তখন আমার পুত্র কন্যা দুইটী নিকটে ছিল। আমার কন্যাটী বলিল "আমি কেন জর্ম্মণী যাইবনা?" আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহাকে সঙ্গে লইতাম। যেহেতু আমার বড় সাধ ছিল যে আলবার্টের জন্মভূমি দর্শন করিতে যাইবার কালে তাঁহার একটী ছেলেকে সঙ্গে লই কিন্তু পথ বড় কষ্টকর এবং কন্যাটী নিতান্ত বালিকা ছিল। দ্বারে দণ্ডায়মান তিনটী শিশুকে বিদায় করা বড়ই কষ্টকর বোধ হইয়াছিল।"

ইংলণ্ডের রাজদম্পতি উপযুক্ত রাজসম্মানের সহিত "এক্স-ল-চাপেল" "কলোন" এবং "ব্রুলের" প্রাসাদে

অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। নিশীথ সময়ে তাঁহারা সেই নয়নাভিরাম বিশ্রামভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ অসময়েও প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি তাঁহাদিগের সম্মানের জন্য আলোক রাশিতে সেই অন্ধকারময়ী রজনীকে দিবসের ন্যায় আলোকিত করিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে উপস্থিত হইয়াছিল। পরদিন তাঁহারা রাইন নদী বাহিয়া "ষ্টোলজেন ফেলের" প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। রাইন নদীর বাষ্পীয় যান বোধ হয় এতাধিক রাজা, রাজ্ঞী, রাজপুত্র, এবং ডিউকের ভার কখন বহন করে নাই। এই সকল আনন্দোৎসব অতিবাহিত করিয়া যখন তাঁহারা আপনাদিগের আত্মীয়গণের সহিত কোবর্গে মিলিত হইলেন, তখন সুখের সীমা রহিল না। মহারাজ্ঞীর মাতা এবং কুমারের ভ্রাতা অধীর ভাবে আশা পথ চাহিয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে (মহারাজ্ঞী বলেন) সোপান পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্রগণ দণ্ডায়মান ছিলেন। কোবর্গে পৌঁছিয়া তাঁহারা "রোসেনো" প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রোসেনোর যে কক্ষে মহারাজ্ঞীর প্রিয়তম স্বামী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তিনি সেই কক্ষ মনোনীত করিয়া লইলেন। মহারাজ্ঞী লিখিয়াছেন,—"আমার প্রিয়তম আল-

বার্টের অতিশয় ভালবাসার জন্মভূমিতে কেমন সুখী, কেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম! তিনি আমার সহিত একত্র এখানে থাকিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। সে সকলই রমণীয় স্বপ্নবৎ বোধ হইয়াছিল।”

সরল স্বভাব কোবর্গবাসীগণ বিশেষতঃ তত্রত্য বালকেরা তাহাদিগের প্রিয় রাজপুত্র এবং তাঁহার সম্মানিতা সহধর্ম্মিণীর দর্শনলাভে যে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহাদের অধিকাংশই কুসুম, কবিতা এবং সংঙ্গীতে তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিল। রাজদম্পতি কয়েক দিবস কোবর্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের বৃদ্ধা মাতামহীর সহিত গোথানগরে সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন; প্রত্যাগমন কালে “ইউ” নামক স্থানে ফ্রান্সের রাজা ও তাঁহার মহিষীকে ক্ষণিক সাক্ষাৎ প্রদান করিয়া সত্বর অসবরণ পৌঁছিলেন। তথায় রাজ পরিবারেরা তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট উইণ্ডসর প্রাসাদে মহারাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই বর্ত্তমান ‘ডিউক অফ এডিনবরা।’ নামকরণ কালে ইহাঁর “আলফ্রেড আর্ণেষ্ট আলবার্ট” নাম রক্ষা করা হয়।

জর্ম্মণি ভ্রমণান্তে তাঁহারা ওয়াইট দ্বীপের উপকূলবর্ত্তী রাজপ্রাসাদের অধিকারলাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। তাহার পর আর ব্রাইটনে গমন করেন নাই। সামুদ্রিক প্রাসাদের মধ্যে ব্রাইটনাবাস বড় বাঞ্ছনীয় ছিল না; যেহেতু তথা হইাত সমুদ্রের রমণীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। এজন্য ওয়াইট দ্বীপের নূতনাবাস ব্রাইটন অপেক্ষা মহারাজ্ঞী, প্রিন্স এবং তদীয় পুত্র কন্যাগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সুবিধাজনক হইয়াছিল। অসবরণ হইতে সামুদ্রিক দৃশ্য বহুদূর ব্যাপী, সমুদ্র সৈকত অতীব রমণীয়, বেলাভূমি অবলম্বন করিয়া উপকূল বর্ত্তী অরণ্যানি তাহাতে প্রস্থিত হইয়াছে। এই মনোহর সুষমাধাম অরণ্যে বসন্তের 'ভায়লেট' * প্রথম বিকসিত এবং 'নাইটিঙ্গেল' † প্রথম সমাগত হয়। চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি প্রচুর প্রসারিত ও সুন্দর। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শনেই যে প্রিন্স কেবল অনুরক্ত ছিলেন এমত নহে, তাঁহার উদ্ভিদুন্নতির প্রবৃত্তিও বলবতী ছিল। মহারাজ্ঞী অসবরণ হইতে লিখিয়াছিলেন,—"আলবার্ট এখানে সুখী

* ভায়লেট—ইংলণ্ডের বসন্তকালীন পুষ্পবিশেষ এবং নাইটিঙ্গেল পক্ষী বিশেষ।

থাকিতেন, সমস্তদিন উদ্ভিদরোপণ, তাহার বন্দোবস্ত করণ ইত্যাদিতে তিনি বাহিরেই থাকিতেন। লণ্ডনের বিরক্তি কর কার্য্যের পর এই সকল বড় শান্তিপ্রদ হইত।”

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ শস্যবিষয়ক আইন সংশোধনের জন্য ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। এই কঠোর আইনের প্রপীড়নে ইংলণ্ডীয় প্রকৃতিকুল কয়েক বৎসরে জ্বালাতন হইয়া পড়ে। এই পীড়াজনক আইন সংশোধনের প্রধান নেতা মহাত্মা কবডেন এবং মহাত্মা ব্রাইট। তাঁহারা দুঃস্থ প্রকৃতিপুঞ্জের আর্ত্তনাদে নীরব থাকিতে পারিলেন নাই। এই সকল আন্দোলনে সার রবার্ট পীলকে মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মহারাজ্ঞী গভীর দুঃখের সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় উত্ত-রাধীকারী লর্ড জন রাসেলকে প্রশান্ত ভাবে গ্রহণ করেন।

মহারাণীর বিবাহের পর ছয় বৎসর অতীত হইল রাজ পরিবার ছয়টী ছিল এক্ষণে সাতটী হইল। রাজ্ঞি-তনয়া কুমারী হেলেনা অগষ্টা ভিক্টোরিয়া মে মাসে ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রবলপ্রতাপ “কাউণ্ট ডি পারিশ” এবং “ডিকে চার্ট্রিসের” জননী, অর্লিনের বিধবা ডিউকপত্নী হেলেনা তাঁহার ধর্ম্মমাতা হইয়াছিলেন। এই সময়ে

প্রিন্স কনসর্ট তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ ডক উদ্ঘাটন করিবার জন্য লিভরপুল যাত্রা করেন। পর দিন তিনি নাবিকাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহারাজ্ঞী এই সময়ে তাঁহার সহিত থাকিতে না পারায় ব্যারণষ্টাকমারকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার প্রিয় প্রভু ব্যতীত আমি সর্ব্বদা মনে করিতেছি যেন আমার নিকট কেহই নাই। যদিও আমি জানি অপর ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রিয়জন হইতে পৃথক থাকেন, কিন্তু আমি তাহাতে অভ্যস্ত নহি। তিনি না থাকায় যেন প্রত্যেক কাজই প্রয়োজনীয়তা বিহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে দুই দিন পৃথক থাকিতে হইলে আমার বড় কষ্ট হইবে এবং আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আমাকে আমার স্বামী অপেক্ষা দীর্ঘজীবিনী না করেন।"

সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা অসবরণের অভিনব সামুদ্রিকাবাসে গমন করেন। প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে আনন্দোৎসব মধ্যে প্রিন্স জর্ম্মণ ভাষায় লুথারের একটী স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে প্রিন্স কনসর্ট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার মনোনীত হয়েন।

অল্প বয়স্ক যুবকের পক্ষে ইহা অতি গৌরবের কথা। এই উৎসবের সুসময়ে মহারাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটী মধুর কবিতা রচনা করেন। ট্রিনিটীর সুবিস্তীর্ণ দালানে সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ্ঞী অভিনব চ্যান্সেলারকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চান্সেলার মহাশয়ের পরিধানে সুবর্ণখচিত কৃষ্ণ পরিচ্ছদ বড়ই সুদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি মহারাজ্ঞী সমীপে একটী শ্রুতি সুখকরী বক্তৃতা পাঠ করেন। তদুত্তরে রাজ্ঞী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদিগের নির্ব্বাচনকে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজনৈতিক গগনে একটী দিব্য লাবণ্য জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, অত্যাশ্চর্য্য বাগ্মীতা দর্শনে অনেকেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই অসামান্য বক্তা হিব্রুকুলোদ্ভব একটী অল্প বয়স্ক যুবা। যিনি পরিণামে মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্র আলবার্টের মন্ত্রী এবং বন্ধুরূপে একমাত্র দ্বিতীয় হইয়া লর্ড মেলবরণের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী প্রবরের নাম বেঞ্জামিন ডিসরেলী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাশি রাশি রাজনৈতিক বিপ্লব এবং বিকৃত দৃশ্য স্কন্ধে লইয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ সম্মুখীন হইল। এই হুল স্থূল ব্যাপারে ইউরোপের সমস্ত সিংহাসন বিব্রত হইয়া উঠিল। ইউরোপগগনের চতুর্দ্দিকে গভীর বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হইল। ইউরোপসোদরা ব্রিটন ভূমিতেও তাহার প্রতিধ্বনি হইল। মিচেল, মিয়েগার, এবং ওব্রাইন নামা ব্যক্তিত্রয় "শিশু আয়রলণ্ড" ভূমিতে বিদ্রোহের সূচনা করিলেন। অতি সহজেই সেই বিদ্রোহাগ্নি প্রশমিত হইয়াছিল। নেতৃগণ সাহসী, সুবক্তা, এবং আগ্রহশীল যুবক। কিন্তু তাঁহাদিগের অনুচরগণ সংগ্রাম কুশল ছিলনা। চার্টিষ্ট সম্প্রদায়ও পুনরায় গাত্র প্রসারণ করিবার চেষ্ট্রা করিয়া বিফল যত্ন হয়েন। বাস্তবিক ইংলণ্ডের পক্ষে এসময়ে বিলক্ষণ আশঙ্কার কারণ ছিল। যৎকালে ফরাশী রাজ্য ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক

ভূকম্পনে ওতপ্রোত হইয়া পড়ে এবং তাহার স্থলে সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় তখন সেই বিপ্লববারিধি সমুত্থিত উত্তাল তরঙ্গ যে ইংলণ্ডের উপকূলে প্রহত হইয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারিত তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সেরূপ কোন ভীষণ তরঙ্গ ইংলণ্ডের দিকে প্রধাবিত হয় নাই। রাজ ভক্তিরূপ প্রাচীন সামুদ্রিক প্রাকার এবং রাজ্য শাসন স্বাধীনতায় তাহাকে সুদৃঢ় রাখিয়াছিল। এই ভীষণ বাত্যাবিনিক্ষিপ্ত অন্য কতকগুলি সামগ্রীর সহিত একটী পরিত্যক্ত পোতভগ্ন পুরুষ "জন স্মিথ" নাম গ্রহণে এবং একটী শুভ্র কেশী ভগ্নহৃদয়া রমণী "মিষ্ট্রেশ জন" পরিচয়ে ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। যখন তাঁহারা ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন তখন দেখিবামাত্র জানা গেল পুরুষটী ফ্রান্সরাজ "লুইশ ফিলিপ" এবং রমণীটী "মেরী এমিলি" তদীয় সহধর্ম্মিণী। কিছু দিন পরে পলায়িত অন্যান্য রাজাত্মীয়গণ ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

নির্ব্বাসিত ফরাসিভূপ ইংলণ্ডে আশ্রয়লাভার্থী হইলে আমাদিগের দীনজননী দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাজ্ঞী সপরিবারে অবস্থিতির জন্য তাঁহাকে 'ক্লারেমণ্ট' প্রাসাদ

প্রমাণ প্রদান করিয়া দুরবস্থাপন্ন বন্ধুগণের যথেষ্ট আনু-কূল্য করেন।

এই সময়ের উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে একটী সর্ব্বজন প্রিয়, মধুর স্বভাবসম্পন্ন, সংসার পথশ্রান্ত মহিলা গোথা নগর হইতে পরলোক প্রস্থান করেন এবং তৎ-পরিবর্ত্তে লণ্ডন নগরে একটী নবীনা, প্রতিভান্বিতা কুমারী ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েন। প্রথমোক্তা মহিলা প্রিন্স-কনসর্টের প্রিয় বৃদ্ধা মাতামহী এবং শেষোক্তাটী তাঁহার দুহিতা, "লুইশকেরোলাইন আলবার্টা," অধুনা লোরনের মার্কুইসসীমন্তিনী। ইনি লণ্ডনের বকিংহাম প্রাসাদে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ ই মার্চে ভূমিষ্ঠ হয়েন।

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ্ঞী প্রিন্স আল-বার্টের সহিত স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশের হৃদয় বিরা-জিত অভিনব ভূসম্পত্তি দর্শন করেন। প্রিন্স উক্ত ভূধরমালা পরিশোভিত প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া ছিলেন;—"আমরা অল্প সময়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিভৃত গিরিনিবাসে আগমন করিয়াছি, যথায় মানবমূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হইবার নহে; তুষাররাশি অচলশৃঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, এবং আরণ্য হরিণ ও হরিণীগণ গোপনে ধীরে ধীরে আমাদিগের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে

ভ্রমণ করিতেছে। আমি গোপনে নিরীহ মৃগকুলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকি—অদ্য দুইটী লোহিত মৃগ বধ করিয়াছি। প্রাসাদটী গ্রানিট প্রস্তর বিনির্ম্মিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড়াসমন্বিত, এবং স্রোতস্বতী "ডীর" সমীপবর্ত্তী, ঘনসন্নিবিষ্ট "বার্চ" তরু পরিবেষ্টিত উন্নত ভূখণ্ডের উপর সংস্থিত। এই গিরিশিখরবর্ত্তী স্থানের বায়ু বড়ই নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর, কিন্তু তুষারবৎ শীতল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাজ্ঞিপতি প্রিন্স প্রসিদ্ধ "গ্রিম্‌সবি" ডকের ভিত্তিস্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে একটী মহতী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা সমুদ্ধৃত করিতে হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থান সংকুলান হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাতে নিরস্ত থাকিতে হইল। তিনি লর্ড ইয়ারবরোর ব্রকল্‌সবি আবাস হইতে মহারাজ্ঞীকে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আপনার বিশ্বস্ত স্বামী আপনার ইচ্ছানুযায়ী অবগত করিতেছেন যে—১। তিনি এখানে জীবিত আছেন, ২। কাপ্তেন রস বা সরজন ফ্রাঙ্কলিন ব্যতীত তিনি লিঙ্কন কাথিড্রেল হইতে উত্তরকেন্দ্র আবিস্কার করিয়াছেন, ৩। তিনি ব্রকল্‌স্‌বিতে উপনীত হইয়া অভিনন্দন

গ্রহণ করিয়াছেন, ৪। অবশেষে তুষারাবৃত হইয়া অশ্বারোহণে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন ৫। পত্রবাহক এই পত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছে আপনি ইহা কল্য প্রাতঃকালে উইণ্ডসরে প্রাপ্ত হইবেন, ৬। উপসংহারে, তিনি আপন সহধর্ম্মিণীকে ভালবাসা অর্পণ করিয়া তাঁহার অনুরাগী স্বামী হইয়া অবস্থিত রহিলেন।" *

তাঁহার কৌতুকপ্রিয়া প্রণয়িনী এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত মনে তাঁহার কয়েকটী মনোনীতা বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন।

কয়েক মাস পরে একদিন মহারাজ্ঞী অনাবৃত শকটে আপনার পুত্র কন্যাগুলিকে লইয়া হত্যাভিলাষীদিগের বিহারক্ষেত্র কনষ্টিটিউসন হিলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময়ে উইলিয়ম হামিল্টন নামা জনৈক উন্মাদগ্রস্ত আয়রলণ্ডবাসী তাঁহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। তিনি ক্ষণেকের জন্যও আপনার আশ্চর্য্য আত্মসংযমতা নষ্ট করেন নাই, প্রত্যুত শকটচালনের আজ্ঞা দিয়া সান্ত্বনা দ্বারা পুত্র কন্যাদিগের ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা অক্সফোর্ড যখন প্রাণহানির প্রয়াস পায় তখন মহা-

* Victoria Queen of England.

রাজ্ঞী তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বারম্বার এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে থাকায় বড়ই বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। তথাপি কৃপাময়ী এডওয়ার্ডতনয়া অপরাধীর প্রতি সাত বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডের বিধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। দুরাত্মাদিগের এরূপ উদ্যম এই শেষ নহে। ১৮৭২খৃষ্টাব্দে ফিনিয়ান নামা এক পাপাত্মা মহারাজ্ঞীর জীবনের প্রতি হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিল। বস্তুতঃ সমস্ত ইউরোপ ভূমির মধ্যে আমাদিগের মহারাজ্ঞী অধিকতর প্রজাদুঃখকাতরা বলিতে হইবে। প্রজা তাঁহার আপনার মহামূল্য জীবননাশের প্রয়াস পাইল,তাঁহার অতুল সংসার-সুখ চিরদিনের মত নষ্ট করিবার জন্য উদ্যোগ করিল, তিনি তাহার প্রতিকারের জন্য তাদৃশ যত্নবতী হইলেন না।

এই সময়ে প্রিন্স কনসর্ট রাজ্যের নানা বিষয়ক কার্য্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অসবরণ এবং ব্যাল মোরেলের উদ্যানে বিবিধ বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ রোপণ ,ও গৃহ রচনার তত্ত্বাবধায়নাদি কার্য্য তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং তাহাতেই অধিক সময় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। সাধারণ হিতকর যে কোন কার্য্য হউক তাহাতেই তিনি আহ্লাদের সহিত অগ্রসর হইতেন। তিনি বিজ্ঞান,

শিল্প, সঙ্গীত আলোচনার উৎসাহদানে কখন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন রাজ পুরুষের পূর্ত্ত, স্থপতি, চিত্রাদি কার্য্যের বিলক্ষণ ভবিষ্যৎ জ্ঞান ছিল। টনেল কোম্পানির সভায় সর, ই,ডবলিউ ওয়াটকিন বলিয়াছিলেন যে ;—"বর্ত্তমান শতাব্দীর অসামান্য বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন প্রিন্‌স কনসর্ট মহোদয়ের উদ্যোগিতাই উপস্থিত কার্য্যের এক মাত্র কারণ।"

এই সকল কার্য্যের উপর তিনি আপনার পুত্র কন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে যত্ন লইতে উপেক্ষা করিতেন না। প্রিন্‌স অব ওয়েল্‌সকে এক্ষণে একজন শিক্ষকের অধীনে রক্ষা করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মিষ্টার বার্চ নামক এক ব্যক্তি এই কার্য্যের জন্য মনোনীত হয়েন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন। অষ্টম বর্ষীয় বালকের শিক্ষার পক্ষে এরূপ জ্ঞানবান লোক বিশেষ উপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই। শিক্ষকের বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি এবং শ্রমশীলতা স্বত্ত্বেও শুনা যায় প্রিন্‌স অফওয়েল্‌স না কি প্রাচীন শাস্ত্র সমুদায় হৃদয়স্থ করিতে প্রচুর আগ্রহবান বা নিশীথ প্রদীপের আলোকে আপনার রমণীয় নীল নয়নের দৃষ্টিহানি জন্মাইতে ও দৈহিক বলক্ষয় করিতে

প্রবৃত্ত ছিলেন না। প্রিন্‌স আলবার্ট কুমার দিগের শিক্ষা ভার কেবলমাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধায়ন করিতেন। মহারাজ্ঞীও স্বয়ং তাঁহার পুত্রগণের, বিশেষতঃ কন্যাকয়টীর শিক্ষাদান বিষয়ে অতিশয় যত্নবতী ছিলেন। দৈনিক বিবরনীতে তাঁহার গার্হস্থ্য প্রথার বিবিধ সদ্দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কন্যাগুলির ধর্ম্মশিক্ষা যতদূর সম্ভব, আপনার হস্তে রাখিয়াছিলেন; ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে,—"রাজকুমারী যখন তাহার প্রার্থনা বাক্যগুলি পাঠ করে তখন আমার নিজ কার্য্য প্রযুক্ত আমি যে নিকটে থাকিতে পাই নাই তাহা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর।"

এই বালিকার শিক্ষয়িত্রীকে তিনি যে কতকগুলি মহামূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন সে গুলি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার যোগ্য।

"কন্যাকে ঈশ্বরে এবং ধর্ম্মে অচলা ভক্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় পিতা পৃথিবীস্থ সন্তানগণকে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও আত্মদানে যে উৎসাহ দেন বালিকার মনে সেই প্রীতি ও আত্মদানানুভূতি থাকা আবশ্যক। কোন

মতে তাঁহার প্রতি ভয়ের সঞ্চার না হয়, এবং পরকাল ও মৃত্যুচিন্তা যেমন তাহার ভীতির কারণ না হইতে পায়। ইত্যাদি”

এই বৎসর আগষ্ট মাসে মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্স “ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট” নামক বাষ্পীয় যান যোগে আয়রলণ্ড যাত্রা করেন। এ যাত্রায় তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ কুমার এবং কুমারী তিনটীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। “কোভ অফ কর্কে” তাঁহারা প্রথমে অবরোহণ করেন। তদবধি ঐ স্থানটীকে “কুইন্স টাউন” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ আয়রলণ্ড বাসীগণ মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মনে অতীত বিদ্রোহের অঙ্ক মাত্রও ছিল বলিয়া বোধ হয় নাই, অধিকন্তু তাঁহারা মহারাজ্ঞীর সুকুমার শিশু সন্তান সন্ততি-গণকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

স্কটলণ্ডবাসে মহারাজ্ঞীর অতিশয় আনুরক্তি জন্মিয়া-ছিল। আমরা বলিতে পারি না তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তির মূলে বিশেষ কোন কারণ ছিল কি না। তবে বলিতে পারা যায় যে এইদেশে তাঁহার জন্ম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। যে হেতু তাঁহার পিতা কেণ্টের ডিউক মহোদয় অন্তর্বর্ত্তী সহধর্ম্মিণীকে লইয়া

"লানার্ক সায়ারের" কোন বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যদি তাহা ঘটিত তাহা হইলে আমাদিগের মহারাণী পার্ব্বতীয়া কন্যা বলিয়া অভিহিতা হইতেন। আমরা বিবেচনা করি তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। কারণ তিনি "আর্চিবল্ড এলিসনকে" বলিয়াছিলেন,—"অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্কটলণ্ডোদ্ভূতা বলিয়া পরিচিত হইতে আমি অধিক গৌরব বিবেচনা করি। যখন স্কটলণ্ডে আগমন করি তখন মনে হইয়াছিল যেন আমার জন্মস্থানে আসিতেছি।" "ব্যালমোরালে" অবস্থিতির সহিত উহার প্রতি তাঁহার স্বদেশানুভূতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি নিভৃত শৈলবাসে বড়ই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন এবং উহা পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু হইতেন। সকল অপেক্ষা তিনি বহির্ভ্রমণ বড় ভাল বাসিতেন যথা ;—বন্ধুর গিরি আরোহণ, মৃগানুধাবন, নদী তীরে ভ্রমণ, সমীরসঞ্চারিত উপত্যকা বিহার ইত্যাদি,এজন্য তিনি প্রায়ই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আরণ্য ভ্রমণে বহির্গত হইতেন,এবং সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের সরলা কৃষক পত্নী দিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ে অতুল আনন্দানুভব করিতেন। সকল ঋতুতেই তিনি ব্যালমোরেল সুখভোগানুরক্ত ছিলেন।

করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীল, মধুর, সুধীর স্বভাবের জন্য তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্স কনসর্ট তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী লিখিয়াছেন;—"তিনি দয়াগুণে আমাদিগের এবং আমার পুত্র কন্যাদিগের মাতৃকল্পা ছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনায় আমার মাতা অতিশয় মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং প্রভূত ক্ষতিবোধ করিতেছেন।"

তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার স্বামীর নাবিক ভূপ নামের সম্মানস্বরূপ আপনার শব নাবিকগণ কর্ত্তৃক বহন করাইবার আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। রাজ্ঞী এরূপ সরলা এবং পতিব্রতা ছিলেন যে তাঁহাদিগের বিবাহের পর "বুসী পার্কের "আবাসে উপনীত হইয়া তিনি তদীয় স্বামীর উপপত্নী "মিষ্ট্রেশ জর্ডনের" আলেখ্য দর্শন করিলে রাজা চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহার নিকট বিনয় করিয়া বলেন যে,—"প্রিয়ে আডিলেড, আমায় মাপকর, ভৃত্যগণকে এই চিত্রপটখানি স্থানান্তর করিতে বলিলেও তাহারা করে নাই।" তদুত্তরে রাজ্ঞী মহোদয়া বলিয়া ছিলেন,—"প্রিয় উইলিয়ম, আপনি এরূপ করিবেন না, আমি জানি মিষ্ট্রেশ জর্ডন আপনার প্রণয়িনী ছিলেন

এবং আপনার পুত্রগণের মাতা, তাঁহার চিত্রপট এই স্থানেই থাকুক।”

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যদিও প্রিন্স আলবার্টের স্বাস্থ্য উত্তম রূপ ছিল না; তথাপি তিনি সুবিখ্যাত “পৃথিবীপ্রদর্শনীর” কার্য্য সম্পাদনার্থ ভয়ানক পরিশ্রমের সহিত প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ডিউক সসেক্স পরলোক প্রস্থান করিলে মহারাজ্ঞী সাহংকৃত পিতৃব্যের মর্ম্মান্তিকতার আশঙ্কাশূন্য হইয়া তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—“উপরে আসুন” এবং আপনার বামদিকে রাজাসনের সমোচ্চ স্থানে তাঁহার আসন প্রদান করিয়াছিলেন। আজি সমগ্র ইংলণ্ড ভূমি তাঁহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিতে অগ্রসর হইল। রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রিন্সের এই সদভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার পক্ষে নানা আপত্তি উত্থাপিত করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে মহারাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র “ডিউক অফ কনট” কর্ম্মভূমে প্রথম দর্শন দান করেন। ডিউক ওয়েলিংটনের জন্মদিনে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এ জন্য তাঁহার সম্মানার্থ রাজকুমারের নামের প্রথমাংশটী আর্থার, প্রুসিয়ার কুমারের নামানুসারে দ্বিতীয়াংশটী

উইলিয়ম, এবং মহারাজ্ঞী যখন আয়রলণ্ডে গমন করেন তখন রাজদর্শনাভিলাষিণী রমণীগণের মধ্যে একটী বৃদ্ধা রাজপুত্রদিগকে দর্শন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে বলিয়াছিলেন,—"প্রিয় রাজ্ঞি, উহাঁদিগের একজনের প্যাট্রিক নাম রাখুন।" সেই বৃদ্ধার প্রার্থনা পূরণজন্য রাজপুত্রের নামের শেষাংশে "প্যাট্রিক" সংযোজিত করা হইল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন দিবসে ডিউক কেম্ব্রিজ মহোদয় পীড়িত ছিলেন। মহারাজ্ঞী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার সময় "রবার্ট পেট" নামক একজন পাপাশয় পুরুষ তাঁহার মস্তকে বেত্রাঘাত করে। তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর কথঞ্চিৎ পীড়া বোধ হইয়াছিল। বিচারে এই পাষণ্ডের সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়।

এই সময়ে মহারাজ্ঞী ও ইংলণ্ডভূমি একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছিলেন। বিচক্ষণ রাজনৈতিক এবং বাগ্মীপ্রবর সার রবার্ট পীল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন। এই মহাত্মার পরলোকগমনে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকই দারুণ মনোবেদনা প্রাপ্ত হয়েন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ফ্রান্সের রাজ্যচ্যুত

নৃপতি ক্ল্যারেমণ্ট প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যখন নির্ব্বাসনে অবস্থিতি করিতেন তখনও তাঁহার প্রভূত সাহস এবং আত্মপ্রসাদ দৃষ্ট হইত।

এই বৎসর রাজপরিবার পুনরায় "এডিনবরা" সন্দর্শনে গমন করেন। যাত্রাকালে তাঁহারা কিয়ৎকাল হতভাগিনী রাজ্ঞী 'মেরি ষ্টুয়ার্টের' প্রাচীন সুন্দর প্রাসাদ "হোলিরুডে" অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী সর আর্চিবল্ড এলিশনকে বলিয়াছিলেন,—"আমি মেরীর বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া আপনাকে সুখী মনে করি, এলিজেবেথের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।" অনন্তর এডিনবরা হইতে তাঁহারা ব্যালমোরেলে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে মহারাজ্ঞীর বিশেষ মানসিক বলের প্রয়োজন হইয়াছিল যেহেতু তাঁহাকে অবিলম্বেই এক পরমাত্মীয়ার মৃত্যুজনিত দারুণ শোকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। তাঁহার মাতুলানী বেলজিয়মের অধীশ্বরী ইহলোকলীলা সম্বরণ করেন। এই আত্মীয়বিয়োগে তিনি অতিশয় শোকাকুলিত হইয়াছিলেন। ব্যারণ্ ষ্টকমার বলিয়াছিলেন,—"এই সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী স্বর্গীয়া দেবকন্যার ন্যায় ছিলেন।"

"ব্যালমোরেল" ক্রয় করিবার পরে তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া মহারাজ্ঞী প্রিন্‌স সহ অনেক সময় সেই রমণীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। তথায় অবস্থিতিকালে তাঁহারা তত্রত্য প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও সাধারণ উন্নতিকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগের কৃষিকার্য্য, বিদ্যাশিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতির বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মহারাজ্ঞী ও প্রিন্‌স উভয়েই প্রকৃতিগণের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধীয় প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন; এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিতে পারিবেন, কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে তাহাদিগের মানসিক এবং বৈষয়িক উৎকর্ষ সাধিত হইবে তজ্জন্য এক দিনের জন্য যত্নের ক্রুটী করেন নাই। প্রিন্‌স তথায় একটী পুস্তকালয় সংস্থাপিত করেন। মহারাজ্ঞী আজি পর্য্যন্ত সেই পুস্তকালয়ের উন্নতিকল্পে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনি স্বচরিত পুস্তক বিক্রয়ের উপস্বত্ব হইতে উক্ত স্থানের বিদ্যার্থীগণের পাঠাভ্যাসের আনুকূল্য স্বরূপ বৃত্তিদান করিতেছেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবরে ইওর্ক নগরের লর্ড মেয়র কর্ত্তৃক যে ভোজ প্রদত্ত হয় প্রিন্‌স তাহাতে

উপস্থিত থাকিয়া রাজনীতিকুশল পরলোকগত সার রবার্ট পীলের গুণ গরিমার উল্লেখ করিয়া এক মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট যার পর নাই নিরপেক্ষ ও অতিশয় উদার স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া প্রশংসিত হয়েন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রদর্শনীতে একটী অতিশয় বৃহৎ অভূতপূর্ব্ব স্ফাটিক গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক ক্রোশের চতুর্থাংশের একাংশ; এই অপূর্ব্ব শিল্প ইউরোপের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। ইহার সর্ব্বজনমনোহারিণী সুষমা দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এই প্রদর্শনীতে নানাদেশের নানা শ্রেণীর লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মহারাজ্ঞী ভুবিখ্যাত "প্রদর্শনীতে" প্রিন্‌স সহ সঙ্গোপনে উপস্থিত হয়েন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে;—"আমরা তথায় সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা কাল অবস্থিতি করিয়া কোটী কোটী অত্যাশ্চর্য্য, নেত্র প্রীতিকর, নূতন নূতন দ্রব্য দর্শনে বিস্ময়চকিত চিত্তে প্রত্যাগমন করি। প্রদর্শনীর কার্য্যে প্রভূত যত্ন করা হইয়াছিল, এবং আমাদিগের প্রকৃতিপুঞ্জ অতি উৎকৃষ্টতর

শিল্প চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিল। সে সমস্তই আলবর্টের মহৎ উদ্যোগ ও আয়াসের ফল।”

১ লা মে কুমার আর্থারের জন্ম দিবসে এই প্রদর্শনী প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। পাশ্চত্য জগতে ইহা একটী অপূর্ব্ব ঘটনা, মহারাজ্ঞীর রাজ্যকালের মহা গৌরবের কার্য্য এবং তাঁহার একটী অক্ষয় কীর্ত্তি। পৃথিবীর সমস্ত শিল্প ইহাতে সমাহৃত হইয়াছিল। মহারাজ্ঞী ইহার এক অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্যময়ী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে এই আশ্চর্য্য প্রদর্শনী অসাধারণ; এতদুপলক্ষে যেরূপ উৎসব, সমারোহ হইয়াছিল, বোধ হয় যে তাহার বর্ণনা কোন মতেই সম্ভবেনা।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার পরেই বিদেশে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারিনী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রিন্স যে চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। এই সভায় ইংলণ্ড ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশের সুবিজ্ঞ ধর্ম্ম প্রচারকগণ উপস্থিত ছিলেন।

যত দিন প্রদর্শনী ছিল তত দিন মহারাজ্ঞী, প্রিন্স এবং তাঁহাদিগের পুত্র কন্যাগণ নিয়তই তাহাতে উপ-

স্থিত হইতেন। মহারাজ্ঞী আপন স্বামী সহযোগে ৮ই অক্টোবরে, লাঙ্কেসায়র, লাঙ্কেষ্টর, লিভরপুল, মানচেষ্টার প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া উইণ্ডসরে প্রত্যাগত হয়েন। ১৪ ই অক্টোবরে তাঁহারা শেষবার প্রদর্শনী দর্শন করেন। তাহার পর দিবস যে যে ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প আনিয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পদক ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করিয়া প্রদর্শনী বন্ধ করা হয়।

এই সময়ে এক অমানুষী সাহসসম্পন্ন ব্যক্তি ফ্রান্স রাজধানীর পারিশ নগরে গুরুতর রাজনৈতিক আঘাত প্রদান করেন। সেই আঘাতে তিনি ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী চূর্ণীকৃত করিয়া তাহা হইতে রাজসিংহাসন সংগঠিত করেন। এই কৃতকর্ম্মা মহাপুরুষের নাম লুই নেপোলিয়ন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহারাণী অসবরণ হইতে একখানি পত্রে তাঁহার জন্মদিন অতি সুখ এবং শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,— "আমি এরূপ অধিক স্নেহ, আনুগত্য এবং সুখের অর্দ্ধেক পরিমাণও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ নহি। আমার প্রিয়তম আলবার্ট দয়া ও প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া আমার

প্রতি উপহার ব্যর্থ করিয়াছিলেন। মাতাও অতিশয় প্রসন্না ছিলেন, এবং আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণ নানা উপায়ে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল।” প্রিন্স আলবার্ট সাক্সি কোবর্গের বিধবা ডিউক পত্নীকে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন,—“বালক বালিকাগুলি সুস্থ আছে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া দিন দিন নূতন নূতন গুণে গুণবান্ হইতেছে। এবং নূতন নূতন দুরন্ততাও বৃদ্ধি পাইতেছে, ইত্যাদি।”

ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক শ্রমে নিতান্ত ক্লান্তি প্রযুক্ত প্রিন্‌স আলবার্ট মহারাণীর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের উপকূলবর্ত্তী কয়েকটী স্থানে ভ্রমণ করিয়া জুলাই মাসের শেষ ভাগে বেলজিয়ম্ যাত্রা করেন। তথায় রাজা লিওপোল্ড কর্ত্তৃক এন্টর্প নগরে বিশেষ যত্ন ও সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া কয়েকদিন অবস্থিতির পর ইংলণ্ড যাত্রা করেন। পথিমধ্যে প্রবল বাত্যা প্রবাহ হেতু সমুদ্র পথ বিপদ সমাকুল হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা টারনিউসেন নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবরোহণ করিয়া এক কৃষকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃষক পরিবারের সদাচারে বিলক্ষণ প্রীতি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহারা তথা হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ ই আগষ্টে ইংলণ্ডে আসিয়া পৌছেন।

এই বৎসর ব্যালমোরেল প্রাসাদে অবস্থিতি কালে মহারাজ্ঞী বেডফোর্ডের আর্টডিকন ডাক্তার টটাম ব্যাল-মোরেলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি দান পত্র অর্পণ করেন। দাতা মিঃ জন, কমডেন, নিল্ড একজন সম্ভ্রান্ত ব্যারিষ্টার। মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার বা অপর কোন আত্মীয় কুটুম্ব না থাকায় তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তিনি মহারাজ্ঞীকে অর্পণ করিয়া যান। এই স্থানে থাকিতে থাকিতেই মহারাজ্ঞী ১৬ই সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডের মেরুদণ্ড স্বরূপ, অদ্বিতীয় সমরকুশল, এবং অসাধারণ প্রতিভান্বিত মহাত্মা ডিউক ওয়েলিংটনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইয়া তিনি তাঁহার এক জন প্রজার সম্বন্ধে সমুজ্জ্বল ভাষায়, কৃতজ্ঞতা এবং স্নেহ পূর্ণ ভাষায় লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্স আল-বর্ট উভয়েই তাঁহার মৃত্যুতে যারপরনাই মনঃকষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার শব মহা সমারোহে অতিশয় সম্মান এবং অশ্রুবারিধি পরিপ্লুত হইয়া সেণ্টপলের কাথিড্রলের সমাধি গর্ভে নিহিত হয়। যথায় তাঁহার ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ রণবীর মহাত্মা নেলসন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অক্টোবর মাসে রাজপরিবার উইণ্ডসরে প্রত্যাগত

হয়েন। ডিউক ওয়েলিংটন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে ট্রিনিটী হাউসের উচ্চতম পদ শূন্য হয় সর্ব্বসাধারণের সম্মতি ক্রমে প্রিন্স আলবার্ট ২রা নবেম্বর তৎপদে অভিষিক্ত হয়েন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মহারাজ্ঞীর চতুর্থ পুত্র ডিউক আলবানী বকিংহাম প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় তাঁহার নাম "লিওপোল্ড, জর্জ, ডঙ্কাণ আলবার্ট" রক্ষা করা হইয়াছিল।

এই বৎসর ১৪ই জুনে চবহাম নামক স্থানে প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে ইংলণ্ডীয় সৈনিক দিগের কৃত্রিম সমরাভিনয় হয়। প্রিন্স স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমরাভিনয়ে স্বয়ং সেনাপতিত্ব করিয়া ছিলেন। অভিনয় ক্ষেত্রে তাঁহাকে পটমণ্ডপে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি কয়েকদিন প্রচুর বৃষ্টিসম্পাতে পটাবাস গুলি অতিশয় আর্দ্র হইয়া যায়। সেই সূত্রে প্রিন্সের সর্দ্দির পীড়া হয় এবং ৪ঠা আগষ্টে তিনি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করেন। সাত দিন পরে স্পিটহেড নামক স্থানে জলযুদ্ধের অভিনয় হয়। এই কৃত্রিম জলযুদ্ধ দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া ছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ্ঞীর

বার্ষিক পরিণয়োৎসব বাসরে উইণ্ডসর প্রাসাদে এক মনোজ্ঞ নাটকের দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হয়। প্রুসিয়রাজ দূত ব্যারণ গন্‌সেনের বণিতা অভিনয় দর্শনে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন;—"আমরা রাজ্ঞী এবং প্রিন্‌সের অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি কক্ষ অতিক্রম করিলাম। পরিশেষে এক বিস্তীর্ণ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে একটী লোহিত যবনিকা দোদুল্যমান দেখিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে যবনিকা উত্তোলিত হইল। সর্ব্ব প্রথমে কুমারী 'এলিশ' বসন্ত ঋতু রূপে প্রফুল্ল কুসুম রাশি বর্ষণ করিতে করিতে অতি মনোজ্ঞ গমনে কবি টমসন প্রণীত 'ঋতু' (Thomsons seasons) নামক গ্রন্থ হইতে মধুর স্বরে কবিতা গাইতে গাইতে আবির্ভূত হইলেন। যবনিকা পতিত হইয়া পুনরুত্তোলিত হইল। এইবারে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী গ্রীষ্ম রূপে সাক্ষাৎ দিলেন, তৃতীয় কুমার প্রিন্‌স আর্থার দারুণ গ্রীষ্মতাপে তাপিত এবং কৃষিকার্য্যে ক্লান্ত কৃষকের ন্যায় শুষ্কপর্ণে শয়ন করিলেন। পুনর্ব্বার পট পরিবর্ত্তিত হইলে দ্বিতীয় কুমার (বর্ত্তমান ডিউক এডিনবরা) শিরে দ্রাক্ষালতা রচিত মুকুট পরিধানে বাঘাম্বর হেমন্তঋতুর বেশে উপস্থিত হইলেন। এইদৃশ্য অতীব রমণীয় হইয়াছিল।

তৎপরে প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌স তুষারাবৃত সাজ সাজিয়া দর্শন দিলেন, তৎসঙ্গে সুন্দরী ক্ষুদ্রকায়া কুমারী লুইশা শীতবস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া অগ্নি জ্বালিতে ছিলেন। পরিশেষে সমস্ত ঋতু সম্মিলিত, পশ্চাতে অনেক দুরে কুমারী হেলেনা একটী উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া এতদুপলক্ষে কবিতা পাঠ করিয়া রাজ্ঞী এবং প্রিন্‌সকে আশীর্ব্বাদ করেন। * আহা এই সময়ে রাজপরিবার মধ্যে কি স্বর্গীয় সুখ বিরাজমান ছিল।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট রাজ্ঞী এবং রাজপুত্র আয়র্লণ্ডের শিল্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার জন্য পুনরায় তথায় যাত্রা করেন। এবারেও তাঁহারা মহাআড়ম্বরে অভ্যর্থিত হয়েন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপন রাজধানীতে থাকিয়া মহারাজ্ঞীকে যেরূপ প্রাণ ও মানের ভয় করিতে হইত এখানে তাহার কিছুমাত্রই করিতে হয় নাই। তাঁহার সুপ্রসন্ন সহাস্যানন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে সকলের মনে অনুপম রাজভক্তির উদয় হইয়াছিল। রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বিশ্বাস

* Life and letters of Bunsen.

করিতেন, এবং তাঁহারাও আপনাদিগকে বিশ্বাসের উপ-যুক্ত পাত্র বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশের চতুর্দ্দিকে নিবিড়-কৃষ্ণ জলদ-মালা সমুত্থিত হইয়া গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত মহাদেশ কম্পিত করে। রুষিয়া সম্রাটের তুরস্ক আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। এতদুপলক্ষে প্রিন্‌স আলবার্ট বৈদেশিক রাজনীতি লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলেন। রুষিয়া তুরস্ক আক্রমণ করিলে উভয় জাতির মধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এক্ষণে ইংলণ্ড ও ফ্রান্‌স সন্ধিসূত্রে পরস্পরে মৈত্রীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয় জাতিতে রুষিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ উপস্থিত যুদ্ধঘোষণা সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের উভয় সভার মতামত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থিত হয়েন। এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌স তাঁহার পিতামাতার সহিত সিংহাসনে প্রথম উপবেশন করেন। তাঁহার বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে দীর্ঘাকৃত এবং গম্ভীর দেখা গিয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয় বীরতেজে প্রদীপ্ত। যদি তিনি কথা কহিতে পাইতেন তাহা হইলে জানিতে

পারা যাইত যে তাঁহার স্বর যুদ্ধসূচক। যদিও প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌স এক্ষণে ব্রিটিশ সিংহাসনে আপন পিতা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত স্থানলাভ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি পিতৃ আজ্ঞার নিতান্ত বশবর্ত্তী ছিলেন। একদিন তাঁহারা পিতা পুত্রে লণ্ডনের কোন সেতুর নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, সেতুর কর-সংগ্রাহক তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে প্রিন্‌স আলবার্ট শিরঃসঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন কিন্তু কুমার আলবার্ট এডওয়ার্ড উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু যখন তাঁহার পিতা বলিলেন;—"প্রিয় পুত্র, ফিরিয়া গিয়া ঐ লোকটীকে প্রত্যভিবাদন কর।" তৎক্ষণাৎ সলজ্জভাবে তিনি সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শরৎ ঋতুতে প্রিন্‌স আলবার্ট ফরাসী সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কুমার আর্থারকে সঙ্গে লইয়া "বলোতন" যাত্রা করেন। তাঁহাদিগের গমনে সম্রাট স্বয়ং যথাবিহিত আড়ম্বরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ফ্রান্‌সে অবস্থিতিকালে প্রিন্‌স আলবার্ট সাতিশয় আনন্দলাভ করেন। এমনকি

তিনি সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াও ছিলেন। প্রত্যা-গমন কালে প্রিন্‌স সম্রাট ও তদীয় সহধর্ম্মিনীকে ইংলণ্ডে আসিবার জন্য সানুরোধ নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

এই সময়ে মহারাজ্ঞী রুষতুর্কের যুদ্ধের জন্য অতি-শয় উদ্বিগ্নমনে কালযাপন করিতেন। তাঁহার এই বৎসরের বিবরণীতে একবার মাত্র ব্যালমোরেলের উল্লেখ আছে। তাহাতে আমোদ, উৎসবের কোন কথাই নাই। ক্রিমিয়া ক্ষেত্রে শীতকালের দুইমাসে বিষূচিকা প্রাদুর্ভূত হইয়া ইংরেজ ও ফরাসী সেনাগণের অনেক-কেই বিনষ্ট করে। ইতিহাসে ইহা "ক্রিমিয়া সমর নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধ ইউরোপের প্রবল পরাক্রান্ত জাতি চতুষ্টয়ের ভুজবলের পরিচয় স্থল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে রুসিয়া সম্রাট প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র সন্ধি স্থাপন করিয়া সর্ব্বভুক্ সমরাগ্নি নির্ব্বা-পিত করেন। প্রবাদ এইরূপ যে সম্রাট জীবিত থাকিলে সিবাষ্ট পুলের পতন দেখিতে হইবে এই স্থির করিয়া আপন বিষাদময় জীবনের পরিসমাপ্তি করেন।

ইংরেজ সৈন্যদিগের বীরত্বাভিমানিনী রাজ্ঞী এবং প্রিন্স আলবার্ট উভয়ে রণ প্রত্যাগত সৈনিক পুরুষ-দিগের কাহাকেও পীড়িত, কাহাকেও উপবাসার্ত্ত, কাহা-

কেও মলিন বসন পরিহিত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হয়েন, তাঁহার. সৈনিকদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তৎ-প্রতিকারের বিহীত উপায় অবলম্বন করেন, এবং যে —— ব্যক্তি সকলকেই তিনি যুদ্ধাবসানে পুরস্কৃত করি ান।

—•—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রুষীয় সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তির সংবাদে মহা-রাজ্ঞীর কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মৃত সম্রাট তাঁহার একজন বন্ধু এবং ভ্রাতা ছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিলে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন সস্ত্রীক ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবার সংবাদ থাকায় আমাদিগের মহারাণী তাহার অভ্যর্থনার আয়ো-

জনে ব্যস্ত ছিলেন। ইতি মধ্যে ১৩ই এপ্রিল ভূতপূর্ব্ব ফরাসী সম্রাট সীমন্তিনী মেরি এমিলি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উইণ্ডসরে উপস্থিত হয়েন। তাঁহাকে সামান্য ডাক গাড়ীতে আসিতে দেখিয়া পর-দুঃখকাতরা মহারাজ্ঞীর অন্তরে গভীর দুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল;—যিনি আপনার দৈনিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন,—"ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী যে বিপুল ঐশ্বর্য্য বিভবে সম্মানিত হইতেন তিন দিন পরে তাঁহার স্থলাধিকারী সেইরূপ সম্মানিত হইবেন।"

উপরি উক্ত সম্রাট দম্পতির সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রিন্স কনসর্ট অগ্রগামী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শুভাগমন দিনে মহারাজ্ঞী তাঁহাদিগের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"অবশেষে পুরোবর্ত্তী রক্ষীগণ দৃষ্ট হইল, সমাগত ব্যক্তিবর্গ আনন্দ ধ্বনি করিল,—অগ্রগামী অশ্বারোহীগণ দৃষ্টিগোচর হইল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে আমি পুত্র কন্যাগণকে লইয়া বাহির হইলাম। বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিল;—উদ্‌ঘাটিত শকট এক দিকে সম্রাট ও তদীয় সহধর্ম্মিণী এবং অপর দিকে প্রিন্স কনসর্টকে লইয়া উপস্থিত

হইলে তাঁহারা শকট হইতে অবরোহণ করিলেন এবং আমার হস্ত চুম্বন করিলে আমি তাঁহাদিগের উভয় গণ্ডে চুম্বন দান করিলাম। তাহার পর তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা ও পরিতোষের জন্য নানা প্রকার আয়োজন হইয়াছিল। নৃত্যগীত ভোজ ইত্যাদিতে তাঁহারা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় আচার ব্যবহারে মহারাজ্ঞী সম্রাট দম্পতীর সদ্‌গুণে যথেষ্ট প্রশংসা করেন। মহারাজ্ঞী লিখিয়াছেন, "সম্রাটের স্বভাব অতীব ধীর এবং তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী, আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'আপনি অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে যে দিন পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ করিবার জন্য গমন করেন সেই দিন আপনাকে প্রথম দেখি, এবং আপনার ন্যায় কুমারীকে সেই রূপ পদস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ে এক গভীর ভাব অঙ্কিত হয়।' তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে "১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্রোহিতা অবলম্বনের প্রয়াস পায় সেই বৎসর ১০ই এপ্রিলে আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রহরীর কাজ করি। * আপনি তাহা অবগত আছেন কিনা জানি না।

---

* এই সময়ে তিনি সামান্যভাবে লণ্ডনে কিং ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেন।

ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া ফরাসী সম্রাট মহারাজ্ঞী এবং তাঁহার স্বামীর উদারতা ও সৌজন্যে এবং ব্রিটিশ প্রজার সরলতাপূর্ণ মধুরভাব দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাহারা ২১ এপ্রিল ইংলণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সম্রাট ও তদীয় সহধর্ম্মিণী যাত্রাকালে ইংরেজ দম্পতীকে পারিসে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে অসবরণে অবস্থিতি সময়ে রাজ সন্তানগণ অকস্মাৎ পীড়িত হয়েন। পরিশেষে সেই পীড়া "লোহিত জ্বর" বলিয়া জানিতে পারা গেল। তাঁহাদিগের এরূপ পীড়ার প্রাতুর্ভাবে রাজপরিবার মধ্যে শঙ্কার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই ভালয় ভালয় আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট মহারাজ্ঞী ও প্রিন্স আপনাদিগের জ্যেষ্ঠ কুমার ও জ্যেষ্ঠ কুমারীকে লইয়া "আলবার্ট ও ভিক্টোরিয়া" পোতে আরোহণ করিয়া ফ্রান্স সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ফ্রান্স যাত্রা করেন। বলা বাহুল্য যে আমাদিগের সম্মানিতা রাজদম্পতি সমারোহপ্রিয় ফরাসীভূমে মহা আড়ম্বরে গৃহীত হইয়াছিলেন। পারিস নগরী বৈজয়ন্ত শোভা ধারণ করিয়াছিল। তথায় অব-

স্থিতি কালে নাট্য, গীত, বাদ্য, অগ্নিক্রীড়া, ইত্যাদি নিয়তই চলিত। তাঁহারা পারিস এবং তাহার সমীপবর্ত্তী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়েন।

আমাদিগের মহারাজ্ঞীর ফ্রান্স দর্শন চির স্মরনীয় করিবার জন্য তত্রত্য মিউনিশিপালিটী পারিসের একটী বর্ত্তের নাম "ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট" রক্ষা করিয়া ছিলেন। ফ্রান্স রাজধানী পারিস নগরে নয় দিবস মাত্র অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন।

পারিসের প্রত্যাগমনান্তে তাঁহারা ৭ ই সেপ্টেম্বরে ব্যালমোরেলে সমাগত হয়েন। এই বৎসর তত্রত্য অভিনব প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। যে দিন মহারাজ্ঞী ব্যালমোরেলের অভিনব প্রাসাদ শম আশ্রয় করেন সেই দিন সংবাদ আইনে যে ইংরেজ সেনা ক্রিমিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া সিবাষ্টপুল অধিকার করিয়াছে। সুতরাং ব্যালমোরেলের নূতন প্রাসাদ শুভঙ্কর বলিতে হইবে। ক্রিমিয়া যুদ্ধ জয় ব্যতীত আর একটী সুখকরী ঘটনা সম্মুখীন হইয়াছিল মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা কুমারীর পাণি প্রার্থী হইয়া প্রুসিয়ার অধুনাতন যুবরাজ প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়ম ব্যালমোরেল প্রাসাদে উপস্থিত হয়েন। কিয়দ্দি-

বস তথায় অবস্থিতির পর তাঁহাদিগের পবিত্র প্রণয় সূত্রের সঞ্চার হইলে উভয়ে প্রিন্‌স এবং মহারাজ্ঞী সমীপে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাহাতেই শুভ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু কুমার ফ্রেডরিক তখন পূর্ণ বয়স্ক না হওয়ায় বিবাহ স্থগিত থাকে এবং তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। এই সময় হইতে বিবাহ কাল পর্য্যন্ত প্রিন্‌স কমসর্ট আপন প্রিয়তম কন্যাকে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য এবং ধর্ম্ম বিষয়ে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময় দ্বিতীয় কুমার আলবার্ট জলযুদ্ধ শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং প্রুসিয়ার রাজকুমার তাঁহার ভাবীপত্নী আমাদিগের জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহার পিতা ও মাতা তৎপরে আপনাদিগের নব পুত্রবধুর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইবার জন্য ইংলণ্ডে আগমন করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমাদিগের মহারাজ্ঞীর সোদর কুমার লিনিঞ্জেনের পরলোক গমন বার্ত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। একমাত্র ভ্রাতৃবিয়োগ শোকে মহারাজ্ঞী অতিশয় অধীরা হয়েন। বৃদ্ধ বয়সে ডচেশকেণ্ট মহোদয়াও পুত্রশোক সন্তাপে নিতান্ত কাতরা হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ঘটনার পরেই মহারা-

জ্ঞীর পিতৃস্বষা গ্লশেষ্টারের ডচেশ, তৃতীয় জর্জ ও রাজ্ঞী সার্লটীর পঞ্চদশ অপত্যের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা দুহিতা পরলোক গমন করেন।

পর বৎসর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল আমাদিগের ভারত মাতা ভিক্টোরিয়া বকিংহাম প্রাসাদে এক অভিনব কুমারীকে প্রসব করেন এতদুপলক্ষে প্রিন্স তাঁহার বিমাতাকে লিখিয়াছিলেন—'নবজাতা কন্যা সাধারণ শিশু অপেক্ষা সুন্দরী এক্ষণে দিনে দিনে অধিকতর পরিবর্দ্ধিতা হইতেছে। ডিকি * এবং তাঁহার ভাবী পতি এই বালিকার দীক্ষা প্রতিভূ হইবে এবং তাঁহার ঐতিহাসিক, কল্পনাময়, সুন্দর নাম "বিয়েট্রিশ মেরী ভিক্টোরিয়া ফিওভোরা" রক্ষা করা হইবে।

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে মহারাজ্ঞীর দুইটী আত্মীয় কুটুম্ব উইণ্ডসর প্রাসাদে আগমন করেন। তাঁহাদিগের একজন বেলজিয়ম রাজকুমারী সার্লটী এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামী অষ্ট্রীয়ার "আর্চ ডিউক মাক্সিস মিলিয়েন।" মুখের নৈদান সময়ে হাইড পার্কে একদিন একটী স্মরণীয় দৃশ্যের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায়

---

* জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর অন্যতর নাম।

মা। মহারাজ্ঞী সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মহা-সমরের বহুসংখ্যক বীরপুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে সাক্ষাৎ দান করেন। সৈনিকগণ ইহাতে আপনাদিগকে প্রচুর গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মহারাজ্ঞীও একজন প্রকৃত সৈনিক পুরুষের আত্মজা। তাঁহার হৃদয় বীরকার্য্যে এবং সৈনিক দর্শনে নৃত্যপরায়ণ তিনিও আপনাকে সাতিশয় গৌরবান্বিতা মনে করিয়াছিলেন।

বেলজিয়ম রাজদুহিতা সার্লটীর পরিণয়োৎসবে প্রিন্‌স তদ্দেশ যাত্রা করেন। মহারাজ্ঞী একাকিনী ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রিন্‌সকে বিদায় দিয়া তিনি আপন মাতুলকে লিখিয়াছিলেন যে আপনি সঙ্গে না যাইয়া তাঁহার স্বামীকে যাইতে দেওয়া মাতুলের প্রতি ভালবাসার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে—"আপনি বিবেচনা করিতে পারেন না যে তিনি এখানে না থাকিলে আমি সম্পূর্ণ রূপে হতবুদ্ধি হইয়া থাকি, কিম্বা তিনি প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত আমি কিরূপে সময় গণনা করি। তাঁহা বিহনে পুত্র কন্যা যেন কিছুই নহে; সংসার জীবন শূন্য বোধ হয়।"

প্রিন্স মহোদয় বেলজিয়ম যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহব্যাপারে মহারাণীর চিত্তচাঞ্চল্যের বিশেষ সম্ভাবনা, এবং এ অবস্থায় অধিক দিন তাঁহাকে একাকিনী থাকিতে হইলে নানা প্রকার মানসিক কষ্ট সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে জানিয়া ২৮ শে জুলাই তিনি অসবর্ণ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন।

এই বৎসরে প্রিন্স আলবার্ট মানচেষ্টারের চিত্র প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতাগণ প্রিন্স মহাশয়ের নিকট হইতে সময়ে সময়ে অনেক সদুপদেশ, এবং প্রভূত সহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাদিবসে তাঁহারা সকলে প্রিন্সকে প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদরে অভিনন্দন পত্রপ্রদান ও বহুযত্নে আহারীয়ের দ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন করেন। প্রিন্স আলবার্ট শিল্প ও বিজ্ঞানের পরম বন্ধু, এবং তাহাদের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট উদ্যোগশীল ছিলেন। এই নিমন্ত্রণ সভায় তিনি এক মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত ব্যক্তি বৃন্দ আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

অনন্তর তিনি সালফোর্ডের পিলপার্ক দর্শনে গমন

করিয়াছিলেন। তত্রত্য নাগরিক সমাজের সদস্যগণ অতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। বিনয়গুণপ্রধান প্রিন্‌স আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর দেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী একবার পিল পার্কে গমন করিয়ছিলেন, সেই সময় তথাকার বিদ্যালয় সমূহের আশি হাজার ছাত্র ও বহুতর শিক্ষক একত্রিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহার গমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেই সময় হইতে অর্থ সংগৃহীত হয়, সেই অর্থে তাঁহারা তথায় ইংলণ্ডেশ্বরীর এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই যাত্রায় প্রিন্‌স সেই প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত করেন এবং তদুপলক্ষে একটী সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয়েন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরেই প্রিন্‌স আলবার্ট দক্ষিণ কেন্সিংটনের চিত্রাগার এবং 'সিপসাঙ্ক' দালানের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করেন। তাহার পর তিনি "প্রাচীন ব্রিটন" নামক সমাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত এক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রিনিটী হাউসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করিয়া রীতিমত প্রতিজ্ঞা

বাক্য পাঠ করেন। কিয়দ্দিন হইতে বেলজিয়ম রাজ ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রিন্‌স এই সময়ে তাঁহাকে স্বদেশ যাইতে বিদায় দেন। তাহার অব্য-বহিত পরেই হলাণ্ডের রাজমহিষীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ শেষে তিনি অল্ডার্সটে নামক সেনাদলের সমরাভিনয় সুন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন।

মহারাণীর রাজ্যশাসনে প্রিন্‌স তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন, এ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের হিতসাধনে প্রিন্‌স যে দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বাক্য দ্বারা তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার স্বাভাবিক শ্রমশীলতা তাঁহাকে এক মুহূ-র্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট রাখিত না। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই রাজ্যের সকল শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, বিশেষ অনুসন্ধান লইতেন কাহার কি অভাব আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া যখনই কিছু খুজিয়া পাইতেন তখনই তাহার প্রতিবিধানের জন্য প্রাণপণ করিতেন। এই সময়ে তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারেন যে রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে প্রজা সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই সঙ্গে নূতন নূতন

অভাবেরও আধিক্য জন্মিতেছে, শ্রামিকদিগের মধ্যে সাংসারিক সুখের অভাব, নানা প্রকার পাপাচরণ, শারীরিক স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি ভয়ানক অমঙ্গলের প্রবাহ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতএব এই সময় হইতে সতর্ক হইয়া তাহাদিগের প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন না করিলে প্রকৃতিকুলের বিবিধ আপদ ও তজ্জন্য সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা। শুধু তাহাই নহে প্রজার অমঙ্গলে রাজ্যেরও নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি শ্রমজীবীদিগের বাসগৃহের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হয়েন। আপন জমিদারী অসবরণ ও ব্যালমোরেলে শ্রামিক ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের জন্য যেরূপ আদর্শ বাসবাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন এই বৎসর রাজধানীতে সেই মত বাসগৃহ নির্ম্মাণে মনোযোগ দান করেন। তিনি জানিতেন যে এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা, লাভ না হইলে প্রকৃত উৎকর্ষ বজায় থাকিবে না এবং তাহাদিগের অবস্থা সংশোধনের অন্য অনুষ্ঠানও ফলবান হইতে পারিবে না।

এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রিন্‌স্ ধনী বণিক ব্যবসায়ী, ও শিল্পাগারের অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করিলে তাহা কার্য্যতঃ সিদ্ধ হইয়া অল্প সময় মধ্যেই

নানা মঙ্গলময় ফল প্রসব করে। তদ্দর্শনে অন্যান্য নগরেও তাঁহার উদ্দেশ্যমত আবাস নির্ম্মিত হওয়ায় সেই সকল নগর অতি সুখের হইয়া উঠিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় প্রিন্‌স্ মহাশয় শ্রামিক দিগের কেবলমাত্র বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। যাহাতে তাহাদিগের মানসিক উৎকর্ষসাধন হয় তাহার জন্য ও মনোযোগী হইয়া ছিলেন। তাহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া অবসর কালে শৌণ্ডিকালয়, বারাঙ্গনা ভবনাদি কলুষিত স্থানে অতিবাহিত ও আপনাদিগের বহুশ্রমার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার করিতে না পায় প্রত্যুত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগে আপনাদিগকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে তাহার জন্য তিনি স্থানে স্থানে প্রকাশ্য আরামগৃহ রক্ষা করিবার অনুষ্ঠান করেন। আজি কালি তৎ সমুদায় পবিত্র সুখ-নিকেতন হইয়া উঠিয়াছে। শ্রামিকদিগের মানসিক উন্নতি এবং জীবিকার্জ্জনের সুবিধার জন্য তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রিন্সের সেই সকল শুভানুষ্ঠানের গুণে ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের শোচনীয় অবস্থা ঘুচিয়া সুখের দশা আসিয়াছে।

এতাদৃশ পরহিতাকাঙ্ক্ষী, নিঃস্বার্থ রাজপুত্র ইংল-

ভেশ্বরীর স্বামী হইয়া যে বিশিষ্ট রাজ মর্য্যাদার সহিত সম্মানিত হইবেন কাহার না ইচ্ছা হয়। কিন্তু সংসারে সকলের মন সমান নহে, মনের গুণেই লোক সুখী ও দুঃখী, মন ভাল না হইলে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না। পরশুভদ্বেষী কখন সুখী নয়। পরের সুখে সুখবোধ করা মহত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তাহারা তাহা বুঝেনা। প্রিন্‌স্ মহাশয় সমস্ত ইংরেজ জাতির শুভার্থী; তাঁহাদিগের মঙ্গলে তাঁহার কোন বিশেষ স্বার্থ ছিল না। তিনি তাহাতে নিশ্চেষ্ট থাকিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু উন্নতমনের স্বভাব সেরূপ নয়; যিনি পরোপকারী, পরের দুঃখদূর করিবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু যাহাঁদিগের স্বজাতির হিতের জন্য তিনি এত করিতেন সেই জাতির শীর্ষস্থানীয় অনেকেই তাঁহার মান সম্ভ্রম বা পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূলতাচরণ করিতেন। প্রিন্‌স্ আলবার্টকে কিং কনসর্ট বা প্রিন্‌স্ কনসর্ট উপাধি দিবার জন্য পার্লেমেণ্টের সভ্যাদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল। কিন্তু যে প্রজাগণের শুভকামনায় তিনি দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেন, যাঁহাদিগের সুখচিন্তা ভিন্ন তাঁহার মনে অন্য চিন্তা ছিল না, সেই প্রজাগণ

তাঁহাকে প্রিন্‌স্ কনসর্ট নামে সম্মান করিতে ভাল বাসিতেন এবং তাহাই তাঁহারা করিতেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাণী যদিও তাঁহার সম্মানিত উপাধি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কিছু লিখিত পঠিত হয় নাই, এই বৎসর ২৫শে জুনে তাহাই করা হইল।

এই উপাধিদানের পূর্ব্বে মহারাণী তাঁহার মাতুল রাজা লিওপোল্ডকে লিখিয়া ছিলেন ;—

"এক্ষণে যে কয়টী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে আপনাকে সেগুলি অবগত করিবার ইচ্ছা করি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে গুলি আপনার মনোনীত হইবে। আপনি জানেন যে প্রজারা আলবার্টকে প্রিন্‌স কনসর্ট বলিয়া থাকে, কিন্তু উপাধিস্বরূপ কখন তাঁহাকে উক্ত আখ্যা দেওয়া হয় নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাহা অবধারিত করিয়া দিয়াছি, এক্ষণে কেবল মোহর যুক্ত অনুমতি পত্র দ্বারা সেই উপাধিদান সাব্যস্ত করিতে মনন করিয়াছি। ইত্যাদি।" মহানুভব প্রিন্‌স মহোদয়ের মনস্তুষ্টি বা গৌরব বৃদ্ধির জন্য যে তাহাঁকে এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল এমন নহে। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত একটী উপাধির নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া ছিল।

২৯শে জুনে মহারাণী স্বামীসহ মানচেষ্টারের চিত্র

প্রদর্শনী দেখিতে গমন করিয়া মাহাসমারোহে গৃহীত হইয়া ছিলেন। তাহার পর দিন মসৌর ডি টকেভিল নামক এক জন লব্ধনামা ফারাসী পণ্ডিত এবং সুবিখ্যাত নীতি বিশারদের সহিত প্রিন্‌স্‌ কনসর্টের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের পর পণ্ডিত প্রবর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে লিখিয়াছিলেন যে—“আমি এইমাত্র প্রিন্‌স্‌ আলবর্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধিবলে আমি কিরূপ আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়াছি বলিতে পারি না। এরূপ গুণবান লোক অতি অল্পই দেখিতে পাই এবং সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় এরূপ রাজপুত্র আমি কখন দেখি নাই। বিদায় গ্রহণকালে চাটুবাক্য প্রয়োগ না করিয়াও আমাকে বলিতে হইয়াছে যে ইংলণ্ডে আসিয়া বিশেষ স্মরণীয় যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা কিছু আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইল, তাহার মধ্যে প্রিন্‌সের সহিত কথোপকথনই সর্ব্ব প্রধান। এতাদৃশ মহাত্মাকে রাজসিংহাসনের নিকটে পাইয়া আপনারা সুখী।”

প্রিন্‌সের সদ্ব্যবহার, মধুর আলাপ, এবং গভীর জ্ঞান স্বদেশ এবং বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসনীয় এরূপে তিনি সকলের নিকট সর্ব্বত্র তুল্যরূপে আদরণীয় এবং সম্মানার্হ হইয়া ইংলণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রিন্স ইংলণ্ডের প্রকৃতিকুলের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে যে সকল শূন্য সমুদ্রপোত দেশান্তরে যাইত সেই সকল পোতে মৃত্তিকারাশি পূর্ণ করা হইত। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী লোকেরা দালালদিগের নিকট তাহার কার্য্য পাইত। দালালেরা তাহাদিগকে সুরাপান করাইয়া তম্মূল্য স্বরূপ তাহাদিগের বেতনের অধিকাংশ কাটিয়া লইত। এইরূপ করায় তাহারা দিনে দিনে দুষ্কার্য্যে প্রশ্রয় পাইত এবং তাহাদিগের দারিদ্র্যদুঃখ কিছুতেই ঘুচিত না। প্রিন্স শ্রমজীবী দিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করেন।

প্রুসিয়ার রাজপুত্রের সহিত মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠাত্মজার পরিণয় প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে তাঁহার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ চারিলক্ষ এবং চল্লিশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি অবধারিত হয়।

প্রিন্স ইংলণ্ডের অনেকগুলি গুরুতর অভাব মোচন করেন। নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদিগের সন্তান সন্ততিগণকে লেখাপড়া শিখাইবার বিশেষ সুবিধা না থাকায় অনেককেই অল্প বয়সে বিদ্যাভ্যাস পরিহার করিতে হইত, কিন্তু তিনি একটী সভা স্থাপিত করিয়া আপনি তাহার সভাপতি

হয়েন ; এবং জাতীয় সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির বহুল প্রচার করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

আগষ্ট মাসে ফরাসী সম্রাট ও তদীয় মহিষী আপনাদিগের বাস্পীয় যানারোহণে অকস্মাৎ অসবরণে উপস্থিত হয়েন। তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্য একত্র সম্মিলিত করিয়া একজন বিদেশীয় রাজপুত্রের হস্তে তাহাদের শাসনভার অর্পণ করিবার কথা লইয়া ইউরোপীয় রাজগণের মধ্যে মতভেদ ও এই সূত্রে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করায় উভয় রাজ্যে মনোবাদ জন্মিবার সম্ভাবনা হয়। এই বিষয় মীমাংসা জন্য ফরাসী সম্রাট ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ্ঞী ও প্রিন্সের সহিত রাজকার্য্য, উপস্থিত রাজনৈতিক ব্যাপার ও সন্তান সন্ততিদিগের সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া চলিয়া যাইলে মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্‌স আপনাদিগের ছয়টী কুমার ও কুমারীকে লইয়া "চারবর্গ" যাত্রা করেন। সম্রাট সস্ত্রীক পারিসে ছিলেন, তিনি কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। আমাদিগের রাজদম্পতি রমণীয় নরমাণ্ডি প্রদেশ ভ্রমণান্তে প্রত্যাগমন করেন।

এই বৎসর ভারতের কাণপুরে সিপাহীবিদ্রোহ এবং নানা

সাহেবের ভীষণ অত্যাচারের সংবাদে মহারাণীর ব্যাল-মোরেল বাস বিষাদময় হইয়াছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পরে কোম্পানী বাহাদুরের প্রেরিত কয়েকজন শাসনকর্ত্তা সমাজ এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের কতকগুলি অন্ধবিশ্বাসপ্রণোদিত আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রতিবিধান করেন। গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা নিক্ষেপ, সতীদাহ নিবারণ, জগন্নাথের রথচক্রে জীবনদান ইত্যাদি কুপ্রথার তিরোধান, ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, এবং তাহার পরে বন্দুকে বসা ও চর্ম্মনির্ম্মিত টোটা ব্যবহার হইবার কালে ভারতের সৈনিক বিভাগের হিন্দু সিপাহীগণ সেই অপবিত্র টোটা দন্তদ্বারা ছিন্ন করিলে আপনাদিগের জাতি ও ধর্ম্মনষ্ট হইবে জানিয়া তাহাতে অসম্মত হয় এবং সেই সূত্রে বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করে। বিঠুরের নানাসাহেব তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। ভারতীয় সেনার বিদ্রোহবার্ত্তা ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞীর নিকট পৌঁছিলে তিনি ও প্রিন্স সাতিশয় চিন্তাকুলিত হয়েন, এবং যাহাতে সত্বর বিদ্রোহ দমিত হইয়া ভারতে শান্তি স্থাপিত হয় তাহার জন্য মন্ত্রীবর্গকে বিহিত ব্যবস্থাকরিতে বলেন। মন্ত্রী প্রবর লর্ড

পামরষ্টন দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিয়া উত্তর দেন ক্রমশঃ তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে মিরাটের সিপাহীগণ অন্যান্য দলের সহিত একত্রিত হইয়া রণোন্মত্ততা প্রযুক্ত দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া বহুতর ইংরেজ নিরপরাধিনী অবলা রমণী এবং তাঁহাদিগের কোমলকায় সুকুমার শিশু সন্তানসন্ততি গুলিকে নৃশংসভাবে যদৃচ্ছা হত্যা করে। এই নিদারুণ হৃদ্বিদারক সংবাদ ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট পৌঁছিলে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী চিন্তা করিতে থাকেন এবং কি উপায়ে এই আসন্ন বিপদে ভারতীয় ইংরেজের পরিত্রাণ হইবে তাহারই ভাবনায় এক মূহূর্ত্তের জন্য শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই বিদ্রোহবহ্নি ভীষণভাব ধারণ করিল। দীল্লি শত্রুদিগের অধিকৃত হইল। জেনেরল কর্ন্নল ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সংবাদে ইংলণ্ডে সকলেই মহা চিন্তাকুল হয়েন, সকলেরই মনে হইয়াছিল বুঝি ভারতরাজ্য ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হয়। রাজমন্ত্রী আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, ভারতে বহুসংখ্যক ইংরেজ সেনা প্রেরণ করিলেন। সার কলিন ক্যাম্বেল ১১ই জুলাই এদেশের সেনাপতি পদে বরিত

হইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত বিদ্রোহানল দিনে দিনে বৃদ্ধি হইয়া ভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; ভারতেশ্বরী ২৯শে আগষ্টে ব্যালমোরেল প্রাসাদে থাকিয়া সংবাদ পাইলেন জেনেরল হুইলার সমরাঙ্গনে তনুত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা আরও বর্দ্ধিত হইল। তখনও দীল্লি শত্রু হস্তগত, লক্ষ্ণৌয়ের ইংরেজসৈন্য বিপন্ন অবস্থায় অরাতি পরিবেষ্টিত। বোম্বাই, বাঙ্গালা চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও অরাজকতা। লর্ড পামরষ্টন বিদ্রোহশান্তির জন্য দৈবানুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন, সকলকে নিরম্বু উপবাস করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। তদনুসারে ৭ই অক্টোবর দিবসে ইংলণ্ডের প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক পল্লিতে সাধারণ ঈশ্বরোপাসনা হয়। ঈশ্বর ভাগ্যবতী-মহারাজ্ঞীর প্রতি চিরপ্রসন্ন। ইতি পূর্ব্বেই ইংলণ্ডীয় সেনাভারতে পৌঁছিলে ২০শে সেপ্টেম্বরে দীল্লি পুনরাধিকৃত এবং প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ১৬ই অক্টোবরে এই সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্‌স নিশ্চিন্ত হয়েন। ৬ইডিসেম্বরে কাণপুরে নানাসাহেবের পরাজয় এবং লক্ষ্ণৌ পুনরধিকারের সংবাদপাইয়া ইংলণ্ডভূমি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ প্রদমিত হইলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতের শাসন ভার মহারাজ্ঞীর স্বহস্তে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাহাই অবধারিত হইয়াছিল। এই এই সময়ে পরম দয়াবান গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর আমাদিগের ভারত শাসন করিতেছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি এদেশীয় ইংরেজ আপনারা কোন ক্ষতি-গ্রস্ত না হইয়াও জয়োন্মত্ততা প্রযুক্ত চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সিপাহীকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিয়া আপনাদের জীঘাংসা বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের চেষ্টা পান। কিন্তু আমাদিগের তদানীন্তন শ্রদ্ধাস্পদ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর অনর্থক বহু সংখ্যক অবোধ প্রজার জীবন গ্রহণে নিতান্ত দুঃখবোধ করিয়া ভারতজননী ভিক্টোরিয়াকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং বলেন যাহারা ঘোরতর অপরাধী, যাহারা রণোন্মত্ত হইয়া পশুভাব অবলম্বন করিয়াছিল, যাহারা নিরপরাধিনী রমণী এবং অসহায় শিশুদিগের মুখের দিকে না চাহিয়া, তাহাদিগের দুঃখ না ভাবিয়া বরং তাহা-দিগের জীবন রত্নাপহরণে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে তাহাদিগের সমুচিতশাস্তি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে মহারাজ্ঞী রণপ্রত্যাগত শূরগণে বিলক্ষণ পুরস্কার, পদক, এবং পদোন্নতি দিবার আদেশ প্রদান করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডরিক উইলিয়মের সহিত রাজ্ঞীপুত্রীর সেণ্টজেমস প্রাসাদের ধর্ম্মালয়ে শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে এই বিবাহ অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ২রা ফেব্রুয়ারী নব বিবাহিতা দম্পতি প্রুসিয়া যাত্রা করিলেন। কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিবার সময় আমাদিগের মহারাণী বড়ই কাতরা হইয়াছিলেন। তাহার পরেও তিনি তাঁহার জন্য নিয়তই অশ্রুবর্ষণ করিতেন। রাজকুমারী আপন শ্বশুরের রাজ্যে মহা সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সদ্‌গুণে বশীভূত হইয়া সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন।

এই মাসেই প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামরষ্টন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত শাসনভার মহারাজ্ঞীর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মহাসভায় উপস্থিত করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এবং লর্ড ডার্বি তৎপদে অভিষিক্ত হয়েন। অনেক

বাদানুবাদের পর নূতন আইন পার্লেমেণ্টের মনোনীত হয়।

এই বৎসর মে মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে প্রিন্‌স কনসর্ট পুনরায় জন্মভূমি দর্শনে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি আপন জামাতৃভবনে আসিয়া বৈবাহিক, জামাতা এবং কন্যা কর্ত্তৃক অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হয়েন। ৮ই জুনে তিনি প্রুসিয়া হইতে লণ্ডনে সমাগত হইলেন। লণ্ডনে আসিবার পরে রাজ্ঞী এবং প্রিন্‌স ফ্রান্‌সের সম্রাট ও তদীয় মহিষীর সাক্ষাৎ করিবার জন্য চারবর্গে উপস্থিত হয়েন। তথায় পূর্ব্ববৎ আড়ম্বরে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছিল। ফ্রান্‌সের প্রত্যাগমনে তাঁহারা অসবরণে পৌঁছিয়া কুমার আলফ্রেডের জন্মদিন রক্ষা করেন।

প্রিন্‌স যখন প্রুসিয়া হইতে বৈবাহিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বৈবাহিক মহাশয় মহারাজ্ঞীকে বার্লিনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ১১ই আগষ্টে মহারাজ্ঞী প্রিন্‌সের সহিত বৈবাহিকালয়ে গমন করেন। তদীয় রাজ্যের সীমান্তে পৌছিবার সময় প্রুসিয়রাজ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিলক্ষণ আয়োজন করিয়াছিলেন। এই

সময় ডুসেলডর্ফ নামক স্থানে অবস্থিতি কালে প্রিন্সের বহুদিনের অনুচর "কার্টের" মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হয়েন।

ভ্রমণকালেও কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণা মহারাজ্ঞী রাজ-কর্ম্ম উপেক্ষা করেন নাই। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতশাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করিবার সময় যে ঘোষণা পত্র পঠিত হওয়া আবশ্যক মন্ত্রীসভা সেই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিয়া রাজ্ঞীসমীপে প্রেরণ করিলে মহারাজ্ঞী ও প্রিন্স তৎপাঠে প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই, এজন্য লর্ড ডার্বিকে নিম্ন লিখিত পত্রখানি লিখিয়া ছিলেন;—"ভারতবর্ষের ঘোষণা পত্র সম্বন্ধে রাজ্ঞীর যে সকল আপত্তি আছে সে সমস্ত লর্ড ডার্বিকে অবগত করিবার জন্য লর্ড মালমেশবরীকে আজ্ঞা দিয়াছেন। একজন স্ত্রীলোক রুধিরপরিপ্লাবিত সমরান্তে দশ কোটীরও অধিক প্রাচ্য জাতীয় প্রজার শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন, সেই প্রতিজ্ঞা তাঁহার ভাবী শাসনকালে প্রতিপালিত হইবে এবং এতদ্দ্বারা তাঁহার শাসননীতি স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতেছেন, এই বিবেচনা করিয়া লর্ড ডার্বি যদি উৎকৃষ্ট ভাষায় আপনি উহা লিখিত করেন

তাহা হইলে রাজ্ঞী আহ্লাদিত হইবেন। এই ঘোষণা পত্র দয়া দাক্ষিণ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অপক্ষপাতিতার পরিচায়ক হইবে এবং ভারতীয় প্রজা মহারাজ্ঞীর অধীন অন্যান্য প্রজাদিগের তুল্য পদে স্থাপিত হইয়া তাঁহাদিগের তুল্য রাজানুগ্রহ লাভ করিবেন এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত ভবিষ্যতে যে সকল উন্নতি সাধন হইবে তাহার ও উল্লেখ থাকিবে।"

সংশোধিত ঘোষণাপত্র ১৮ ই আগষ্টে মহারাজ্ঞীর নিকট পুনঃ প্রেরিত হইলে তিনি তাহার শেষাংশে এই কয়েকটী কথা সংযোজিত করিয়া দেন যে,—"সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগের প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গলসাধন ও আমাদিগের এই সদিচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে এবং আমাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করুন।"

৭ ই সেপ্টেম্বরে প্রুসিয়ার অন্তঃপাতি লিড্‌স নগরের টাউন হলের প্রতিষ্ঠাকার্য্য অতি ধুমধামে সমাধা করিয়া আমাদিগের রাজদম্পতি ব্যালমোরেলে প্রত্যাগত হয়েন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১ লা নবেম্বরে ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং মহোদয় মহানগরী কলি-

কাতা এবং অন্যান্য নগরে বৃহতিসভা আহ্বান করিয়া মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক ভারত শাসনভারগ্রহণ ঘোষণা করেন।

পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা ঘোষণাপত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আলাহাবাদ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ ১ নবেম্বর সোমবার। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর স্থানে আজ্ঞা পাইয়া, তাঁহার অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের সকল রাজগণ ও সরদার প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সম্মিলিত গ্রেট ব্রিটেন ও আয়রলণ্ড রাজ্যের এবং ইউরোপ, আসিয়া, অফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলেশিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সম্মিলিত রাজ্যের লোকদিগের বসতি স্থানের ও সেই সকল রাজ্যের অধিকৃত স্থানের মহারাণী ও ধর্ম্মরক্ষিকা শ্রীশ্রীমতি ভিক্টোরিয়া।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল দেশের কর্ত্তৃত্বভার একাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষে কোম্পানি বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন সেই ভার পার্লেমেণ্ট রাজসভাগত পারমার্থিক ও সাংসারিক লর্ড ও কমন্স সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ

গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভাগত মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম, ও উক্ত দেশের মধ্যে আমাদিগের যে সকল প্রজা বাস করে তাহাদিগকে এই আদেশ করিতেছি যে, তাহারা সকলেই আমাদিগের নিকটে, আমাদিগের উত্তরাধিকারিদিগের ও আমাদিগের পরে যাঁহারা রাজত্ব পাইবেন তাঁহাদিগের নিকটে বিশ্বস্ত ও সত্যভক্ত হইয়া থাকে এবং আমাদিগের উক্ত দেশের শাসনকার্য্য আমাদিগের নামে ও আমাদিগের পক্ষ হইয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমরা ইহার পরে সময়ে সময়ে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করিব তাঁহাদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

আর আমরা আপনাদিগের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র সদস্য ও মন্ত্রী শ্রীযুত চার্লস জন বাইকৌণ্ট কানিং সাহেবের ভক্তি ও ক্ষমতাগুণে এবং সদ্বিবেচনায় বিশেষমতে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাকে, অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুত বাইকৌণ্ট কানিং সাহেবকে,

আমাদিগের উক্ত দেশের মধ্যে ও তদপরে আপ-নাদিগের প্রথম প্রতিনিধি ও গবর্নর জেনারল করিয়া, আমাদের নামে উক্ত দেশের শাসন কার্য্য করিবার ও আমাদিগের নামে ও আমাদিগের পক্ষে সাধারণতঃ কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আমাদিগের রাজ্যের একজন প্রধান সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা যে ২ আজ্ঞা ও বিধি সময়ে ২ আমাদি-গের নিকট হইতে পাইবেন, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে যে সকল লোক যে ২ পদে এক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদিগের যে কোন ইচ্ছা ইহার পরে প্রকাশ পাইবে, ও যে সকল আইন কানুন ইহার পরে করা যাইবে তাহা বলবৎ মানিয়া তাঁহারা পদস্থ থাকিবেন।

ভারতবর্ষীয় সকল রাজাগণকে এই কথা জানাই-তেছি যে কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদিগের দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ সকল রাজাদিগের সহিত যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিলাম, এবং তাঁহাদিগের তুল্যরূপে মান্য করিব, ও

সেই সেই রাজাগণও তদনুসারে ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করেন আমাদের এই ইচ্ছা।

এক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদিগের যত দেশ অধিকৃত হইয়াছে তাহার অধিক কোন দেশ আমরা অধিকার করিতে চাহি না। পরন্তু আমাদিগের যে দেশ অধিকৃত কি যাহাতে আমাদিগের স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের উদ্যোগ হইলে আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণ করা হয় এমত অনুমতিও দিব না। আমরা আপনাদিগের স্বত্ব গৌরব ও সম্ভ্রম যেমন জ্ঞান করি, তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদিও জ্ঞান করিব। কোন দেশের মধ্যে শান্তি ও সুশাসন না থাকিতে উন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে পারে না, আমাদিগের প্রজাগণ সেই সকল সুবিধা প্রাপ্তহয় আমাদিগের যেমন এই বাসনা আছে ঐ রাজগণের পক্ষেও আমাদিগের সেইরূপ থাকিবে।

রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞায় যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ হইয়াছি তেমনি আমাদিগের ভারতবর্ষস্থ প্রজাদিগের নিকটেও বদ্ধ থাকিব। আর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে ও সরল মনে নির্ব্বাহ করিব।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য এই কথা আমরা দৃঢ়মতে বিশ্বাস করি ও ধর্ম্মে সান্ত্বনা পাইয়া থাকি এবং তাহা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করি, কিন্তু আমাদিগের সেই ধর্ম্মমত আমাদিগের কোন প্রজাকে গ্রহণ করাইবার কোন ক্ষমতা স্বীকার করি না ও তাহা গ্রহণ করাইতে চাহিও না। আমাদিগের রাজকীয় ইচ্ছাও এই যে ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস কি ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া কাহার প্রতি কোন পক্ষপাত না হয় ও কেহ কোন ক্লেশ কি দুঃখ না পায়। কিন্তু আইনানুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায্যমতে ও বিনাপক্ষপাতে রক্ষা পায় এই আমাদিগের বাসনা। আমাদিগের অধীনে যাঁহারা শাসনক্ষমতা পাপ্ত হয়েন তাঁহাদিগের সকলকে আমরা এই দৃঢ় আজ্ঞা ও আদেশ করিতেছি যে,আমাদিগের প্রজাদিগের কাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে কি উপাসনাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অসন্তোষ হইবেক।

আমাদিগের আরও বাসনা এই যে আমাদিগের প্রজাবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত মতে সুশিক্ষিত, ক্ষমতাপন্ন, ও সরলভাবাপন্ন হইয়া আমাদিগের যে কোন সেরেস্তায় কর্ম্ম করিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা যে কোন বংশের বা যে কোন ধর্ম্মের লোক হউন তাঁহাদিগকে

সাধ্যপক্ষে বিনা আপত্তিতে ও বিনা পক্ষপাতে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

ভারতবর্ষবাসীরা যে পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি অধিকার করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি,এবংআমরা তাহা স্বীকারও করি, ভূমি সম্পর্কে তাঁহাদিগের যে সকল স্বত্ব আছে সেই সকল স্বত্ব আমরা রক্ষা করিতে চাহি, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ দিতে হইবেক। আর আমাদিগের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করিবার ও সেই আইন আমলে আনিবার কার্য্যে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ব্যবহার পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্তমতে মনোযোগ থাকিবে।

ক্ষমতা প্রাপ্তির লোভে যে সকল লোক অমূলক জনরব প্রকাশ দ্বারা দেশীয়দিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহ ব্যাপারে পরিচালিত করিয়াছে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল উপদ্রব ও পীড়ন হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের শোকের উদ্রেক হইতেছে। সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে প্রদমিত করিয়া আমাদিগের ক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রমে পড়িয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্য

কার্য্যের পন্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চাহে, তাহাদিগের অপ-রাধ ক্ষমা করিয়া দয়া প্রকাশ করাই আমাদিগের ইচ্ছা।

কোন প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমাদিগের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের মধ্যে আরও শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয় এই অভিপ্রায়ে, আমাদিগের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কতকগুলি নিয়ম প্রকাশ করিয়া, যাহারা সম্প্রতিকার গোলযোগে আমাদিগের প্রভুতার প্রতিকূলে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশ লোককে সেই নিয়মমতে ক্ষমা পাইবার আশা দিয়াছেন, ও মহাপরাধ প্রযুক্ত যাহাদিগের ক্ষমা হইতে পারে না তাহাদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সেই কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম তাহাও ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটনীয় প্রজাদিগকে হত্যা করিবার কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিবার অপরাধ যাহাদিগের সাব্যস্থ হই-য়াছে কি হইবে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য বিচারমতে দয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহারা ব্যতীত অন্য সকল অপরাধীর প্রতি আমাদিগের দয়া প্রকাশ হইবেক।

হত্যাকারী জানিয়া যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদি-

গকে আশ্রয় দিয়াছে, কিম্বা রাজবিদ্রোহ ব্যাপারের নায়ক কি প্রবর্ত্তক রূপে যাহারা কর্ম্ম করিয়াছিল তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু যে অবস্থায় তাহাদিগের রাজভক্তি পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল উপযুক্ত রূপে তাহাদিগের দণ্ড নিরূপিত হইবেক। এবং দুষ্ট লোকেরা যে অমূলক জনরব প্রকাশ করিয়াছিল অজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য যাহাদিগের অপরাধ হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি অধিক পরিমাণে অনুগ্রহ করা যাইবে।

অপর যে সকল লোক এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেছে, তাহারা আপনাদিগের গৃহে ও কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কর্ম্মে ফিরিয়া গেলে, আমাদিগের বিপক্ষে ও আমাদিগের রাজমুকুট ও সম্ভ্রমের প্রতিকূলে তাহাদিগের যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা বিনা বিচারে ক্ষমা করিব ও সেই সকল অপরাধকে মনে স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করিতেছি।

যাহারা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ নিয়মমতে কার্য্য করিবে তাহারা সকলেই আমাদিগের এই অনুগ্রহ ও ক্ষমা পায়, আমাদিগের এই বাসনা।

ঈশ্বরের প্রসাদে যখন দেশের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইবে তখন ঐ দেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যের উৎসাহ দান করা, ও সর্ব্ব সাধারণের উপকার ও উন্নতির কার্য্যে সহায়তা করা, এবং ভারতবর্ষে আমাদিগের যে সকল প্রজা বাস করে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। প্রজাদিগের উন্নতি আমাদিগের বল। তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে আমাদিগের নিরাপদ। তাহারা কৃতজ্ঞ হইলে আমাদিগের উৎকৃষ্ট পুরস্কার। তাহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগের এই সকল বাসনা ফলবতী করিতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে শক্তি প্রদান করুন।"

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরেবল্ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের ঘোষণা পত্র।

"বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্ট। আলাহাবাদ। ১৮৫৮। ১নবেম্বর।

ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়দিগের অধিকৃত দেশের শাসন কার্য্যের ভার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বয়ং গ্রহণ করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই সংবাদ দিতেছেন যে অদ্যাবধি ভারত গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য কেবল শ্রীশ্রীমতীর নামে করা যাইবেক।

যে বংশের কি জাতির যে সকল লোক কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া ইংলণ্ডের মান ও ক্ষমতার পোষকতা করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাবধি কেবল মহারাণীর ভৃত্য হইবেন।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহাদিগকে এই আদেশ করিতেছেন যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে শ্রীশ্রীমতীর অনুগ্রহসূচক যে ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে ফলবতী করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাপন পদে সুযোগমতে সর্ব্বান্তঃকরণ ও সমস্ত শক্তির সহিত সাহায্য করুন।

শ্রীশ্রীমতী স্নেহ ও দয়ার বাক্য প্রয়োগে ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজাকে রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রানুসারে তাঁহারা প্রজাভক্তিতে আজ্ঞাবহ হয়েন সেজন্য শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এক্ষণ ও সদাসর্ব্বক্ষণ ক্রটী করিবেন না।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরেবল গবর্ণর জেনরল
বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

জি, এফ, এডমনষ্টন্।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সহিত
ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।”

ত্রয়োদশপরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া যে দিন ভারতের রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতে ভারতের সুখ-রাজ্য বলিতে হইবে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গব-র্ণরগণের অনেকেই ভারতরাজ্য শাসনে প্রভূত পরিশ্রম দ্বারা রাজ্যবিস্তৃতি ও প্রজাগণের মঙ্গলসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহারাণীর রাজ্যে যেরূপ সর্ব্বা-ঙ্গীন কুশল ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদিগের সময়ে সেরূপ হয় নাই, অনেকে বলিয়া থাকেন কোম্পানীর রাজ্যে ভারত সুখে ছিল, কিন্তু আমরা সে কথা সর্ব্বতঃ স্বীকার করিতে পারি না। সত্য বটে মহারাণীর রাজ্য ঘোষণার পর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের ভীষণ-তম মূর্ত্তি ভারতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার করাল-কবলে সহস্র সহস্র ভারতীয় প্রজার বিনাশ সাধিত হইয়াছে, মারীভয় রূপ সাক্ষাৎ কৃতান্ত ভারতে অবতীর্ণ

হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজাহানি করিয়াছে, কিন্তু সে সকল অভ্যাপাত কালধর্ম্মসম্ভূত, তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের বা একবারে তাহার হস্ত এড়াইবার মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই, সে সকল প্রজাবিড়ম্বন দৈবতঃ হইয়া থাকে; আমাদিগের দেশে কেন, পৃথিবীর সকল স্থানে সকল সময়েই ঘটিয়া থাকে। সেজন্য মহারাণীর রাজ্যের দোষ দিলে চলিবে কেন? আর্য্যগণ যে সময়ে ভারত শাসন করিতেন, যে সময়ে ভারতভূমি প্রচুর ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখনও প্রজাদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট এবং মারী ভয়ের কথা পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাণী আমাদিগের ভারত রাজ্যেশ্বরী হইবার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় অভিনব দণ্ডবিধি প্রণীত হইয়াছে, প্রজাদিগের ধন, মান, প্রাণ রক্ষার জন্য নূতন পুলিশের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়ও স্বীকার করা হইয়াছে। ডাকবিভাগের অনেকগুলি সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, কারানিয়মের সংস্কার হইয়াছে, নগরে, উপনগরে, গ্রামে মিউনিসিপলিটীর পত্তন হইয়াছে, সাধারণ প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইয়াছে, দেশমধ্যে রেলওয়েবিস্তৃতি হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা

শান্তির মাত্রা অনেকটা বৃদ্ধি হইয়াছে, চোর ডাকাইতের ভয় দিনে দিনে কমিয়া আসিতেছে, নানাপ্রকারে প্রজার সুবিধা হইয়াছে। স্বীকার করি ভারতীয় প্রজার ধনহীনতা জন্মিয়াছে কিন্তু সেজন্য মহারাণীর রাজ্যশাসনের দোষ দিলেই চলিবে না, আমাদিগের নিয়তিরও বিলক্ষণ দোষ আছে। দীর্ঘকালব্যাপী মহামারীতে প্রজাসংখ্যা হ্রাস, তজ্জন্য কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত, প্রকৃতিপুঞ্জের শারীরিক দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রমবিমুখতা, মারীভয় সময়ে উপর্য্যুপরি কতিপয় বৎসর উপযুক্ত রূপে ভূমিকর্ষণের অভাবে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাসতা, সাধারণ প্রজামধ্যে বিলাস প্রিয়তাদি হেতু এই অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে মহারাণীর রাজ্য সুখের বই দুঃখের নয়। মুসলমানদিগের সময়ে এরূপ দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় হইলে ভারতের দুর্দ্দশা যে কতদুর শোচনীয় হইত তাহা বুদ্ধি বা কল্পনাতেও আইসে না। সহজেই অরাজকতা, তাহার উপর আবার দৈব নিগ্রহে সোনার ভারত অরণ্যময় হইত, ভারতের প্রত্যেক নগর প্রত্যেক পল্লী প্রাচীন গৌড়ের দশা প্রাপ্ত হইত।

মহারাণীর শাসনে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর যথেষ্ট

প্রতিকার পাইয়া আমরা জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হই-য়াছি। তাহা না হইলে ভারতীয় আর্য্যের পরিচয় দিতে জনপ্রাণীও ভারতে থাকিত না।

এই সময়ে প্রিন্‌স কনসর্ট মহোদয় রাজনৈতিক আলোচনায় গাঢ়তর অভিনিবিষ্ট হয়েন। তিনি যে বিজ্ঞান শিল্প রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, জ্ঞানসঞ্চয়ে মনোভাণ্ডার পূর্ণ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল; এত ভালবাসার কার্য্যেও তিনি অধিক সময় ব্যয় করিতে পারিতেন না, কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে নিবিষ্ট থাকিতেন। এই উপলক্ষে দিন রাত্রি মানসিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ, ও ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জ্বর পীড়ার সঞ্চার হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী দিবসে মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা কন্যা "প্রিন্সেস রয়েল" প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরে এক নবকুমার প্রসব করেন। এই অভিনব জন্মসংবাদে ইংলণ্ড এবং প্রুসিয়া উভয় রাজ্য আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। পরবর্ত্তী মে মাসে রাজকুমারী আপনার নবজাত কুমারকে লইয়া স্বীয় জননীর জন্মদিন উপলক্ষে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী বিয়েট্রিশ এই সময়ে

অতিশয় বলিকা ছিলেন। এই বৎসর ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার সহিত সমরসজ্জায় সজ্জীভূত হয়েন। সমগ্র ইউরোপ ভূমিতে সমরানল প্রজ্বলিত হইবার লক্ষণ সমুদায় দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সূত্রে আমাদিগের মহারাজ্ঞীর সহিত ফ্রান্সের মনোমালিন্য জন্মে। ফ্রান্স বিপুল উদ্যম ও আয়াসে আপনার সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। আমাদিগের সুদূরদর্শী প্রিন্স কনসর্ট মহাশয়ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া সৈন্যবল পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৩ই জুন দিবসে লর্ড ডার্বি মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিলে লিবারেল সম্প্রদায় প্রবল হয়েন এবং লর্ড পামরষ্টন প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। প্রিন্স কনসর্ট ইহার কিছু দিন পরে মহারাজ্ঞীর সহিত জলে জলে ভ্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হয়েন। কিন্তু উপর্য্যুপরি গুরুতর রাজনৈতিক কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে শুধরাইয়া উঠিল না। ভালয় মন্দয় সময় কাটিতে লাগিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী (ডচেস কেন্ট মহোদয়ার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরষজা কন্যার) বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়। এই দৈব দুর্ঘটনায় মহারাজ্ঞী এবং তাঁহার

স্বামী উভয়েই যার পর নাই শোকসন্তাপিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর ২৪ শে জুলাই মহারাজ্ঞী প্রুসিয়া হইতে এক দৌহিত্রীর জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ভাগিনেরীর ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই আমাদিগের যুবরাজ আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি মহা সমারোহে, অতিশয় সম্মানে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন। রাজকুমার ওয়াসিংটনের সমাধিক্ষেত্র "পেটেণ্ট আপিশ" প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তত্রত্য প্রেসিডেণ্ট "হোয়াইট হাউস" প্রাসাদে তাঁহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে ভোজ দিয়াছিলেন এবং যুবরাজের সাধুতা ও সচ্চরিত্রায় বশীভূত হইয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া মহারাণীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞীও যার পর নাই সাদর সম্ভাষণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের পত্রোত্তর প্রদান করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শরৎ ঋতুতে মহারাজ্ঞী প্রিন্স কনসর্ট এবং রাজকুমারী এলিশের সহিত জর্ম্মণি যাত্রা করেন। প্রিন্স কনসর্টের সহিত তাঁহার পিতৃভূমিতে মহারাজ্ঞীর এই শেষ গমন। তাঁহাদিগের কোবর্গ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রিন্‌স কন্‌সর্টের বিমাতা পর লোক গমন করেন। প্রিন্‌স মহোদয় তাঁহাকে গর্ভধারিণীর

ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, এ কথা বলা বাহুল্য যে বিমাতৃবিয়োগে তাঁহারা সাতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ্ঞী দৌহিত্রের বদনচন্দ্রমা সন্দর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

পর দিন অর্থাৎ ২৬ শে সেপ্টেম্বরে মহারাজ্ঞী তাঁহাদিগের প্রাচীন হিতৈষী বন্ধু ব্যারণ ষ্টকমারের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম প্রীত হয়েন। ১ লা অক্টোবর প্রিন্‌স কনসর্ট একাকী অশ্বযোজিত শকটে ভ্রমণকালে অশ্বগণ হঠাৎ ভীতিবিহ্বল হইয়া অতিবেগে ধাবিত হয় এবং শকটবহনে দৌড়িতে দৌড়িতে পথিমধ্যে রেলওয়ে শকটের সম্মুখস্থ হইয়া তাহাতে প্রিন্‌স মহোদয়ের শকটখানি প্রহত করিবার উপক্রম করিলে তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া বিলক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার মহামূল্যে জীবনের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। একবিংশতি দিবস কাল কোবর্গে অবস্থিতি করিয়া মহানুভাব প্রিন্‌স কনসর্ট সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য লাভ করেন। এই দৈব ঘটনা হইতে স্বামীর উদ্ধারপ্রাপ্তির স্মরণ হেতু আমাদিগের মহারাণী কোবর্গে কোন বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। কোবর্গের তদানীন্তন ডিউক এবং ডচেশ তাঁহার নামে একটী দাতব্য

সংস্থান (ফণ্ড) স্থাপন করেন। তাহার কুশীদ হইতে প্রতি বৎসর শিল্প বিদ্যার্থীদিগকে বৃত্তি, অসহায়া যুবতীদিগের বিবাহযৌতুক, ও তাঁহারা যাহাতে সচ্চরিত্র থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তদ্রূপ অর্থ সাহায্য এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

এই যাত্রায় "হেসি রাজকুমার" লুইশের সহিত রাজকুমারী এলিশের প্রণয় সঞ্চার হয়। তদুপলক্ষে রাজকুমার ইংলণ্ডে শুভাগমন করেন। এই সময়ে মহারাণীর জননীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মধ্যে মধ্যে দুই এক বার তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মে। ১২ ই মার্চ পর্য্যন্ত রোগের অবস্থা আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার ব্যাধি পুনর্ঘোর হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্‌স কনসর্ট অবিলম্বে ইংলণ্ড হইতে ফ্রগমোর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে পথিমধ্যে তাঁহারা কিছু মাত্র বিলম্ব করেন নাই, কিন্তু মহারাণী লিখিয়াছেন যে, "পথ অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।" যখন তাঁহারা ফ্রগমোরে পৌঁছিলেন মহারাজ্ঞী তৎকালের কথা লিখিয়াছেন, "আলবার্ট প্রথমে উপরে গিয়াছিলেন, এবং যখন সাশ্রুনয়নে প্রত্যাগমন করিলেন তখন আমি বুঝিতে পারিলাম কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! কম্পিত হৃদয়ে আমি

সোপাণশ্রেণী আরোহণ করিয়া শয়ন গৃহে প্রবিষ্ট হই-লাম। তথায় দেখিলাম আমার প্রিয়তমা জননী খাটের উপর ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন, সঘন নিশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু শিরে শিরস্ত্রান, পরিধানে গাউন, ঠিক যেমনকার তেমনই। আমি তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম, তাহার প্রিয় হস্ত চুম্বন করিয়া আমার গণ্ডস্থলের নিকটে স্থাপন করিলাম। যদিও তিনি চক্ষুরুন্মীলিত করিলেন, আমি বিবেচনা করি, আমাকে চিনিতে পারিলেন না। আমার হস্তাবমর্ষণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার যে শিশুকে দেখিয়া তিনি মধুর হাস্য করিতেন তাহাকে চিনিতে পারিলেন না দেখিয়া আমার বাস্তবিক বড় শঙ্কা হইল।”

মহারাজ্ঞী মাতৃবিয়োগ হেতু আপন জীবনের মহান্‌দুঃখের যে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনির্ব্বচনীয় কারুণ্যময় এবং সজীবতা পূর্ণ। বাস্তবিকই উহা অব্যক্তব্য দুঃখময়। তাহার অনেক স্থল স্বাভাবিক ভাবের পূর্ণ বিকাশময় ও চিত্তস্পর্শী। ডচেস কেণ্ট মহোদয়ার প্রাণপক্ষী ১৬ ই মার্চ যখন পাঞ্চভৌতিক পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিল তখন তাঁহার শোকসন্তাপবিহ্বলা কন্যা জন-নীর জরাজীর্ণ কলেবর হইতে আত্মার মুক্তি এবং শান্তির সুখময় ক্রোড়ে বিরাম লাভ চিন্তা করিয়া আপনার

চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্নবতী হইতেছিলেন কিন্তু হৃদয় ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হইল, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন,— "আমি—আমি হতভাগিনী মেয়ে, তাই যে মাকে এত ভাল বাসিতাম, এক চল্লিশ বৎসর মধ্যে কখন যে মার কাছ ছাড়া হই নাই সে. মা হারা হইলাম।" ইত্যাদি। মাতৃশোকে মহারাণী সাতিশয় অধীরা হইয়াছিলেন। মাতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। যে হেতু তিনি অতি শৈশবেই পিতৃহীনা হয়েন। পিতৃস্নেহ কেমন ঈশ্বর তাঁহাকে ভোগ করিতে দেন নাই এবং মানবজীবনে যে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং গুরুঃ" বলিয়া প্রথিত আছে সেই পরমারাধ্য পিতাকে ভাল বাসিয়া, ভক্তি করিয়া যে কি সুখ ভগবান্ তাঁহাকে জানিতে সমর্থা করেন নাই। কাজে কাজেই একাধারে উভয়ের শ্রদ্ধা প্রবাহিত হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সংসারে যতদিন মাতা জীবিত থাকেন কি কৈশোর, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, ভাবিয়া দেখিলে সকল অবস্থাই শৈশব। সুখশান্তির আশ্রয়, জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার স্থান একমাত্র মাতৃঅঙ্কে সংসারচিন্তানিষ্পেষিত মস্তক দিনান্তে একবার স্থাপন করিতে পাইলে কিম্বা তাঁহার সুকোমল বক্ষঃস্থলে অশ্রুভারার্ত্ত মুখমণ্ডল লুকাইতে পারিলে সকলই ভুলিয়া যা-

হইতে হয়। তখন সংসার মনে থাকে না, সংসারের দারুণ দুশ্চিন্তা নিকটে আসিতে পারে না, আপনাকে আপনি মনে থাকে না, মাতৃঅঙ্কের অনির্ব্বচনীয় মহিমা তখন পুত্র কন্যার মনে প্রভুতা বিস্তার করে, শিশুত্বকে উপস্থিত করিয়া দেয়। সংসারে সাধারণের পক্ষে এই, তাহাতে আবার শৈশবে আমাদিগের মহারাণী মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতেন না। সুতরাং মাতৃবিয়োগ তাঁহার একটী মহতী ক্ষতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সে ক্ষতি কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না। সান্ত্বনার জন্য তাঁহার ভগ্নী ও কন্যা সর্ব্বদাই নিকটে আসিতেন কিন্তু সে শোকাগ্নি সহজে নির্বাপিত হইত না। কিয়দ্দিবস অসবরণের নিভৃত নিবাসে অবস্থিতি করিয়া কতকটা হ্রাস হইয়াছিল বটে কিন্তু পুরাতন আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না।

মাতৃবিয়োগবিধুরা মহারাজ্ঞী কিয়দ্দিবসের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে প্রিন্স কনসর্ট সমুদায় কর্ম্ম নিজে নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। গ্রীষ্ম-কালে রাজ্ঞিতনয়া প্রুসিয়রাজবধূ ভিক্টোরিয়া মাতৃ-শোক সন্তাপিতা জননীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ইং-লণ্ডে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। ২১ শে আ-গষ্টে মহারাণী ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স পুত্র আলফ্রেড,

এবং কন্যা এলিশ ও হেলেনাকে লইয়া আয়রলণ্ড যাত্রা করেন। তত্রত্য নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রিন্‌স কনসর্টের জন্মদিন উপস্থিত হইল। সেই দিন মহারাজ্ঞী আপন মাতুল বেলজিয়মরাজকে লিখিয়াছিলেন "দিনের মধ্যে ইহাই আমার প্রিয়তম, এবং এই দিনই আমার মন ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, এবং আবেগে পরিপূর্ণ হয়। জগদীশ্বর আমার চিরদিনের প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র আলবার্টকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষা করুন।" ইত্যাদি। প্রিন্‌সের জন্মদিন যথা নিয়মে রক্ষিত হইয়াছিল। আয়রলণ্ড ভ্রমণান্তে তাঁহারা ৩০ শে আগষ্ট ব্যালমোরেলে প্রত্যাগত হইলেন। শরৎঋতু এই অপূর্ব্ব প্রাসাদে অতিবাহিত করিয়া মহারাণী অনেক পরিমাণে মানসিক সাচ্ছন্দ্যলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। *

২২ শে অক্টোবরে তাঁহারা ব্যালমোরেল হইতে উইণ্ডসর প্রাসাদে আগমন করেন। এই সময়ে প্রিন্‌স বকিংহাম প্রাসাদের উপাসনালয় ও তদীয় জ্যেষ্ঠাত্মজ প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌সের বাসগৃহ "মারলবর্গ হাউস" সজ্জিত করিবার জন্য নিয়তই লণ্ডনে যাতায়াত করি-

* Vide Life of Queen Victoria—Page 343.

তেন। এই সময়ে পর্টুগালের রাজা অল্প বয়সে লোকান্তর গমন করেন, প্রিন্‌স তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হয়েন। এই মৃত্যুসংবাদে তাঁহার মনে এক ভীতিজনক ভাবের উদয় হয়। সেই চিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগ্রত থাকায় তৎসূত্রে উদরের পীড়া জন্মে। শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রা উপর্য্যুপরি পঞ্চদশ দিবস তাঁহার নয়নযুগল নিমীলিত করে নাই। তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য এককালে নষ্ট হইয়া যায়।

সদাশয় প্রিন্স মহাশয় সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াও একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্য সাধারণের হিতব্রতপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এই অবস্থায় তিনি আপনার ভাবী মৃত্যু জনিতে পারিয়া স্বীয় জীবনের ততটা মমতা রাখিতেন না; এজন্য সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। পরম পুণ্যাত্মাদিগের পবিত্র মনের ইহাই মহৎ পরিচয়। পীড়ার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মহারাজ্ঞীকে বলিয়াছিলেন—"আমি জীবনের মায়ায় বদ্ধ নহি, আপনি বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই দেখি না, যদি আমি জানিতে পারি যে আমি যাহাদিগকে ভাল বাসি তাহারা সচ্ছন্দে আছে তাহা হইলে কল্যই

মরিতে পারি।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে— “আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে যদি আমার সাংঘাতিক পীড়া হয়, আমি একবারে জীবনের আশা ত্যাগ করিব, জীবনের জন্য চেষ্টা করিব না, তাহাতে আমার আগ্রহ নাই।” এই সকল বলিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডলে অণুমাত্র বিষাদচিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।

মৃত্যু যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। তিনি বলিতেন মৃত্যু পর-লোকের যবনিকা স্বরূপ। ২৮শে নবেম্বরে তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি হয়। সেই দিন “ট্রেণ্ট” নামক একখানি বাষ্পীয় পোত হাভেনা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে সর্ব্বত্র প্রচার হয় যে পথিমধ্যে কামিণ্টো নামক এক খানি রণতরীর অধ্যক্ষ অকারণ সূত্রে উক্ত বাষ্পীয় তরীর উপর গোলা বর্ষণ করেন এবং কয়েক জন আরোহীকে বলপূর্ব্বক বন্দী করিয়া লইয়া যান। এই সংবাদে সমস্ত ব্রিটনভূমি কম্পিত হইয়া উঠে, সমস্ত ইংরেজ জাতি অপমানিত বোধ করেন, মন্ত্রীসমাজ এতদূর ক্রুদ্ধ হয়েন যে অবিলম্বেই সমর ঘোষণার উদ্যোগ করেন। আট হাজার সৈন্য কানেডায় প্রেরিত হয়। ৩০শে নবে-ম্বর মন্ত্রীসমাজ এই বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণের জন্য

সকলে পরামর্শ করেন অবশেষে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে এরূপ কর্কশ এবং উগ্রভাবে পত্র লেখা হয় যে যদি তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা ও উপস্থিত ব্যাপারের ক্ষতিপূরণ না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে। তদ্বিষয়ক সমস্ত কাগজ পত্র মহারাণীর নিকটে প্রেরিত হয়, কিন্তু তৎকালে প্রিন্‌স কনসর্ট মহোদয় নিষ্ঠুর রোগের যন্ত্রনা ভোগ করিতেছিলেন, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বশীভূত ছিল না, মন অস্থির--কিন্তু তথাপি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, সেই সমস্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া চিত্তসংযম করিয়া স্বহস্তে এক মন্তব্য লিখিয়া দেন। সেই মন্তব্যের পাণ্ডুলিপি দেখিলেই জানা যায় যে তাঁহার হস্ত স্ববশে ছিলনা।

সেই পত্রিকা খানি প্রিন্‌স মহাশয়ের রাজনীতি জ্ঞানের প্রগাঢ় পরিচয়। তাহার লিপি কুশলতায় আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট পত্র পাঠ মাত্র ধৃত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা ও ভ্রমস্বীকার এবং ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন। দিনে দিনে প্রিন্‌স কনসর্টের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল; জ্বর কাশাদি ক্ষয়রোগে তাঁহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ করিতে থাকিল। মহারাজ্ঞী এই সময়কার এক দিনের কথা বলেন,—"তাঁহার মুখে হাসি ছিল না, তিনি

আমার খবর ও লইলেন না।" সেই দিন সন্ধ্যাকালের কথা বলেন—"আমি আমার আলবার্টকে স্নেহময়, প্রসন্ন, এবং স্বাভাবিক ভাবে দেখি। যখন বিয়েট্রিশকে লইয়া তাঁহার নিকটে যাই তখন তিনি তাহার মুখ চুম্বন করেন। বিয়েট্রিশকে যখন ফরাসী গীত গাওয়াইলাম তখন তিনি হাসিলেন, তাহার পর কিয়ৎক্ষণ তাহার হাত ধরিয়া রহিলেন। সে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।" প্রিন্স কয়েক দিবস গ্রন্থপাঠ শুনিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা এলিশ তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকার দিগের পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা করিলে রাজকুমারী জর্ম্মণ স্বর গাইতেন। ক্রমে তাঁহার জীবনের আশা দুর্বল হইতে লাগিল; রোগের ভয়াবহ লক্ষণ সমুদায় দেখা দিল, পঞ্চদশ দিবস ক্রমাগত অসহ্য রোগযন্ত্রনা ভোগ করিতে লাগিলেন। এ দুঃখময় সময়ের মধ্যে মহারাণীর প্রতি তাঁহার স্নেহ বড়ই চিত্তস্পর্শী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার অজ্ঞানতার কুজ্ ঝটিকায়, রোগজন্য প্রলাপের অর্দ্ধস্ফুট, অর্দ্ধস্তিমিত চৈতন্যে তাঁহার সহধর্ম্মণীর ভালবাসা জাগ্রত হইত। এরূপ অবস্থায় যখনই মহারাণী সজল নয়নে রোরুদ্যমানা হইয়া তাঁহার শ্রবণবিবরে আপন

বদনমণ্ডল স্থাপন করিয়া বলিতেন, "আমি আপনার ক্ষুদ্রা স্ত্রী" তখনই তিনি মস্তক নমিত করিয়া তাঁহার বদন চুম্বন করিতেন। যখন মহারাণীকে স্বামীর জীবন-আশা পরিহার করিতে হইয়াছিল তখন তিনি রোদনশব্দে প্রিয়, প্রয়ানোম্মুখ আত্মার শান্তি নষ্ট না হয় এজন্য নীরবে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। কখন কখন তিনি মনে করিতেন যে বাহিরে যাইয়া ক্রন্দন দ্বারা হৃদয়ভার লাঘব করেন কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে ঈশ্বর স্তুতিতে চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ ই ডিসেম্বর রজনীযোগে সর্ব্বজন প্রিয়, সদাত্মা, আমাদিগের মহারাজ্ঞীর সুনির্ম্মল হৃদয়াকাশের সুখরবি প্রিন্স কনসর্ট অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ বিষাদময়, রাজপরিবার বিষণ্ন, শোকাকুল, সকলেরই মুখমণ্ডল দুঃখকরাবমর্ষিত কালিমামাখা। ব্রিটেনভূমি হাহাকারে পরিপূর্ণ, প্রকৃতিকুল গভীর শোকজলধিবিনিক্ষিপ্ত, তাঁহাদিগের একমাত্র হিতাশী, সুখ দুঃখের একমাত্র আশ্রয় প্রিন্স কনসর্ট মহাশয় আজি এই কর্ম্মভূমিতে আর নাই। তাঁহার গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, কেহ আর দেখতে পাইবে না; প্রেমময় মধুর সম্ভাষণ কেহ আর শুনিতে পাইবে

না। সাধারণ হিতকর কার্য্যে আর তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, দুঃখনিপীড়িত অনাথ দীন দরিদ্রগণ জুড়াইবার জন্য আর তাঁহার নিকট যাইবে না। তাঁহাকেও আর তাহাদিগের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। ইহলোকের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সকলই তাঁহার ফুরাইল। আমাদিগের মহারাণীও আপন জীবন সেই সঙ্গে আঁধারময় দেখিলেন। পতিবিয়োগে ভারতেশ্বরী জীবনের এক প্রিয়বস্তু, এক অমূল্য নিধি হারাইলেন।

প্রিন্‌স মহাশয়ের মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে সজলনয়না মহারাজ্ঞী জানু পাতিয়া প্রাণসম প্রিয় পতির হস্ত ধারণে উপবিষ্ট; অন্য পার্শ্বে রাজকুমারী এলিশ; রাজকুমারী হেলেনা এবং প্রিন্‌স অফ ওয়েলস একত্র মুমূর্ষু পিতার চরণতলে উপবিষ্ট। অন্যান্য শিশু রাজসন্তান সন্ততিগণ রাজপ্রাসাদে কৃতান্তের প্রবেশচিন্তা না করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেক্রেটরী, চিকিৎসকগণ, প্রিন্‌স আর্নেষ্ট লিনিঞ্জেন, উইণ্ডসরের পুরোহিত এবং অন্যান্য অনুগত ভৃত্যগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। সকলেই নিস্তব্ধ, গৃহ নীরব, কেবল পরিশ্রান্ত নিস্তেজ শ্বাস পতনের শব্দ ক্রমশঃ মন্দ হইতেও মন্দীভূত হইতেছিল। ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল, রজনী দশটা পনর মিনিটের সময় আর

রহিল না। প্রিন্‌স মহোদয়ের পবিত্র আত্মা পবিত্রধামে প্রস্থান করিল।

মহারাজ্ঞীর কোন জীবন চরিত লেখক বলেন যে কোন রমণী এই শোচনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন তিনি বলেন যে মহারাণী প্রিন্‌সের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আত্ম সংযম করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমের নয়নপত্র নিমী-লিত হইবার পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনে গাত্রোত্থান করিলেন, উপস্থিত চিকিৎসকগণকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং মনুষ্যের চেষ্টা ও যত্নে যাহা হইতে পারে তাঁহার স্বামী মহাশয়ের জন্য যে তাহার কিছুই ক্রটী হয় নাই তাহা জানাইলেন। তাহার পর তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বাররুদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ অশ্রু বর্ষণ করিলেন। তাঁহার আত্মা একাকিনী ঈশ্বরের সহিত এবং তাঁহার চিত্ত চিরকালের জন্য সহচরশূন্য রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রিন্‌স মহাশয়ের শোচনীয় অকাল মৃত্যুসংবাদ রাজ্যের প্রতিগৃহে উপস্থিত হইয়া ব্রিটনভূমির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই শোকাকুলিত করিল। সমস্ত ইংরেজ জাতি আশা উৎসাহ শূন্য জীব-ন্মৃত। ক্রমে এই ভয়ঙ্করী অশুভবার্ত্তা সমুদ্র পার হইয়া

ইউরোপের সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইল, মহারাণীর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, ইউরোপীয় নৃপতিবর্গ, মহাসভা পার্লেমেণ্ট, গ্রেটব্রিটেনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক সভা, প্রত্যেক কমিটী, ভারতাদি বিদেশীয় প্রজাগণ শোকান্বিতা মহারাজ্ঞীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ এবং সান্ত্বনার জন্য রাশি রাশি পত্র পৃথিবীর নানা স্থান হইতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রিন্স মহাশয়ের স্মরণার্থ নানা স্থানে নানা প্রকার সভা সমিতি সংগঠিত হইয়া জাতীয় ভক্তিপ্রকাশক নানা প্রকার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, কিন্তু সে সকলে পতিপ্রাণা, সাধ্বী সতী ভারতেশ্বরীর মন প্রবোধ মানিল না। তাঁহার জীবনের যে মহতী ক্ষতি তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। যে খরসান সুতীক্ষ্ণ শোকশেল তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে তাহা কিছুতেই উৎপাটিত হইবার নহে। তিনি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার নিষ্ঠুর যন্ত্রনার বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ নহে।

১৮ ই ডিসেম্বরে মহারাজ্ঞী রাজকুমারী এলিশকে লইয়া ফ্রগমোর যাত্রা করেন, তথায় প্রিন্স অফ ওয়েলস, হেসির প্রিন্‌ল লুইশ, সার জেম্‌স ক্লার্ক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ফ্রগমোরের উদ্যানে স্বামীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণের

স্থান মনোনীত করিয়া আইসেন। ২৩ শে ডিসেম্বর রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তক প্রিন্‌স কনসর্টের শব উইণ্ডসর প্রাসাদ হইতে সেণ্টজর্জ ধর্ম্মালয়ের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হয়; অনন্তর ফ্রগমোর উদ্যানে সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ ই ডিসেম্বর দিবসে তথায় নীত হইয়া প্রস্তরাধারে স্থাপিত হয়। পরিশেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে নবেম্বর প্রাতে সাতটার সময় রমণীয় মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী শবাধারে রাখিয়া সমাহিত করা হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এই দারুণ দুর্ঘটনার পর মহারাণী যে রাত্রিতে প্রথম নিদ্রা যান সেই রাত্রির অবসানে নিষ্ঠুর প্রভাত কিরণ যখন তাঁহার বৈধব্যস্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া দেয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে—"এখন আমাকে 'ভিক্টোরিয়া' বলিয়া ডাকিবার কেহ আমার নিকটে নাই।" তাহার পর তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিবার জন্য শোকস্মৃতি চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য অধিকতর যত্নের সহিত রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে মাতৃবিয়োগের পর অপেক্ষা অধিক সংযত দেখিয়া তাঁহার কোন আত্মীয় বন্ধু সন্তোষ প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি ঈশ্বরের উপদেশে শিক্ষিত হইয়াছি, তিনি আমাকে যে অবস্থায় রাখিবেন সেই অবস্থাই সহ্য করিতে হইবে।"

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১ লা জুলাই 'হেসি' রাজকুমারের সহিত অসবরণ প্রাসাদে রাজকুমারী এলিশের শুভ পরিনয়োৎসব নিস্তব্ধভাবে, বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। রাজকুমারী অতিশয় পিতৃভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং তাঁহার পিতাও তাহাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

ব্যালমোরেলের পার্ব্বতীয় প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে মহারাণীর স্বামীর সৃষ্ট, এক্ষণে উহা তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল, তাঁহার চক্ষে ব্যালমোরেলের অসাধারণ সৌন্দর্য্য কোন কালে হ্রাস হইবার নহে। ব্যালমোরেলে অবস্থিতিকালে প্রথম হইতেই মহারাজ্ঞী গ্রাম্য সরল ব্যবহারে প্রতিবাসীদিগের স্নেহ ও অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। মহারাণী তাঁহার ব্যালমোরেলস্থ নিম্নশ্রেণীর প্রজাদিগের নিকট যাইবার সময় স্কটলণ্ডীয় লর্ড গৃহিণীর ন্যায় যাইতেন, তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না, আত্মীয় ভাবে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন বিবরণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন,—"অন্যত্র যাইবার পূর্ব্বে আমরা একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার বয়স অষ্টাশি বৎসর। আমি তাহাকে একটী গরম ছোট কোট দিলাম। তাহাতে তাহার গলিত গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা বহিল এবং সে আমার হস্তকম্পন করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিল।"

"আমি প্রাচীন কিট্টী কিয়ারের একটী ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলাম। তাহার বয়স ছিয়াশি বৎসর; সে বেশ সোজা হইয়া চলিতে পারে, আমাদিগকে বেশ

সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিল। আমি তাহাকেও একটী তদ্রূপ কোট দিলাম। কোট পাইয়া সে বলিল ঈশ্বর আপনার ও আপনার পুত্র কন্যাদিগের মঙ্গল করুন এবং আপনাদিগের সকল আপদ বালাই দূর করুন।” দয়াবতী মহারাণী ব্যালমোরেলে অবস্থিতিকালে এইরূপে আপন প্রকৃতিকুলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রকাশ্যে ও প্রচ্ছন্ন বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দীন দুঃখী অনাথ দেখিলেই তাঁহার দুঃখমোচনে ত্রুটী করেন না। ডাক্তার ম্যাকলিয়ড বলেন—“তিনি একদা বিধবা রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তথায় রাজকুমারী হেলেনা ও “এলির” মার্কুইসমহিলাকে দেখিলাম, মহারাজ্ঞী তখন একটী সুন্দর সূচীযন্ত্র লইয়া সেলাই করিতে বসিলেন এবং আমি তাঁহাকে “বারন্‌সের” গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলাম।”

মহারাজ্ঞীর গ্রন্থ্যমধ্যে স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য দেশ নিবাসী জনেক যুবকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নাম জন ব্রাউন। তিনি প্রিন্‌স কনসর্টের একজন প্রিয় ভৃত্য, তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাণীর ভৃত্যত্বে নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় সচ্চরিত্রতার সহিত কার্য্য করিয়াছি-লেন। এই বৎসর উক্ত জন ব্রাউন পরলোক গমন

করিলে মহারাণী সাতিশয় দুঃখিত হয়েন; এবং আপন বিবরণীতে তাহার প্রিয় ভৃত্যের বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি, যত্ন ও মনোযোগের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ্ঞী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে একবার করিয়া প্রিন্স আলবার্টের গোশালার গাভীগুলিকে দেখিতে যাইতেন। যে হেতু করুণহৃদয় প্রিন্স ও তদ্রূপ করিতেন। মহারাজ্ঞীর ভগ্নী রাজকুমারী ফিওডোর বলিতেন যে মহারাণী বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগেও এই বিশ্বাসে সুখী থাকিতেন যে তাঁহার স্বামীর আত্মা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকে। কারণ তাঁহার স্বামী এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রিন্স কন্সর্টের মৃত্যুর এক বৎসর পরে সদরলণ্ডের ডচেস মহারাজ্ঞীকে রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ ইংরেজ ললনাগণের উপযুক্ত উপহার একখানি সুন্দর বাঁধান 'বাইবেল' অর্পণ করেন। মহারাণী তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিয়া ছিলেন,—

"আমার প্রিয় ডিউকপত্নি, আমি অনেক বিধবা রমণীর নিকট হইতে বাইবেল (ধর্ম্ম পুস্তক) উপহার এবং তত্রসহ অনুগ্রহ ও স্নেহসূচক পত্র পাইয়া সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। আমি আমার রাজভক্তিপরায়ণা এবং

সাতিশয় বশম্বদা প্রকৃতিগণের নিকট হইতে যে সর্ব্ববাদী সম্মত সহানুভূতি পাইয়াছি ও পাইতেছি তাঁহাদিগের সকলের নিকট উপযুক্তরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, এজন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি আপনি সেই সকল দয়ার্দ্রহৃদয়া সহভাগিনী বিধবাগণকে তাঁহাদিগের বিধবা রাজ্ঞীর কৃতজ্ঞতা জানাইবেন। কিন্তু তাঁহারা যে আমার সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং পূজনীয় স্বামী মহাশয়ের প্রকৃত গুণ বুঝিয়াছেন ইহাই আমি অধিক মূল্যবান বোধ করি। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়াও যে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিতেছি এই আমার সন্তোষ, এবং পরকালে তাঁহার সহিত অনন্ত মিলনের যে সুখময়ী চিন্তা পোষণ করিতেছি তাহার কাছে বর্ত্তমানের দারুণ যন্ত্রণা কিছুই নয়। স্বর্গীয় পিতার নিকট তাঁহাদিগের ভগ্নহৃদয়া রাজ্ঞীর সাগ্রহ প্র্যার্থনা এই যে অনেক বিধবাদিগের মনে এইরূপ সান্ত্বনা এবং আশার বীজ বপন করেন। আমাকে আপনার যার পর নাই চির স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী বলিয়া জানিবেন।

ভিক্টোরিয়া।”

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ ই মার্চ ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেকজন্দ্রা আমাদিগের যুবরাজের পরিণীতা হইবার

জন্য ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ইংলণ্ডবাসী-গণ সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অভিনব রাজবধূকে দেখিবার জন্য সমবেত হয়। এই বিবাহোৎসবে মহা-সমারোহ হইয়াছিল। মহারাজ্ঞীর নববধূ আপন স্বভাবের রমণীয়তাগুণে অল্পদিনেই তাঁহার শ্বশ্রুর অন্তঃ-করণে স্থান লাভে সমর্থা হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রবেশকালেই ৮ ই জানুয়ারী দিবসে মহারাজ্ঞী পৌত্রমুখ দর্শনে এক নূতন সুখভোগের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এ দিন আমাদিগের যুব-রাজের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েন।

এই বৎসর ইটালিগৌরব গ্যারিবল্ডী ইংলণ্ডে শুভা-গমন করেন। তাঁহার শুভাগমনে ইংলণ্ডভূমি আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়াছিল।

স্বামিবিয়োগের পর আমাদিগের ভারতেশ্বরী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্ট মহা সভায় প্রথম দর্শন দান করেন। জীবনের মধুর বসন্তে তিনি প্রিন্‌স আলবার্টের পরিণীতা হইয়া তদবধি স্বামীকে আপন পার্শ্বে লইয়া রাজসিংহাসনে বসিতেন। আজি সেই আসন শূন্য! তাঁহার হৃদয়াসনও শূন্য! এই বিষয় চিন্তা করিতেও প্রাণ শুকাইয়া যায়! এই বৎসর ৫ ই জুলাই, মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় কন্যা রাজকুমারী হেলেনা জর্ম্মণীর হোলষ্টীন প্রদেশের রাজকুমার খৃষ্টানের সহিত শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। মহারাজ্ঞীর বৈধব্যদশা প্রাপ্তির পর তাঁহার বিংশতি বর্ষের সহচরী লেডী ব্লুমফিল্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন—"মহারাজ্ঞীর ভয়ঙ্কর শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ, কিন্তু সর্ব্বদাই হসিতাননা, এমন কি যখন তাঁহার গণ্ডস্থলে অশ্রুপাত হইতেছিল তখনও তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

মহারাণীর এই অবস্থায় একখানি চিত্রপট প্রস্তুত হয়। চিত্রপটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল পূর্ব্ববৎ ছিল কিন্তু মুখখানি দেখিলেই বোধ হয় যেন বিষাদ মাখান। ভাবিয়া দেখিলে প্রিন্স কনসর্ট মহোদয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার পার্থিব বিষয় বিভব, আহার, বিহার বিলাস কিছুতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, কিছুতেই মনের শান্তি খুঁজিয়া পান নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্স সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হয়েন। ইহাতে মহারাণী, রাজপরিজনেরা রাজকর্ম্মচারীগণ এবং সমস্ত ব্রিটেনভূমি এমন কি সমস্ত পৃথিবীর লোক যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত

হইয়া ছিলেন। কারণ যে নিষ্ঠুর পীড়া তাঁহার পিতার জীবনহানি করে সেই পীড়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বর মহারাজ্ঞীর স্বামিবিয়োগক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন। যুবরাজ অল্পদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সুখের সংবাদে সমস্ত পৃথিবীর কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি য়িহুদী সকল জাতিই যুবরাজের মহামূল্য জীবন রক্ষাজন্য আপনাপন অভীষ্ট দেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছিলেন। যতদিন প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স পীড়িত শয্যায় শায়িত ছিলেন মহারাজ্ঞী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া পীড়ার প্রতিকারের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং যুবরাজ আরোগ্য লাভ করিলে তিনি সেণ্টজর্জের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ঈশ্বরের প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ এবং তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপসনার সময় তিনি মাথার টুপিতে একটী শুক্ল পুষ্পধারণ করিয়া প্রফুল্লমনে পুত্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ছিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতাসূচক মধুর হাস্যে বুঝা গিয়াছিল যে শোকের নিবিড় কাদম্বিনীকোলে দামিনীর উদয় সম্ভবিয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণীকে আবার একটী

শোকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বহুদিনের অনুগতা, প্রিয়তমা সহচরী ডচেস সদারলণ্ডের মৃত্যু হয়। এই বৎসর ৯ই ডিসেম্বরে গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রীত্বে বরিত হয়েন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে সেণ্টজর্জের ধর্ম্মালয়ে মহারাজ্ঞীর চতুর্থ কন্যা রাজকুমারী লুইশীর সহিত মার্কুইশ অফ লোরণের শুভোদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা হয়। ইনি ডিউক অফ আর্গাইলের পুত্র। এই বিবাহে রাজ পরিবারস্থ সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বিবাহের পরে নব দম্পতী মধুচান্দ্রবাসর অতিবাহনের জন্য ক্ল্যারেমণ্ট প্রাসাদে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসীগণ মহারাজ্ঞীকে প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া হাতে আকাশ পাইলেন। অনেকেই ভাবিয়া ছিলেন যে তাঁহার নিভৃতবাস কিছুতেই ঘুচিবে না। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই সাহস অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বমত বকিংহাম প্রাসাদে রাজকার্য্য চলিতে লাগিল। এই বৎসরেই ফরাসীপ্রুসিয় সমরে পরাভূত ও হৃতরাজ্য ফরাসী সম্রাট সস্ত্রীক ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে মহারাণী তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজ্যলক্ষ্মী বঞ্চিত সম্রাট মহাশয় ইংলণ্ডেই কলেবর পরিত্যাগ করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে মহারাণীর বিশাল ভারত রাজ্য শান্তিময় ছিল কেবল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পোর্ট ব্লেয়র দ্বীপে এক জন নির্ব্বাসিত নৃশংস পাঠান ভারতের গবর্ণর জেনরল লর্ড মেয়োকে হত্যা করে। এই বৎসরের প্রারম্ভেও আমাদিগের যুবরাজ আর একবার ভয়ানক রূপে পীড়িত হয়েন। এ যাত্রাও ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ সচ্ছন্দ করিয়া শোকসন্তপ্তা জননী ও আত্মীয় অন্তরঙ্গ, বন্ধু বান্ধব, এবং স্বদেশ ও বিদেশস্থ প্রকৃতিবৃন্দের সুখ সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার আরোগ্যলাভে মহারাজ্ঞী স্বীয় আত্মীয় স্বজনে মিলিত হইয়া সেণ্টপলের ধর্ম্মমন্দিরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তদুপলক্ষে সরকারী আপিশাদি বন্ধ হয়। ভারতীয় প্রজাগণও বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন। ২৩ শে মার্চ মহারাণী অল্পদিনের জন্য একবার জর্ম্মণিতে গিয়াছিলেন।

পর বৎসর ২১ শে জানুয়ারী ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ এডিনবরা রুষীয় সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জন্দরের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী মেরির পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহের পরবর্ত্তী মে মাসের ১৩ ই মহারাজ্ঞীর অভিনব বৈবাহিক রুষ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জন্দর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডে

শুভাগমন করিয়াছিলেন। বৈবাহিকের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আড়ম্বর ও আয়োজনের কিছু মাত্র ত্রুটী হয় নাই। এক সপ্তাহ কাল ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া রুষসম্রাট স্বদেশ যাত্রা করেন। এই বৎসর মহারাণীর তৃতীয় পুত্র আর্থার "কনটের ডিউক" হয়েন এবং লর্ড বিকন্সফিল্ড ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র "প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স" সস্ত্রীক ভারতভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে সমস্ত ভারতবাসী একত্র মিলিত এবং এক জীব, এক প্রাণ হইয়া প্রিন্স মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য মহাড়ম্বরে আপনাদিগের রাজভক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েন; গ্রামে গ্রামে,নগরে নগরে সভা সংস্থাপিত করিয়া প্রিন্স মহাশয়কে রাশি রাশি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে ভারতের আবাল বৃদ্ধ যুবা মত্ত হইয়া উঠেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ,বম্বে,আলাহাবাদ তিনি যখন যেখানে গিয়া ছিলেন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিবার এবং হৃদয়ের প্রীতিভক্তি প্রদান করিবার জন্য কি দেশীয় রাজা জমিদার ধনী দরিদ্র সকলেই সমান ভাবে আগ্রহ ও

---

* Statesman's year book for 1875.

ঔৎসুক্য সহকারে আহার নিদ্রা পরিহার করিয়াছিলেন। মহানগরী নিশাকালে অনন্ত আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া নক্ষত্রময় গগনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। গ্যাসালোকের জ্বলন্ত অক্ষরে "ঈশ্বর মহারাজ্ঞীকে সুখে রাখুন," "ভারতের ভাবী অধীশ্বরের কল্যাণ করুন" "ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসা যুবরাজ, আসিতে আজ্ঞা হউক" ইত্যাদি বাক্য নিশাকালে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদিগের তোরণ আলোকিত করিয়াছিল। মহানগরী লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। পল্লী গ্রাম হইতে রাশি রাশি লোক যুবরাজকে দেখিবার জন্য পাথের ও আহারাদি ব্যয় স্বীকার করিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক দিন নগরে নগরে আতস বাজি, নৃত্য গীতাভিনয় নিরন্তর চলিয়া ছিল। ভারতে যেন আনন্দ ভিন্ন কিছুই ছিল না। যে দীন দুঃখী, সেও আপন ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রিন্স দর্শনে ব্যাকুল। যখনই যুবরাজ রাজপথে বাহির হইতেন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইত। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত এত দূর একতা এই প্রথম দৃষ্ট হইল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যুবরাজ ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া

স্বদেশ যাত্রা করেন। যাইবার সময় ভারতীয় রাজা জমিদারদিগের প্রদত্ত মহামূল্য মণি মাণিক্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় নানা উপহার লইয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরাজগণের প্রাচীন রাজধানী দীল্লি নগরে, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, বম্বে, মান্দ্রাজ, হাইদরাবাদ, কাশ্মীর, রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের রাজা মহারাজা ও সর্দ্দার এবং দেশীয় উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইলেন, বহুকালের পর ভারতে রাজসূয়ের আয়োজন হইল। যে চন্দ্র সূর্য্য বংশের নামে ত্রিভুবন কম্পিত, দিকপালগণ শঙ্কিত হইত, তাঁহাদিগের বংশধরগণ, পবিত্র পঞ্চনদ করগ্রাহী সর্দ্দারগণ, হাইদরাবাদের নিজাম, হোলকার, সেন্ধিয়া, গুইকুমার প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায়গণ সভাস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। আমাদিগের মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ভারতে একেশ্বরীত্ব ঘোষণা করিলেন। মহারাজ্ঞী সেই দিন হইতে ভারত সম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্ব্বৎসর, এ বৎসরে তিনি আর একটী নিদারুণ গুরুতরশোক প্রাপ্ত হয়েন। সংসারের যত প্রকার শোক আছে অপত্যশোকের মত শোক আর নাই। ইহা দ্বারা সাংসারিক, শারীরিক

ও মানসিক সকলবিধ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। মহারাণীর দ্বিতীয়া কন্যা এলিশ অকালে কাল কবলিত হয়েন। স্বামী বিয়োগের পর সংসারে পুত্র কন্যা গুলিকে সুখী সচ্ছন্দ দেখিয়াই মহারাণী অনেক সময় স্বামীশোক বিস্মৃত হইতেন, কিন্তু বিধাতা তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। কন্যাশোকতাপিতা মহারাজ্ঞী অচিরে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করিলেন। তজ্জন্য তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ স্বাস্থ্যকর জল বায়ু সেবনের জন্য ইটালীতে গমন করেন, তথায় প্রচুর সম্মান ও সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া ১৮ ই এপ্রিল 'মঞ্জা' নামক স্থানে তত্রত্য সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন; এবং কিয়দ্দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া ২৬ শে এপ্রিল ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হয়েন। ইটালী যাত্রার পূর্ব্বে মহারাণীর তৃতীয় পুত্র 'ডিউক অফ কনট' প্রসিয়ার রাজকন্যা লুইশীর পাণি পীড়ন করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীপ্রবর লর্ড বিকন্স ফিল্ড লোক লীলা সম্বরণ করিলে মহারাণী সাতিশয় দুঃখানুভব করিয়াছিলেন। মন্ত্রীপ্রবর একজন প্রতিভাশালী নীতিজ্ঞ এবং বিখ্যাত উপন্যাস লেখক ছিলেন। মহারাণী তাঁহার গুণগ্রামের অতিশয় সুখ্যাতি করেন।

জীবের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ময়, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখেরও ময়। শরীরীর উপর সংসারের সুখ দুঃখ চক্রাবর্ত্তের ন্যায় নিয়ত ঘুরিতে ফিরিতেছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাণী আর একটী হৃদয়রত্ন হারাইলেন। এই সকল কথা লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে, মন স্তম্ভিত হয়। মহারাণীর বার্দ্ধক্যে পুত্রশোক বড়ই মনস্তাপের কথা। তাঁহার প্রতি এই দৈব দুর্ব্বিপাকের সংবাদ পৃথিবীর মধ্যে যাঁহার শ্রুতিস্পর্শ করিয়াছিল তিনিই সমধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রজা, আমাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আমরা তাঁহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, তিনি আমাদিগের পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী এবং কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া নহে এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের যে কেহ তাঁহার বিষয় অবগত আছেন, যিনি তাঁহার সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছেন তিনিই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। আজি ৪৮ বৎসর তিনি রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করুণানিধান বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আমাদিগের ভারতেশ্বরীর জীবন দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর এবং তাঁহার প্রাসাদকে চিরসুখ ও চিরশান্তির আশ্রয় করুন।

মহারাণীর জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়া কিছু-তেই আশা মিটিতেছে না। তাঁহার যে সকল মহৎ গুণের কথা শুনা যায় সে সকল লিখিয়া শেষ করা সহজ নহে। যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা পায়, সংসারে থাকিয়া যাহাদিগেরদ্বারা মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভে সমর্থ হওয়া যায় আমাদিগের মহারাণীর সে সকলই আছে। সাংসারিক মায়া মোহে যদিও মানবমন নিতান্ত বশীভূত, যদিও স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া তিনি এই সুখ দুঃখের সংসারে একজন সংসারিণী তথাপি তাঁহার মন সংসারে নির্লিপ্ত। তাঁহার উপর দিয়া কত আপদ বিপদ গিয়াছে অন্যা স্ত্রীলোক হইলে কতই অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিত ও অনিষ্টের সংঘটন হইত। কিন্তু আমাদিগের মহারাণী কিছুতেই বিচলিত বা অধীরা নহেন। বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও তিনি যে কিরূপ সরলতা ও দয়াদি সদ্‌গুণে ভূষিতা তাহা দেখাইবার জন্য গুটি কতক কথার উল্লেখ করিয়া আপততঃ এই গ্রন্থের উপসংহার করিব।

একদা মহারাণী শুনিলেন যে একটী অসহায়া স্ত্রীলোক ইহ সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহার এমন কেহ নাই যে তাঁহার লোকান্তরগামিনী আত্মাকে দুইটা ধর্ম্মের

কথা শুনাইয়া ইহসংসারের পাপতাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেয়। মহারাণী স্বয়ং সেই মুমূর্ষু রমণীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহার মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে বাইবেল পাঠ করিয়া শুনান।

কোন সময়ে তিনি গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একজন ভারবাহী ভারবহনে শ্রান্ত হইয়া ভার নামাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া সঘন শ্বাস ক্ষেপ করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার বড় দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া মুটেকে তাহার বোঝা সহিত আপন গাড়ীতে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেন।

মহারাণী প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগের সুখ দুঃখ জানিবার জন্য সামান্য বিবিদিগের ন্যায় পোষাক পরিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। একবার তিনি একজন জহুরীর দোকানে গিয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক একগাছি মুক্তার মালা ক্রয় করিবার জন্য তাহার দর করিতেছেন। সে কালের বিবিরা স্বামীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পছন্দমত জিনিষপত্র কিনিয়া স্বামীর নামে দোকানীর খাতায় খরচ লিখাইয়া জিনিষ লইয়া ঘরে যাইতেন। মাসকাবারের শেষে দোকানদার বাকীর হিসাব পাঠাইলে স্বামীর চক্ষুস্থির হইত। তখন

অর্দ্ধাশনে বিলাসিনী বনিতার বিলাসবাসনা চরিতার্থতার জন্য টাকা শোধ করিতে হইত। কিন্তু যে বিবিটী মুক্তার মালা দর করিতেছিলেন, তিনি দর শুনিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে "আমার এরূপ অবস্থা নয় যে আমি এত দাম দিয়া ক্রয় করিতে পারি।" মহারাণী সেই মালাছড়াটী ক্রয় করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের নিকট আপনার নামে পাঠাইয়া দেন। ইহাতেই বিবির দূরদর্শিতা ও মিতব্যয়িতার পুরস্কার হইল।

আর একবার মহারাণী এবং তাঁহার স্বামী বেড়াইতে বাহির হইয়া অসবরণের একজন ডাকহরকরার নিকট হইতে একটী ছাতা কিয়ৎকালের জন্য লইয়াছিলেন এবং হরক-রাকে ছাতা ফেরত লইবার জন্য তাঁহাদিগের প্রাসাদে যাইতে বলেন। হরকরা ছাতা লইতে আসিয়া একখানি ৫০ টাকার নোট ও ছাতা ফেরত পাইয়া প্রফুল্ল মনে রাজদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যায়।

পরিশিষ্ট।

মহারাজ্ঞীর জীবনী পাঠে পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্ন লিখিত বিবরণ গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

রাজা তৃতীয় জর্জ—ইংলণ্ডে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তাঁহার সাতটী পুত্র, ছয়টী কন্যা।

জর্জ—জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌। পিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ জর্জ নামে ইংলণ্ডে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা চার্লটী তাঁহার জীবদ্দশাতেই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং রাজা চতুর্থ জর্জ পরলোক গমন করিলে তাঁহার নিরপত্যতা হেতু ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারে রাজ্যাধিকার তাঁহার অনুজে আসিয়া বর্ত্তে। কিন্তু তদীয়ানুজ—

ফেডরিক—ইওর্কের ডিউক, তৎকালে লোকান্তরবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন; তিনিও কোন পুত্র কন্যা রাখিয়া যান নাই। এজন্য তাঁহার কনিষ্ঠ—

উইলিয়ম হেনরী—ক্ল্যারেন্সের ডিউক, পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং চতুর্থ উইলিয়ম নামে কিছু দিন তিনি ইংলণ্ডে রাজ্য করেন। তাঁহার একটী কন্যা জন্মিয়াছিল কিন্তু সেটী শৈশবাবস্থাতেই গতাসু হয়েন এজন্য তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডের রাজমুকুট তদীয় অনুজ—

এডওয়ার্ড—কেণ্টের ডিউক মহোদয়ের প্রাপ্য হয়। কিন্তু রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুকালে তিনি জীবিত না থাকায় তাঁহার কন্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়াই তাহা লাভ করেন। তৎকালে মহারাজ্ঞীর পিতৃব্য—

আর্নেষ্ট—কম্বরলণ্ডের ডিউক, তৃতীয় জর্জের পঞ্চম পুত্র, জীবিত ছিলেন এবং হানোবরের নিয়মানুসারে তত্রত্য রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাত্রা করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর হানোবরে রাজ্য করিবার পর তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ ই নবেম্বর একটী অন্ধ পুত্রকে রাখিয়া

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অন্ধ হানোবররাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া কয়েক বৎসর পরে ফ্রান্স রাজ্যে জীবন ত্যাগ করেন।

অগষ্টশ—সসেক্সের ডিউক, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহ লোক হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদি কেহ এক্ষণে জীবিত নাই।

আডল্‌ফস্‌—কেম্ব্রিজের ডিউক, মহারাণীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ পিতৃব্য। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ ই জুলাই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। এক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী (অথচ আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার পিতৃব্যপত্নী) এবং এক পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত আছেন। তৎপুত্র কুমার জর্জ কেম্ব্রিজের ডিউক, ফিল্ড মার্সেল এবং ব্রিটিশ সেনার প্রধান অধ্যক্ষ (কমাণ্ডর ইন চিফ) বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার মাতাও বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা পাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ভগ্নিদ্বয়েরও পৃথক বৃত্তি আছে। তাঁহারা আপনাপন স্বামী গৃহে থাকিয়া রাজ-বৃত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন!

মহারাণীর পিতৃস্বষাগণের কেহ এক্ষণে জীবিত না থাকায় তাঁহা-দিগের পরিচয় অনাবশ্যক। তবে অত্র গ্রন্থের দুই এক স্থলে তাঁহা-দের কাহার কাহার নামোল্লেখ থাকায় কেবল মাত্র নামের পরিচয়ই প্রদত্ত হইল। সার্লটী, ওয়ার্টেম্বর্গের রাজ্ঞী; অগষ্টা, এলিজেবেথ, মেরী গ্লশেষ্টারের ডিউক পত্নী, সোফিয়া, এবং আর একটী অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হয়েন।

এক্ষণে আমাদিগের মহারাণীর পুত্র কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং দৌহিত্র, দোহিত্রী দিগের কথা লিখিত হইতেছে।

এডওয়ার্ড আলবার্ট—মহারাণীর প্রথম পুত্র। উপাধি প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ওয়েলস্‌ একটী পৃথক রাজ্য ছিল। উক্ত রাজা ওয়েলস প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড কে ওয়েলসের প্রিন্স

আখ্যা প্রদান করে। সেই অবধি ইংলণ্ডে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের আখ্যা প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ হইয়া আসিতেছে। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার এডওয়ার্ড এক্ষণে মহারাজ্ঞীর বিপুল সাম্রাজ্যের ভাবী অধিকারী। তাঁহার দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। যুবরাজ বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত করণওয়াল উপ-রাজ্য (ডচীর) উপস্বত্ব বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা পাইতেছেন। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী বার্ষিক এক লক্ষ টাকা পৃথক পাইয়া থাকেন। কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার বৈধব্যদশা ঘটিলে ৩ লক্ষ টাকা পাইবেন।

আলফ্রেড আর্ণেষ্ট—মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র, উপাধি ডিউক অফ এডিনবরা। তাঁহার পুত্র কন্যায় চারিটী। বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

আর্থার উইলিয়ম—মহারাণীর তৃতীয় পুত্র। উপাধি ডিউক অফ কনট। বার্ষিক বৃত্তি দেড় লক্ষ টাকা।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া—মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। পুত্র কন্যায় ৮ টী, বার্ষিকবৃত্তি ৮০ হাজার টাকা। ইনি প্রিন্স্‌ অফ ওয়েল্‌সেরও বয়োজ্যেষ্ঠা। দ্বিতীয়া রাজকুমারী এলিশের পুত্র কন্যায় ৭ টী। রাজকুমারী হেলেনার পাঁচটী। লুইশা এবং রাজকুমারী বিয়ে-ট্রিশ ইহাঁরা সকলেই বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

আমাদিগের মহারাণী বৎসর ৩৮,৫০,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। তাহার মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা নিজ ব্যয়ের জন্য গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট টাকা উপরোক্ত পুত্র কন্যা প্রভৃতি রাজ পরিবার, এবং অবসর প্রাপ্ত ভৃত্যদিগকে বৃত্তি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে দাতব্য ও অন্যান্য ব্যয় হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি লাঙ্কাষ্টার উপরাজ্যের (ডচীর) উপস্বত্ব পাইয়া থাকেন। তাহার বার্ষিক আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা।

মহারাণীর মাতুল বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ড ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

অশুদ্ধ শোধন।

গ্রন্থকারের অনুপস্থিতি কালে অত্র গ্রন্থের তিনটী ফর্ম্মা মুদ্রিত হওয়া প্রযুক্ত সেই তিনটী ফর্ম্মায় কয়েকটী ভুল রহিয়া গিয়াছে। আজি কালিকার নাটক নবেলে রাশি রাশি ভ্রম থাকিলেও শুদ্ধিপত্র দিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু আমরা পাঠকবর্গকে তদ্রূপে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা করিনা এজন্য পাঠকগণকে অনুরোধ যে তাঁহারা সেই সেই স্থল সংশোধনান্তে পাঠ করেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৬	১	অগ্নিগৃহে সভা	সভাগৃহে অগ্নি
২৭৩	৭	দুরন্ততা	দুরন্ততা
ঐ	১২	অষ্টপর্	অণ্টপর্
ঐ	১৭	করিয়া	করেন এবং
২৭৪	১২	সমুজ্জ্বল ভাষায়	সমুজ্জ্বল
ঐ	১৩	স্নেহপূর্ণ	স্নেহপূর্ণ সমুজ্জ্বল
ঐ	১৬	সম্মান	সম্মানিত
২৭৩	২	নাটকের	„
ঐ	৩	পনসেনের	বান্‌সনের
ঐ	১৯	বাঘাম্বর	বাঘাম্বর ;
২৮১	৩	বিহীত	বিহিত

We beg to acknowledge, with deep sense of gratitude, the re-ceipt of donations from the distinguished Moha Rajas, Raja and Ranees of Bengal, Behar, and Orissa, mentioned opposite their names, towards the fund of publishing the illustious life of Her Majesty the Most Graceous Queen of Great Britain and Empress of India.

Rani Nistarini Debi widow of
The Late Raja Lakhan Prasad Garga Bahadur
of Mohisadal in Midnapur. ... ... Rs 90-0-0

Rani Sidhessari Debi
of Chanchal in Malda ... ... „ 40-0-0

Raja of Rampur Tributary state, Orissa ... „ 35-0-0

Raja Ramchandra Birbar Harichandan
Talcheri, Cattak ... ... „ 25-0-0

Moha Raja Sir Jotindra mohan Tagore
Bahadur K. C. S. I. Calcutta. ... ... „ 20-0-0

H. H. Farzand Dilpazir Nawab Mahomed Kalb Ali Khan
Bahadur G. C. S. I. Rampur ... ... „ 20-0-0

Rai Ramani Mohan Roy Chowdhuri Bahadur
Tushbhandar, Rungpur ... ... „ 20-0-0

Other 150 Zemindars Rs 5 each.

—*—